গোলেস্তাঁ

অর্থাৎ

কুসুমোদ্যান।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীরায় দীননাথ সিংহ চৌধুরী কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও শ্রীসেখ এলাহিবক্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র।

ভ্রম সংশোধন।

ভ্রম বশত "জ" এর ফর্ম্মা হইতে "ত" এর ফর্ম্মা পর্য্যন্ত পত্রাঙ্কগুলি ভুল হইয়াগিয়াছে, তাহা ৫৯ হইতে ১১০ হওয়া উচিত ছিল।

ভূমিকা।

আমি বাল্যকালে যখন এই পুস্তকোদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখন ইহার নীতি-কুসুম-সৌরভে আকুল হইয়া স্বীয় মনঃক্ষেত্রে এই আশাবীজ বপন করিয়াছিলাম, যে; এই অমূল্য রত্নস্বরূপ গোলেস্তা গ্রন্থখানি পারস্য ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিব, কিন্তু দৈহিক, মানসিক ও সাংসারিক কষ্টে মনোরথ সফল করিতে পারি নাই। অধুনা অনেক পরিশ্রম সহকারে ইহা অনুবাদ করিলাম। ইহাতে অনেক আরব্য ভাষার শ্লোক ও পারস্য ভাষার কবিতা দৃষ্টান্তচ্ছলে লিখিত আছে, কিন্তু আমি শব্দানুসারে তাহার অনুবাদ করিলাম না। কারণ, বঙ্গ ভাষার গদ্য রচনার মধ্যে পদ্য ও শ্লোক লিখিত হইলে বঙ্গ ভাষার অঙ্গভঙ্গ হইয়া রসভঙ্গ হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় আমি এই পুস্তকের গল্পের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সরল ভাষায় অনুবাদ করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ! আমার এ যত্নের রত্নকে অযত্ন করিবেন না। ইহাতে আপনাদের কিঞ্চিন্মাত্র ও সন্তোষ লাভ হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব।—

সহর কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্রজার বিশেষ সাহায্যতার ও যত্নের দ্বারা এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইতি সন ১২৮৯ সাল তারিখ—২৫ বৈশাখ।

শ্রীরায় দীননাথ সিংহ চৌধুরী।

সাং সাকিম সহর কলিকাতা

অনুক্রমণিকা।

সিরাজ-বাসী মস্‌লীউদ্দীন সেখ সাদির ঈশ্বর আরাধনা।

অর্থাৎ গ্রন্থ রচনার অগ্রে গ্রন্থ সমাপন মানসে পরম দয়ালু জগদীশ্বরের প্রশংসা।

হে মন মহারাধ্য তেজোময় পরম ব্রহ্মের দিবানিশি ধন্যবাদ কর। কারণ জীবের মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইবার প্রধান উপায় তাঁহার উপাসনা করা। অতএব তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে এবং তাঁহার নিকট কায়মনে কৃতজ্ঞতা, অর্পণ করিলে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। আহা! ভগবানের কি অদ্ভুত কার্য্য, কেন না যখন প্রতি-নিঃশ্বাসে জীবের জীবন-ধারণ হইতেছে, এবং ইহার বহনে জীবের দেহ প্রফুল্ল করিতেছে, ইহাতেই তাঁহার অসীম মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, এই নিশ্বাস অধঃপতনে জীবের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয় এবং ঊর্দ্ধগমন শরীরকে স্নিগ্ধ করে। যখন সামান্য নিশ্বাসেতেই এতাদৃশ অদ্ভুত গুণ অবলক্ষিত হইতেছে, তখন যে বাহুতে এবং রসনাতে তাঁহার আশ্চর্য্য গুণের প্রশংসা প্রকাশিত হইবে ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

হে আদিপুরুষের সন্তানগণ! সেই পরম ব্রহ্মের অসীম মহিমা অহঃরহ কীর্ত্তন কর। কারণ ভগবানের উক্তি আছে, জীবের প্রধান কার্য্য স্বর্গের বিচারালয়ে পাপজনিত ক্ষমা-প্রার্থনা এবং স্বীয় লঘুতা ও ক্ষীণতার সর্ব্বদা স্বীকার। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ এপর্য্যন্ত কোন সাধক ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সাধনা করিতে সক্ষম হন নাই, তথাপি তাঁহার অসীম মহিমা-বারি সর্ব্বত্র বর্ষণ হইতেছে এবং সকল স্থানকেই সিক্ত করিতেছে, আর তাঁহার নামের তেজঃ সমীপে বা অন্তরে প্রভাকরের প্রভার ন্যায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার জীবগণের গুরুতর পাতক সকলের পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞান এবং বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাকেও ইহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

আহা নিরঞ্জনের কি অসীম দয়া জীবগণের ভূরি ভূরি দুরাচরিত অপরাধ সত্বে প্রাত্যহিক আহার যোগাইতে ক্ষান্ত হন না!

হে পরম কারুণিক ভগবন্! যখন তুমি তোমার গোপনীয় ভাণ্ডার হইতে ঈশ্বরদ্রোহিগণকে এবং নাস্তিকরূপ রাক্ষসগণকে আহার প্রদান করিতেছ, তখন তুমি ত্বদীয় ভক্তগণকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পার। হে করুণাসিন্ধু! দীনবন্ধু! যখন তুমি ত্বদীয় বিপক্ষকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছ, তখন ত্বদীয় ভক্তগণের প্রতি তোমার কৃপাবারি কেনই বা বর্ষণ না হইবে।

আহামরি! সেই পরম দয়ালু বিভু পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষচারা সকলকে লালন পালন করিবার নিমিত্ত তাঁহার রাজগৃহাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করেন অর্থাৎ বসন্তকালীন মেঘ এবং স্নিগ্ধ বায়ুকে প্রেরণ করেন, যদ্দ্বারা বৃক্ষ সকলের নব নব শাখা পল্লবাদি নির্গত হইয়া নানা রঙ্গের পুষ্পমালার ন্যায় শোভিত হইতে থাকে। আহা সেই সর্ব্বশক্তিমানের কি অদ্ভুত ক্ষমতা; যাঁহার কৃপায় অতি ক্ষুদ্র ইক্ষু বৃক্ষেরও রসাস্বাদন মধুরতায় পরিপূর্ণ, এবং খর্জ্জুর ফলের সামান্য শস্য হইতে দীর্ঘ তরুবর উৎপন্ন হয়। তাঁহার আদেশানুসারে বরুণ, পবন, দিবাকর, নিশাকর, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রভৃতি সকলে স্বীয় স্বীয় স্বভাব পরিচালনে ব্যতিব্যস্ত থাকে। হে মানবগণ! ইহা তোমাদের অজ্ঞাত নয় যে, তাঁহার কৃপাবিহনে তোমরা আহার ও উপার্জ্জন করিতে কিম্বা ভজনা করিতে পার না। অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ এবম্বিধ কার্য্য কর যাহাতে তাঁহার দয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

হে প্রভু দয়াময়! তোমার আদেশে চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহগণ দিবানিশি তোমারি আজ্ঞাবহ হইয়া গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হয় যেন কি প্রকারে তোমায় সন্তোষ করিবে, স্থির করিতে না পারিয়াই এইরূপ করিতেছে। যাহা হউক জীবের পক্ষে একটী প্রাচীন উক্তি আছে এবং জ্ঞানীলোকেরাও বলিয়া থাকেন, সকলেরই জীবিতাবস্থা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। অতএব এ অবস্থাতে সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া করা মানবজাতির মহৎ কার্য্য, যদ্দ্বারা ভগবান সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা অস্মদাদির উৎকৃষ্টতম কার্য্য, ইহা নিশ্চয় জানিও।

মহম্মদের গুণানুবাদ।

মহম্মদ মস্তফার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হউক।

মহম্মদ মস্তফা পরমার্থ উপাসক। ইনি মহামান্য, ক্ষমতাশীল, ভবিষ্য-দ্বক্তা, দয়াবান, সদাশয়, প্রতাপশালী, শুভবিশিষ্ট, নিষ্ঠান্তঃকরণ, জগৎ-বিশ্বাসের প্রাচীর-স্বরূপ। স্বয়ং চিন্তামণি যাঁহার রক্ষক, তিনি কেন চিন্তা-জালে আবদ্ধ হইবেন এবং মুপেগম্বর যাঁহার কর্ণধার, তিনি কেন সিন্ধুতরঙ্গে আতঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন। আহা দয়াবান মহম্মদের নির্ম্মল চরিত্র এবং সদ্‌গুণে তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়াছে। তাঁহার উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল অদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার এবং তাঁহার বংশের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হয়।

ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সেখ সাদির দুইটী উপদেশ।

প্রথম উপদেশ। যদি কোন পাপী ব্যক্তি স্বীয় অপরাধ বিষয় বুঝিতে পারিয়া, ধর্ম্মবিচারে ক্ষমা লাভ করিবার মানসে শোকাতুর হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকেন, ঐ তেজোময় সর্ব্বশক্তিমান পরম ব্রহ্ম প্রথমে তাহা অগ্রাহ্য করেন, অর্থাৎ তাহা শ্রবণ করেন না। সে পুনঃ পুনঃ অতি কাতরে যত রোদন করিতে থাকে, ততই ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। কিন্তু যখন সে নিষ্কপটে তাঁহাকে চিন্তা করে এবং প্রার্থনা করিতে থাকে, তখন সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণকে বলেন আমি ব্যতীত আমার এদাসের আর কেহ ঈশ্বর নাই। এই নিমিত্ত আমি উহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া উহার প্রার্থনা শ্রবণ করিলাম এবং উহার সকল পাপের শান্তি করিলাম। কারণ আমার প্রার্থনাশীল ভৃত্যের কাত-রোক্তি ও মিনতিতে আমি অতিশয় লজ্জিত হইয়াছি। পরম ব্রহ্মের কি অসীম দয়া এবং কি চমৎকার কৃপা! তাঁহার ভৃত্য পাপ করিয়াছে, ইহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

দ্বিতীয় উপদেশ। যে সকল সাধু ব্যক্তিরা ভগবানের উদ্দেশে

গৌরবান্বিত দেবালয়ে নিয়ত বাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা ও প্রার্থনা করেন এবং বিনয় পূর্ব্বক সেই দয়াময়কে বলেন, তুমি যেরূপ পরমারাধ্য আমরা তথোচিত কিছুই করিতে পারি না। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং উহাদের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করেন। তাঁহার অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-বর্ণনেচ্ছায় ভগবানকে এই বলিয়া স্তব করেন যে, তুমি নিরাকার, তোমাকে জানা যেরূপ আমাদিগের কর্ত্তব্য তদ্রূপ আমরা জানিতে পারি না।

যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণ বর্ণনার্থে আমাকে অনুরোধ করেন, আমি তাহাতে কোন প্রকারে স্বীকৃত হইতে পারি না। কারণ—আমি নিজে অনভিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অসীম গুণ কি প্রকারে বর্ণনা করিতে পারি? কারণ তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যেমন প্রেয়সীর দ্বারা কোন প্রেমিক হত হইলে ঐ মৃত দেহ হইতে কোন স্বর নির্গত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের গুণ বর্ণনায় আমারও সেইরূপ হয়। ইহার উদাহরণ এই :—

কোন সময়ে এক সাধু ব্যক্তি ঈশ্বর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দৃঢ়তর ধ্যানে ও চিন্তার ক্রোড়ে মস্তক অবনত করিয়া অপ্রমেয় আরাধনা সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। যখন তিনি এতদবস্থা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আস্বাদিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে বন্ধু! আমাদের সমীপে এই ধর্ম্মারণ্য হইতে কি অদ্ভুত উপঢৌকন আনয়ন করিলে, যাহা তুমি এইমাত্র তদ্গদচিত্তে ধ্যানে দর্শন করিতেছিলে। তিনি উত্তর করিলেন, আমার অভিপ্রায় ছিল যে, আমি যখন ঐ ধর্ম্মারণ্যের গোলাপ কুসুম তরুবরের নিকটে উপস্থিত হইব, তখন ইহার কুসুম সকল চয়ন করিয়া কুসুমাধার পরিপূর্ণ করিয়া বন্ধুগণকে উপঢৌকন দিব। কিন্তু আমি যখন উক্ত স্থানে পৌঁছিলাম, উহার কুসুমের সৌরভাঘ্রাণে এমন বিহ্বল হইয়া হতজ্ঞান হইলাম যে, আমার হস্ত হইতে ঐ পুষ্পাধারটী পতিত হইল, এই হেতু তোমাদিগের ঐ উপঢৌকন প্রদানে নৈরাশ হইলাম। অতএব আমি বলি যে আমরা সকলে ধর্ম্মারণ্যের বিহঙ্গমের স্বরূপ। তজ্জন্য প্রজাপতির নিকট আমাদিগের প্রেম শিক্ষা করা উচিত। কারণ পতঙ্গেরা প্রেমাকাঙ্ক্ষায় অক্লেশে

অনেকে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই হেতু ইচ্ছা করি আমাদিগের মনো-বিহঙ্গম যেন ধর্ম্মপ্রেমে আসক্ত হইয়া ধর্ম্মের জ্যোতিতে প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু ধর্ম্ম উপাসনায় যাহারা প্রতারণা করে তাহারাই অজ্ঞ।

যাহারা সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে জানিয়াছেন তাহাদিগের বাহ্যিক-জ্ঞান ও বুদ্ধি এমত জড় হইয়াগিয়াছে যে, তাহা অনুমান করিয়া কেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। হে দয়াময় ভগবন্! তুমি কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত, আমি সর্ব্বদা শ্রবণ করি যে তুমি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা তোমার আদি অন্ত অথবা গুণ কে বর্ণিতে পারে। তুমি অনাদি ও অশেষগুণসম্পন্ন তেজোময় ব্রহ্ম।

সেখ সাদির স্বদেশাধিপতির প্রশংসা।

ইসলে মিসম দেশীয় অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাটের উপর ভগবান যেন আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার রাজত্ব যেন চিরস্থায়ী করেন।

সেখ সাদির এই গ্রন্থ এমত উৎকৃষ্ট হইযাছে যে তিনি সর্ব্বসাধারণের মুখ-নিঃসৃত সুখগতি লাভ করিয়াছেন এবং তাহার রচনার সৌরভ সমস্ত পৃথিবীর উপরিভাগে মরুতের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াছে তাঁহার হিতোপদেশ সন্নিবেশিত লেখনী অমৃত বোধে সর্ব্ব সাধারণে পান কবিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন এবং তাহার রচনার এত বাহুল্যরূপে প্রশংসা করিয়াছেন যেন তাঁহার রচনা সকল মুদ্রার হুণ্ডীর ন্যায় বহু মূল্য বোধ হইত। সেখ সাদির বিদ্যার সৌরভ ও সদ্বক্তৃতা সমূহ তদ্দেশীয় রাজার দ্বারা আরও অধিকতর প্রচাব হইয়াছে তজ্জন্য সেখ সাদি কৃতজ্ঞতার সহিত ঐ রাজার গুণানুবাদ করিতেছেন।

জঙ্গীর তনয় পৃথিবীপতি জগদ্বিখ্যাত সলমন ভূপালের প্রতিনিধি অতি বিশ্বাসী পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ মহা বিখ্যাত আতাবক মোজাফর উদ্দীন আবুবেকর সাধ যিনি ভুমণ্ডলে ভগবানের প্রতিবিম্ব স্বরূপ তাঁহার প্রশংসা কর। সাদি তৎপরে ভগবানের স্তব করিয়া আরও বলেন, হে জগৎপিতঃ! তুমি অস্মদ্দেশীয় ভূপালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, কারণ ইনি আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা দৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাঁর বিশেষ অনুরোধ, স্নেহ এবং যত্নের দ্বারা সকল লোকে আমার এই গ্রন্থ রচনায় তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

কেন না মানবজাতিরা রাজ বিবেচনাকে অভ্রান্ত মনে করিয়া আশুগ্রহণ করেন। এই হেতু সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এ সামান্য রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আমার যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং এত বাহুল্য-রূপে ইহার গুণকীর্ত্তন করেন, যেন আমার এই রচিত রচনা প্রভাকর অপেক্ষা অধিকতর প্রভা প্রকাশ করে। আর ইহার রচনাতে যদিও কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়, ভূপালের অনুবোধে তাহা দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না, তাহার উদাহরণ বর্ণন করিতেছি।

এক দিবস এক স্নানাগারে স্নান করিতেছি, এমন সময় এক প্রিয়বন্ধুর হস্ত হইতে এক খণ্ড সৌরভান্বিত মৃত্তিকা আমার সমীপে আসিয়া পড়িল। তদ্দ্বারা সমুদায় স্থান সৌরভে আকুল হইল। আমি তখন আশ্চর্য্য হইয়া, ঐ মৃত্তিকা খণ্ডকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, তুমি কি মধুমিশ্রিত কৃত্রিম মৃগনাভি কস্তুরা? আমি ত্বদীয় সৌরভাঘ্রাণে মোহিত হইয়াছি। মৃত্তিকা লোষ্ট্র উত্তর করিল, না মহাশয় আমি অতি অপকৃষ্ট এক খণ্ড কর্দ্দম মাত্র। কিন্তু এক সময়ে গোলাপ-কুসুমের সঙ্গে সহবাস করাতে আমার বন্ধুর গুণ আমাতে বর্ত্তিয়াছে; নতুবা আমি সেই প্রকৃত মৃত্তিকাই আছি, কেবল মাত্র সৌরভ-সহবাসে সৌরভযুক্ত হইয়াছি, এবম্বিধ প্রকারে রাজার সহবাসে আমারও তদ্রূপ ঘটিয়াছে।

সে যাহা হউক হে দয়াময় ভগবন্! এই মহম্মদ উপাসক ভূপালের আয়ুর্বৃদ্ধি এবং উহার মানসিক সুখ প্রদান কর। উহার ধর্ম্মের এবং গুণের পুরস্কার কর। উহার কি সাপক্ষ্য কি বিপক্ষ্য সকলেরই উন্নতি কর। প্রার্থনা করি, এই মহিপালের নাম চীরস্মরণার্থে যেন ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ গ্রন্থের কবিতায় লিখিত থাকে। হে প্রভু দয়াময়! তুমি এই মহারাজের রাজ্য রক্ষা কর এবং স্বয়ং ইহাঁর রক্ষক হও। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই দেশ মহারাজার অধীনে থাকায় অসীম সুখশান্তি বিরাজিত হইতেছে। হে ভগবন্! প্রার্থনা করি, মহারাজের সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয় এবং ইহাঁর বিপদ কালে যেন তোমার সহায়তা প্রাপ্ত হন। রাজা রাজত্বের মূলস্বরূপ; অতএব ইহা হইতে উৎপন্ন জ্ঞান বৃক্ষ যেন শাখা পল্লবাদির সহিত সুশোভিত হইয়া উত্তম ফল ফুলে পরিপূর্ণ হয়। কারণ,

কারণ উত্তম বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে বপন করিলে উত্তম ফলোৎপন্ন হয়। প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের পুনর্ব্বিচারের দিবস পর্য্যন্ত এই সিরাজদেশে সম্পূর্ণরূপে শান্তি বিরাজমান থাকে ও এই রাজ্যের বিচারপতিদিগের বিচারে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জ্ঞান দান করুন। "দয়াময় ভগবন্! যাঁহারা জ্ঞানানুসারে কার্য্য করেন তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। আমি অজ্ঞাতসারে অসভ্য তুরস্কজাতিদিগের আশঙ্কায় এতদিন বিদেশে কালযাপন করিলাম। বিদেশ গমনের সময় দেখিয়াছিলাম যে, এই দেশ কলহাদি পাপে ইথিও বাসিগণের ছিন্ন কেশের ন্যায় পরিপূর্ণ ছিল, তৎকালে এতদ্দেশীয় লোকের কেবলমাত্র মানবাকৃতি ছিল, কিন্তু হিংস্র জন্তুর নখরের ন্যায় ইহাদেরও নখাগ্রে রুধিরের বাষ্প নির্গত হইত। নগর মধ্যে লোকেরা যেন স্বর্গীয় দূতের ন্যায় ধার্ম্মিক হইত। কিন্তু নগরের বাহিরে গেলে শোণিতপ্রিয় পিশাচের ন্যায় হইত। কিন্তু বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, এই দেশে সম্পূর্ণরূপে শান্তিরাশি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার ব্যাঘ্রস্বরূপ নিবাসীগণ কুচরিত্র সকল একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত দেশ প্রথমে কলহ ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ ছিল, পরে ধার্ম্মিক রাজাদিগের সুশাসনে আতাবক আবুবেকর বেন শাদজঙ্গি মহারাজার রাজ্যের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া শান্তিদেবীর আশ্রয় স্থান হয়।

অতএব হে ধার্ম্মিক ভূপাল! এই পারস্যদেশ কখন কোন বিপদজালে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিবে না। যতকাল পর্য্যন্ত আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক নরপালের দ্বারা সুশাসিত থাকিবে। কারণ, হে মহারাজ! আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি যে, আপনি জগৎ পিতার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ভূমণ্ডলে কোন মহীপাল আপনার ন্যায় প্রজা রঞ্জনে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। মহারাজ নিরাশ্রয়িদিগের আশ্রয় দেওয়া যেমন আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমাদিগের সেইরূপ আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হওয়া উচিত। ইহাতে ভগবান উভয়ের প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবেন। সে যাহা হউক, হে পরাৎপর জগন্নিয়ন্তা! তব সন্নিধানে মদীয় প্রার্থনা এই যে যতকাল মেদিনী থাকিবে ও বায়ু বহন হইবে এবং চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে, বিবাদজনিত মহা প্রলয় হইতে এই পারস্য রাজ্যকে রক্ষা করিবেন।

গোলেস্তা অর্থাৎ কুসুম উদ্যান নামক গ্রন্থরচনার হেতু।

এক দিবস নিশাকালে গতকালের বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলাম, এবং জীবনের অধিক কাল যাহা বৃথা গত হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সর্ব্বক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলাম। রোদনের বহ্নিবৎ শিখায় পাষাণহৃদয় দ্রব হইয়াগেল, তখন আমি মনোমন্দিরে এই বিষয় পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলাম এবং চিত্ত প্রবোধার্থে কহিলাম :—

আমার জীবনের অজপা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, অধুনা অত্যল্প মাত্র আছে। হে চঞ্চল মন! তুমি শতার্দ্ধ বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর নিদ্রায় কাল হরণ করিলে তোমার অদ্যাবধি চৈতন্যলাভ হইল না। কেবল এই পঞ্চ দিবস মাত্র গভীর চিন্তায় জাগ্রত ছিলে। "তাহাকে ধিক! যে স্বীয় কার্য্য শেষ না করিয়া পরলোকে গমন করে", যাহারা রণবাদ্য শ্রবণ করিলে যুদ্ধ যাত্রা-কালীন এরূপ সত্বর হয় যে, স্ব স্ব অভিলষিত ও প্রয়োজনীয় বস্তু লইয়া যাইতে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ যাত্রার কালে অপর সমস্ত লোক সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, কিন্তু যোদ্ধারা নিদ্রা যাইতে পারে না। দেখ এই পৃথিবীতে আসিয়া প্রত্যেকেই নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহার কাল প্রাপ্ত হইলেই উক্ত গৃহ শূন্য হইয়া যায়, তখন ইহাতে অপরে আসিয়া প্রবেশ করিবা মাত্রই নব নব কল্পনা করিতে থাকে। আবার সেও পূর্ব্বমত পর-লোকে গমন করে, কিন্তু এই প্রকারে কাহারও দ্বারা উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয় না, অতএব সেইরূপ চঞ্চল বন্ধুর প্রতি কখনও বিশ্বাস করিও না, কারণ মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসের অযোগ্য। এই জগন্মধ্যে যখন অধম ও উত্তম সকলকেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তখন ধর্ম্ম যাঁহার একমাত্র বন্ধু তিনিই ধন্য! অতএব এইবেলা কবর স্থানে তোমার আহারীয় সামগ্রী সমস্ত প্রেরণ কর, তোমার মৃত্যুর পর কেহ উহা আনয়ন করিবে না, এই নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিতেছি, মৃত্যুর অগ্রে উহা প্রেরণ কর। যেহেতু জীবন বরফের ন্যায় অগ্রগামী, গ্রীষ্মকালের প্রভাকরের প্রখর প্রভাবে দ্রব হইয়া যাইবে, অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে। আরও কি তুমি আলস্য ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিবে? যে ব্যক্তি রিক্ত হস্তে বাজারে গমন করে, সে অবশ্যই নৈরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করে এবং

যে ব্যক্তি শস্য পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে আহার করিবার বাসনা করে, সে ফসলের সময় শস্যের শীষ অবশ্য সঞ্চয় করিবে। সাদির এই উপদেশ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, কারণ সাদি বলেন যে, ইহকালে উত্তম কার্য্য করিলে পরকালে মঙ্গল হইবে। এক্ষণে যে পথের বিষয় বর্ণনা করিলাম, সেই পথে ভ্রমণ কর, ক্রমশঃ অধিক সুখ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এই বিষয় বিবেচনা করিবার পরে আমার মনোমধ্যে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, যে জনসমাজে ও সভাস্থলে বৃথা কথোপকথন করা অপেক্ষা অবসর লওয়া যুক্তি সিদ্ধ।

বরঞ্চ বাক্‌শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া থাকা বিধেয়। কিন্তু আপন রসনাকে শাসন করিতে না পারিয়া, বাতুলের ন্যায় অধিকতর কথোপকথন, কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনা করিয়া আমি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া আছি। ইতিমধ্যে আমার এক প্রিয় বন্ধু যিনি বিদেশে আমার একমাত্র সঙ্গি এবং সর্ব্ব দুঃখের সমভাগী ছিলেন, অকস্মাৎ আমার গৃহ দ্বারে প্রবেশ করিলেন এবং রিত্যানুসারে প্রণাম করিয়া আমাকে মিনতি করিলেন, কৌতুক ও রসিকতাচ্ছলে অনেক সদ্বক্তৃতা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার কৌতুক ও রসিকতায় অথবা সদ্বক্তৃতায় প্রিয় সম্ভাষণ না করিয়া কোন উত্তর দিলাম না এবং জানু হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে বিরত থাকিলাম। ইহাতে তিনি সাতিশয় অসুখী হইয়া বলিলেন, বন্ধু! যতক্ষণ তোমার বাক্‌শক্তি আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কথা কহ, কারণ, কে বলিতে পারে আগতকল্য অদৃষ্টের দোষে নিস্তব্ধ থাকিতে বাধ্য হইবে? তখন আমার এক সহবাসী উত্তর করিলেন ইহা কি প্রকারে হইতে পারে; কারণ, ইনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া মৌনাবলম্বনে জীবনেব অবশিষ্টাংশ তপস্যায় কাটাইবেন স্থির করিয়াছেন, সে স্থলে কি প্রকারে আপনার সহিত কথা কহিতে পারেন, তবে যদি আপনি ইহাঁর ধর্ম্মপথের সঙ্গী হইতে পারেন এবং ইহাঁর ন্যায় কার্য্য করেন, তবে বলিতে পারি না। ঐ বন্ধু উত্তর করিলেন জগদীশ্বরের সমক্ষে শপথ করিতেছি, যেহেতু আমরা পরস্পরে দীর্ঘকালাবধি বন্ধুতাশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ আছি। আমি জগদীশ্বরের সমক্ষে

শপথ করিতেছি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিব না এবং এস্থান হইতে কুত্রাপি গমন করিব না, যে পর্য্যন্ত আমার বন্ধু স্বাধীনতার সহিত আমার প্রশ্নের উত্তর না দেন। বন্ধুকে কষ্ট দিলে মূর্খতা প্রকাশ হয়, কারণ অবিবেচক ব্যক্তিরা দোষ করিলে সহজে উহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানীরা সদ্বিবেচনার পথ হইতে বহির্ভূত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। উদাহরণ-চ্ছলে বলা যায় যে আলিপেগম্বরের অসি বরঞ্চ কোশাভ্যন্তরে থাকিতে পারে তত্রাচ সাদির বাক্য জিহ্বান্তরে থাকিবার নহে। মনুষ্যের জিহ্বা কি-জন্য এত মনোনীত হয়? কারণ বাক্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবির স্বরূপ, যখন ইহার দ্বার রুদ্ধ থাকে তখন কি কেহ বলিতে পারেন যে ইনি বহুমূল্য-রত্ন বাণিজ্য করিতেছেন অথবা সামান্য বস্তুর ব্যবসায় রত আছেন? যদিও জ্ঞানীদের অনুমানে মৌনী প্রশংসনীয় তত্রাচ উচিত সময়ে স্বাধীন বাক্যের পরিস্ফুটন হওয়া মনোরম্য। এই দুই বিষয় প্রণিধান করা বড় সুকঠিন, কারণ যখন আমাদিগের কথা কওয়া বড় আবশ্যক তখন আমরা মৌনী হইয়া থাকি এবং যখন মৌনী থাকাই আবশ্যক তখন অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া থাকি। সংক্ষেপে কহিতেছি যে তাহার সহিত কথা কহনে বাসনাকে আর দমন রাখিতে পারিলাম না। মনে মনে চিন্তা করিলাম যে ইহার সহিত কথা না কহিলে অসদ্ব্যবহার হয়। কারণ, তিনি আমার অতিশয় প্রিয় বন্ধু; কাহার সহিত বিবাদ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ নিশ্চয় করা উচিত যে আমি বিপক্ষ অপেক্ষা অধিক বলবান্ ও দ্রুতগমনশীল, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলাম এবং অতি হৃষ্টচিত্তে তাহার সহিত বায়ু সেবনার্থে গমন করিলাম। তৎকালীন বসন্ত-সমীরণ অতি সুশীতল স্নিগ্ধকর ছিল এবং গোলাপ-কুসুম প্রভৃতি নানা রঙ্গের পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া যেন বহু মূল্য পরিচ্ছদের ন্যায় শোভা করিতেছিল, সময়ে সময়ে বুলবুলবস্তা প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া অতি সুমধুরস্বরে শ্রোতামাত্রকেই মোহিত করিতেছিল। গোলাপ কুসুমনিচয়ের উপর মুক্তামালার ন্যায় শিশির পতনে অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। যেন কোন সুন্দরী ললনার রক্তিমাবর্ণ গণ্ডস্থল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, স্বভাবের এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

কিছু দিবস পরে আমি ঐ বন্ধুর সহিত একত্রে নিশাকালে এক অতি মনোহর পুষ্পোদ্যানে গিয়াছিলাম। উহার পুষ্পবৃক্ষ সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ছিল, উদ্যানের বর্ত্ম সকল কাচ নির্ম্মিত হিরকের ন্যায় ঝকমক্ করিতেছিল। দ্রাক্ষ্যলতা ফলভরে অবনত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। উদ্যান মধ্যে নির্ম্মল স্রোতস্বতী বহন হইতেছিল, নানা বর্ণে রঞ্জিত পক্ষীরা অতি সুস্বরে গান করিতেছিল। বৃক্ষচ্ছায়াতে সুশীতল সমীরণ প্রতিবাহিত হইতেছিল; বোধ হইতেছিল যেন, নানা বর্ণ-রঞ্জিত একখানি আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। স্বভাবের এতাদৃশ অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া আমাদের মন এমৎ উদাস হইল যে, প্রভাতকালে গৃহ প্রত্যাগমনের আর ইচ্ছা হইল না। সে যাহা হউক দেখিলাম যে, ঐ বন্ধু নগরে লইয়া যাইবার অভিলাষে কতকগুলি গোলাপ-পুষ্প চয়ন করিয়া স্বীয় বস্ত্রে পূর্ণ করিলেন। উহা দেখিয়া আমি বলিলাম, বন্ধু! তুমি ত ভালরূপে জ্ঞাত আছ যে, উদ্যানের পুষ্প চয়ন করিবামাত্র শীঘ্র ম্লান হইয়া যায় এবং বিশেষতঃ গোলাপ-কুসুমের সৌরভ অতি অল্পক্ষণমাত্র থাকে। জ্ঞানীরা বলেন, যে বস্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী তাহার উপর অন্তঃকরণ স্থির রাখা কর্ত্তব্য নয়। ঐ বন্ধু ইহাতে প্রশ্ন করিলেন, তবে ইহার উপায় কি? আমি উত্তর করিলাম, আমি যে গোলাপ-কুসুমের উদ্যান স্বরূপ একখানি পুস্তক রচনা করিব, তাহাতে পাঠকদিগের আহ্লাদ হইবে। শ্রোতাবর্গের সন্তোষ হইবে। এই গোলাপ-কুসুমের কেশর শরৎকালের প্রবল বায়ুর প্রতিঘাতে নষ্ট হইবে না। ইহার কুসুম সমূহ কখন ম্লান হইবে না, চিরকাল এক প্রকারই থাকিবে। বন্ধু এই সামান্য উদ্যান হইতে বহু যত্নপূর্ব্বক ডালাপূর্ণ পুষ্প দুই তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার এ রচিত গোলাপ-কুসুম চিরকাল চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল থাকিবে। বন্ধু ইহা শ্রবণমাত্রেই যে সকল কুসুম চয়ন করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ বস্ত্র হইতে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন এবং আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, কখন ঐ পরোপকারী হিতোপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ রচনা হইবে; যে উহা অধ্যয়ন করিয়া লোকেরা সুচারুরূপে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমি উত্তর করিলাম, অতি অল্প দিবসের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবে।

কারণ এই পুস্তকের অধ্যায়দ্বয় আমার স্মৃতিপুস্তকে (স্মরণার্থ পুস্তক মধ্যে) লিখিত আছে। প্রথম অধ্যায়ে সমাজ রঞ্জনের বিষয় বর্ণিত আছে ও দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে বক্তৃতার নিয়মাবলি সন্নিবেশিত বর্ণিত আছে। ইহার প্রথম অধ্যায় বক্তাদিগের ব্যবহার হইতে পারে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পত্র লেখকদিগের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হইতে পারে। এই হেতু সংক্ষেপে বলি, আমার এই গোলাপ-কুসুম পুস্তক জগতরূপ কাননে প্রস্ফুটিত হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব, আর হর্ষের সীমা থাকিবে না। যখন রাজাধিরাজ মহারাজ অস্মদ্দেশীয় যুবরাজ সমাদর পূর্ব্বক ইহা অধ্যয়ন করিবেন। যিনি জগতের শান্তিদাতা সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিবিম্ব স্বরূপ বিধাতানির্দ্দিষ্ট পরহিতাংশুবৎ ধর্ম্মের আশ্রয়দাতা ভগবানের অতি প্রিয়তম ও বিজয়ী সম্রাটের মহা পরাক্রমশালী বাহুস্বরূপ তেজঃময় ব্রহ্মের দীপস্বরূপ মানবশ্রেষ্ঠ অতি বিশ্বাসী সাদতনয় মহানন্তিম মহারাজ আতাবক। যাঁহার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী মস্তক অবনত করে, যিনি পারস্য ও আরবা সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহীপাল জলস্থলের অধিনেতা সলমন মোজাফর উদ্দীনের উত্তরাধিকারী। প্রার্থনা করি ভগবান যেন উভয়ের সৌভাগ্য দেবীকে অচলা রাখেন এবং ইহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সফল করেন। আমার এ গ্রন্থখানি মহারাজার মনোনীত হইলে, চীন দেশীয় চিত্রপট অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত হইবে। ভরসা করি, ইহা পাঠে মহারাজের অসন্তোষ জন্মাইবে না। কুসুম-উদ্যান গ্রন্থখানি অসন্তোষের সামগ্রী না হইবার সম্ভাবনা। কারণ ইহা উৎকৃষ্ট রচনা সমূহে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ইহার সৌভাগ্যশালী ভূমিকাতে অধিকাংশই মহারাজা সাদ আবুবেকর বেনজঙ্গীর গুণকীর্ত্তন আছে।

আমীর প্রধান ফকিরউদ্দীন আবুবেকর বেন আবুনসরের যশোকীর্ত্তন।

এই মহারাজার রাজসভায় আবার আমার নববিবাহিতা কল্পনাদেবী স্বীয় সৌন্দর্য্যাভাবে মস্তক অবনত করিয়া নৈরাশ্য নয়নে চরণের দিকে অধো দৃষ্টি করিয়া রহিলেন এবং সভা মধ্যে পরম সুন্দর যুবাদিগের সমক্ষে এই

মহারাজ কর্ত্তৃক মনোমত বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত না হইয়া প্রকাশ হইতে সাহসিক হইলেন না। এই মহারাজ অতি বিজ্ঞ, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক। ঈশ্বর ইঁহার প্রতি অতি কৃপাবান, দিগন্দল বিজয়ী, সাম্রাজ্য-সিংহাসনের রক্ষকস্বরূপ রাজ্যশাসনের সুপরামর্শদাতা, দারিদ্র ভঞ্জন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দাতা, ধর্ম্মবন্ধু, পণ্ডিতগণের প্রতিপালক, পারস্যজাতির গৌরব সূর্য্য, এবং রাজসৈন্যগণের বাহুবল, রাজত্বের এবং ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক, অতি বিশ্বাসী এবং বিশ্বাস সাপেক্ষ, সম্রাটগণের সহকারী আবুবেকর বেন আবুনসর। ভগবান ইঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন, ইঁহার গৌরব বৃদ্ধি করুন, অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখুন এবং ইঁহার সদ্গুণের পুরস্কার করুন। ভূমণ্ডলে সমস্ত ভদ্র সমাজে ইনি অতিশয় প্রশংসনীয় ফলে এ রাজ্যের সকল প্রশংসনীয় কার্য্যের ইনি মূলাধার। যিনি ইঁহার দয়াশ্রমে আশ্রয় লন, তিনি পাপ হইতে পরিত্রাণ পান। ইঁহার সদ্গুণে বিপক্ষেরাও সাপক্ষ হইয়া আইসে। হে মহারাজ! একটী উদাহরণ বর্ণনা করি, অপর কোন ব্যক্তি, কি ভৃত্য, কি আশ্রিত, যদি কোন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হয় এবং তাহা সমাধাকরণে অনুদ্যোগী অথবা অলসযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা না করে, তবে সে নিশ্চয় জনসমাজে ভর্ৎসিত এবং নিন্দার ভাজন হয়, কিন্তু উদাসীনদিগের শ্রেণীতে এরূপ ঘটে না, কারণ, ইঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, প্রধানের দয়ার নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হওয়া ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশংসা করা এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা। অতএব এরূপ স্থলে সমক্ষে অপেক্ষা পরোক্ষে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা। যেহেতু সমক্ষে তাঁহারা অতি বাহুল্যরূপে তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিতে পারেন। কিন্তু পরোক্ষে শিষ্টালাপাভাবে অধিকতর গ্রাহ্য হইবেন। এই প্রকারে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ দোষ হয়। কিন্তু হে মহারাজ! তোমার কার্য্যে, দোষের লেশমাত্র নাই। হে দয়াবান রাজেশ্বর! তোমার ন্যায় সুসন্তান জগতে জন্মগ্রহণ করিলে বোধ করি, আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া গগনমণ্ডল, বক্রভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীরের ন্যায় সরল হইয়া যায়। ইহা দৈব বিধান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যখন ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা জগতের মঙ্গলার্থে মানব জাতির উপদেশের নিমিত্ত তাঁহার এক ভক্তকে মহা যশস্বী করেন। যিনি অশেষ

গুণালঙ্কৃত হইয়া অতীব সুখ্যাতির ভাজন ও চিরায়ুষ্মান্ হয়। হে মহারাজ! পণ্ডিতবর্গে তোমার প্রশংসা করুক বা নাই করুক; তোমার সৎকার্য্য সমূহ তোমার প্রসংশার স্তম্ভ স্বরূপ। যে কামিনী স্বাভাবিক পরমাসুন্দরী তাহার মুখমণ্ডলের শোভার নিমিত্ত শিল্পকারিণী স্ত্রীলোকের শিল্পবিদ্যার কি প্রয়োজন।

সেখ সাদির দৈহিক কার্য্য পরিত্যাগ ও সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইবার কারণ ক্ষমা প্রার্থনা।

বুজরচি মিহির নামক রাজমন্ত্রীর ন্যায় আমার রাজগৃহে স্বীয় কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া কেবল আমার ভ্রম ও আলস্য মাত্র। বুজরচির বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। কোন সময়ে হাইণ্ড দেশীয় কতকগুলি জ্ঞানিলোক ঐ মন্ত্রীর ধর্ম্মের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন যে, ঐ মহা প্রাজ্ঞ মন্ত্রীর কার্য্যকলাপে দোষারোপ করা যাইতে পারে না। তবে তিনি বক্তৃতা করিবার সময় অতিশয় আশঙ্কা করিতেন। তাঁহার সুমধুর বাক্য শ্রবণে শ্রোতারা হতাশ হইয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। তিনি এমত বুদ্ধিমান ছিলেন যে, স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে শ্রোতাদিগের কথোপকথন গোপনে শ্রবণ করিতেন এবং তদুপরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিতেন যে, হঠাৎ অযথা কথা কহিয়া তদুপরি তন্নিমিত্ত খেদ করা অপেক্ষা কিছুক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক সদ্বাক্য কহাই শ্রেয়ঃ। বহুদর্শী প্রাচীন লোকেরা যাঁহারা বাক্যের গুণ ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া অগ্রে বিবেচনা পূর্ব্বক তৎপরে কথা কহেন। তাঁহারা বলেন যে, অন্যায় বক্তৃতাতে কাল হরণ করিও না। এমত অভিপ্রায়ে কথা কহিও, যেন পরে খেদ করিতে না হয়। প্রথমে উত্তমরূপে বিবেচনা কর, তাহার পর কথা কহিবে। সাধারণের অসন্তোষভাব বুঝিতে পারিলেই নীরব হইবে। বাক্‌শক্তি থাকাতেই পশু অপেক্ষা নর শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি বাক্যের অন্যায় ব্যবহার কর, তুমি পশু অপেক্ষা অধম। যখন বক্তৃতা এত সুকঠিন, তখন কি প্রকারে আমি রাজ সমক্ষে মহামহোপাধ্যায় ও ধার্ম্মিক জনগণ সমবেত স্বভাবতঃ এবং বুধগণের সংসর্গে আমার বক্তৃতার পরিচয় দিতে পারি। তথায় যদি

বক্তৃতার নিয়মাবলীতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বোধ করি, তাহা হইলে আমার অহঙ্কার প্রকাশ হয়। কারণ আমার ক্ষমতা তাদৃশ নহে, অতএব ঐ বিজ্ঞতম মন্ত্রিবর্গের অগ্রে তাহা কি প্রকারে প্রকাশ করিতে পারি; অমূল্য মুক্তামালার মধ্যে পুঁতিরমালা একটী সামান্য যবের-দানা অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হয়। যেমন প্রভাকরের প্রভা মধ্যে দীপের প্রভা কি আলোক বলিয়া প্রকাশ পায়? গৃহাদির অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আলউণ্ড পর্ব্বতের নিকটে অবশ্যই মস্তক অবনত করে। আমারও পণ্ডিত সমাজে প্রকাশ হওয়া তদ্রূপ। এই হেতু যদি সাংসারিক অভিলাষজাল হইতে মুক্ত হইয়া ভূমি নিপতিত হইয়াছেন, সুতরাং কেহ উহার সঙ্গে বিবাদ করিতে চেষ্টা করেন না। এইরূপ প্রকারে যিনি নম্রতার সহিত নত হন, কেহই তাঁহাকে প্রপীড়ন করে না। অতএব কথার অগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি পুষ্পের তোড়া নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মালার ব্যবসায় অবলম্বন করি না। লোকে অগ্রে মূল পত্তন করে, তদুপরে প্রাচীর নির্ম্মাণ করে, অর্থাৎ অগ্রে নত হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। যদি কৌন সুশ্রী লোককে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করি, তাহা কি কেনান্ দেশে বিক্রয়ার্থে যাইতে পারি? না, কারণ তথায় ইউশোফ আছেন। তাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লোকেও তাঁহাকে কেনান্‌দেশীয় চন্দ্র বলিয়া থাকেন। লোকমানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি দর্শনশাস্ত্র কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, অন্ধের নিকট, কারণ অন্ধেরা অগ্রে ভূমি পরীক্ষা না করিয়া এক পদও অগ্রসর হয় না। অতএব তোমার গমনের অগ্রে পথ পরীক্ষা কর, আর তোমার পুরুষত্বের বিষয় জানিয়া বিবাহ কর, অর্থাৎ সকল বিষয় অগ্রে জানিয়া পশ্চাৎ তদুপযুক্ত কার্য্য কর।

যুদ্ধে কুক্কুট অতি দুঃসাহসের পরিচয় দেয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি পীতল নির্ম্মিতবৎ নখরধারী বাজবৌরি পক্ষীকে আঘাত করিতে পারে? বিড়াল মুষিকের নিকট ব্যাঘ্র কিন্তু ব্যাঘ্রের নিকট আবার স্বয়ং মূষিক হয়।

মহৎ লোকেরা তাঁহাদের স্বভাব সুলভ, সরলতাগুণে সামান্য লোকের দোষ দেখিয়াও নয়ন মুদিত করিয়া থাকেন এবং তাহাদের দোষ প্রকাশ

কবিতে কথনও ইচ্ছা করেন না। ইহা বিবেচনা করিয়া আমি অতি সংক্ষেপে এই পুস্তক মধ্যে নীতিপূর্ণ বিষয় সকল সংযোজিত করিয়াছি, এবং মনোরম্য গল্প সকল রচনা করিয়াছি। নৃপগণের সৎকার্য্য বিষয় কবিতা-মালায় সুশোভিত করিয়াছি, নানা প্রকার উদাহরণ সংগ্রহ করণে জীবনের অধিকাংশ কালক্ষেপ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত কারণেই আমি এই "গোলেস্তাঁ" অর্থাৎ কুসুমোদ্যান নামক গ্রন্থ লিখিয়াছি! দীননাথ! যেন সৎপ্রতি কৃপানয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমায় সাহায্য করেন! যত দিন পর্য্যন্ত আমার এই ধূলাব শরীরে প্রত্যেক ধূলিকণা ছিন্ন ভিন্ন না হইবে, তত দিন আমার এই সমস্ত স্তব, শ্লোকোচ্চারণ হইবে। এই চিত্রপট লিখিবার আমার অভিপ্রায় এই যে, আমার মৃত্যুর পরে ইহা বর্ত্তমান থাকিবে। মনুষ্যের জীবন ক্ষণকাল স্থায়ী, ভরসা কবি সাধুলোকেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাকে চবিতার্থ কবিবেন।

বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক গ্রন্থখানিব অধ্যায় সকলেব শ্রেণীবদ্ধ এবং সংক্ষেপ করিবাব মানসে স্বর্গ সমূহে বিভক্ত করিলাম। গ্রন্থখানির নাম "কুসুমোদ্যান"। তজ্জন্য উদ্যানেব দ্বার স্বরূপ অষ্টম প্রবেশ দ্বার রহিল। অতি বিস্তৃত দোষ পরিহারার্থে সংক্ষেপে লিখিলাম ঃ—

এই সময়ে যথন আমি প্রফুল্লচিত্তে সন্তোষ-নিকেতনে বসিয়াছিলাম, উপদেশ ছলে এই প্রকাব লিখিলাম। এক্ষণে পরমেশ্বরেব হস্তে অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলাম, ইতি।—তারিখ হিজরা সন ৬৫৬ সাল।

গোলেস্তাঁ

অর্থাৎ

কুসুমোদ্যান।

প্রথম অধ্যায়।

নৃপগণের হিতোপদেশ।

প্রথম উপাখ্যান।

আমি এক ভূপালের ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি এক কারাবদ্ধ ব্যক্তির শিরচ্ছেদনার্থে ইঙ্গিত করিলেন। তখন ঐ হতভাগা অপরাধী স্বীয় মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া হতাশ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া ঐ ভূপালকে স্বীয় ভাষায় যথোচিত তিরস্কার, নিন্দা ও কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ মনুষ্য যখন আপন জীবনের আশা ত্যাগ করে তখন মনে যাহা উদয় হয় তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করে। বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় না থাকিলে এমনি হতজ্ঞান হয় যে, স্বীয় করে তরবারের প্রচণ্ড আঘাত ধারণ করিতে উদ্যত হয়। ক্রোধান্ধ হইয়া মার্জ্জার ও সারমেয়কে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ অপরাধীর বাক্য নরপালের বোধগম্য না হওয়ায়, তিনি সভাস্থ মন্ত্রীবর্গকে প্রশ্ন করিলেন যে, ও কি কহিতেছে। এক জন প্রাজ্ঞ মন্ত্রী পরদুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন, প্রভু! বন্দী বলিতেছে, যিনি আপন ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি যথেষ্ট করুণা প্রকাশ

করেন। ইহা শ্রবণে মহারাজের সাতিশয় দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রী তাদৃশ সহৃদয় ছিলেন না। ঈর্ষা বশতঃ কহিলেন, আমাদের মত পদানত ব্যক্তিদের রাজ সন্নিধানে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ ঐ বন্দী ভূধরকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও কটূক্তি করিল, কিন্তু প্রথম মন্ত্রী তাহার সমস্ত বিপরীত কহিলেন। মহারাজ এই মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিরক্তির সহিত মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিন্! তোমার সত্য বাক্য অপেক্ষা উহার মিথ্যা কথায় অধিক সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কারণ যে সত্য বাক্যের দ্বারা জীবের জীবন হানি হয় ও বিবাদ জন্মায়, সেস্থলে সত্যবাক্য অপেক্ষা মিথ্যা বাক্য শ্রেয়ঃ। যদি কোন ভূপাল পরের মন্ত্রণায় কার্য্য করেন, সে যদি কুমন্ত্রণা দেয় তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। দেশাধিপতি অথবা গৃহস্বামী যাহা কহেন কিম্বা করেন তাহা অন্যায় হইলেও অধীনস্থ লোকেদের শিরোধার্য্য করিতে হয়।

আবুয়ান ফরেদূ নামক মহীপালের অট্টালিকার বহির্দ্বারোপরে একটী কবিতা অঙ্কিত ছিল। তাহার অর্থ এই,—"ভ্রাতঃ সংসারে পৃথিবীশ্বর ও চিরায়ুষ্মান নন।" অতএব একমাত্র সেই জগন্নিয়ন্তার উপর দৃঢ়ভক্তি রাখ তাহা হইলেই যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইবে। সাংসারিক মায়া পরিত্যাগ কর ইহার সুখশান্তির উপর বিশ্বাস করিও না, কারণ অনেকেই তোমার ন্যায় প্রভুত্ব করিয়াছিলেন এবং কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। কাহারও চিহ্নমাত্র নাই। মানব দেহ হইতে যখন পবিত্র আত্মা বহির্গত হইয়া যায় তখন উত্তম অধম শয্যার বিচার করায় কি ফল? কারণ কি মৃত্তিকায়, কি সিংহাসনে মৃত্যু যন্ত্রণার ভোগ একইপ্রকার।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

খোরাশান নগরের কোন এক মহীপাল গজনবি-দেশীয় মহম্মদ সবাক্তজিন নামক ভূপালের সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু শতবৎসর অতীত হইয়াছিল কিন্তু যেন তাঁহার দেহের সমুদয় অংশ

ধ্বংশ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছিল, কেবল নয়নদ্বয় নয়নাধারে ঘূর্ণায়-মান হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। রাজসভায় পণ্ডিতবর্গে এই স্বপ্নের ভাব সংগ্রহ করিতে অসক্ত হইয়া মোহান্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু এক সন্ন্যাসী, মহারাজ ও সভাসদগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন যে, সেই ভূপালের রাজ্যভার ইদানীং অপর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি অদ্যাবধি তাহার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছেন। অনেক যশস্বী মহোদয়গণ যাহাদিগের ভূমধ্যে কবর দেওয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে তাঁহাদিগের জীবিতা-বস্থার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। তাহাদের মৃতদেহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, একটু অস্থিও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যদিও নওসেরওঁয়া মহীপাল বহুকাল পরলোকে গমন করিয়াছেন ও তাঁহার সুবিচার ও দানশীলতা গুণে অদ্যাবধি তাহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অক্ষয় নাম চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মানবগণ! সৎকার্য্য কর, এবং মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইবার পূর্ব্বে জীবন ধনের ব্যয় অপব্য-য়ের গণনা কর,—(অর্থাৎ যদি জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া থাক, মৃত্যুর পরও অমর থাকিবে)।

তৃতীয় উপাখ্যান।

কোন এক যুবরাজের বিষয় শ্রবণ করিলাম যে তিনি স্বভাবতঃ খর্ব্বাকার ও কৃষ ছিলেন কিন্তু তাহার সহোদরেরা সুশ্রী হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘাকার বলিয়া নয়ন সুশোভন ছিল। তাঁহাদের পিতা খর্ব্ব তনয়টিকে হতাদর করিতেন। এক দিবস ঐ খর্ব্ব যুবরাজ জনকের তাচ্ছল্য ভাব বুঝিতে পারিয়া মিনতি পূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! সুশ্রী দীর্ঘাকার ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানী খর্ব্বব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। অনেক ক্ষুদ্র বস্তু, বৃহৎ বস্তু অপেক্ষা মূল্যে ন্যূন হইলেও ব্যবহারে অধিকতর আদরণীয় হয়। যদিও অজ অপেক্ষা ঐরাবত বৃহদাকার কিন্তু হস্তিমাংশ অপেক্ষা ছাগমাংস অধিক ব্যবহার্য্য ও আদরণীয়। অনেক উচ্চশৃঙ্গ-পর্ব্বত সত্বেও গুণে ও মান্যে ক্ষুদ্র তুরনামক পর্ব্বতটী ঈশ্বরের নিকট

শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে এক কৃষ জ্ঞানী ব্যক্তি এক স্থূলোদর নির্ব্বোধকে কহিয়াছিলেন যে, "একটী আরব্য ঘোটক যদিও কৃষ হয় তথাপি একদল গর্দ্দভাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" নৃপ তনয়ের ঐরূপ বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহার জনক হাস্য করিলেন, সভাস্থ সমস্ত সভ্যগণেরা আহ্লাদ পূর্ব্বক যুবরাজের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভ্রাতারা ঈর্ষান্বিত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

লোকে যে পর্য্যন্ত বাক্য না কহে সে পর্য্যন্ত তাহার গুণ, বুদ্ধি ও বিবেচনা অপ্রকাশ থাকে। সকল মরুভূমিই প্রাণিশূন্য মনে করিও না, কারণ কে বলিতে পারে, তন্মধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্র ও শয়নে থাকিতে পারে; ইতিমধ্যে এক দুর্দ্দান্ত শত্রু উক্ত যুবরাজের পিতার বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য-সামন্ত লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ঐ খর্ব্ব যুবরাজ সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধে অগ্রহর হইয়া আস্ফালন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। "আমি সেরূপ নহি যে যুদ্ধে কেহ আমার পৃষ্ঠ দর্শন করিতে পাইবে, সাহসে নির্ভর করিয়া রণস্থলে রুধির ব্যতীত আর কিছুই নিরীক্ষণ করি না।" ঘোরতর যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন ঐ যুবরাজ অকুতোভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, যেন রণক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপক্ষদলের প্রবল প্রতাপ যোদ্ধা ও রণবীরগণকে নিহত করিয়া পিতার নিকট ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন।

পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্ব্বল অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি এমত বিবেচনা করিবেন না যে স্থূলকায় নির্ব্বোধ ব্যক্তির দ্বারা কার্য্য সফল হয়; কৃষ ঘোটকের দ্বারা রণক্ষেত্রে জয়ী হওয়া যায়, তথাচ স্থূলকায় বৃষের দ্বারা রণস্থলে কোন কার্য্য হয় না। বিপক্ষদলের সৈন্যসামন্ত অধিক ছিল এবং আমাদের অতি অল্প সৈন্য ছিল। কিন্তু আমার অসীম সাহস গুণে বিপক্ষদল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, তত্রাচ মদীয় হস্তে অনেকেই নিহত হইয়াছে। আমি ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া বলিলাম, হে মানবগণ! সাহসের উপর নির্ভর কর, যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিও না। ঐ মহীপাল খর্ব্ব যুবরাজের অসম্সাহসিক কার্য্যের বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া যুবরাজকে অতি স্নেহ পূর্ব্বক আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন

ও স্বীয় রাজ্যের অধিপতি করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার সহোদরেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদিতে বিষাক্ত করিয়া দিলেন। যৎকালীন তিনি আহার করিতে বসিলেন এমত সময়ে তাঁহার এক সহোদরা গবাক্ষের দ্বারে করাঘাত করিলেন। চতুর যুবরাজ ভগিনীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিলেন এবং ভ্রাতাদিগের শত্রুতা পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং কহিলেন জ্ঞানি-দিগকে নির্ব্বোধ লোকে প্রাণে নষ্ট করিয়া তাঁহাদের পদ লইতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু উহা নির্ব্বোধের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। হুমাপক্ষী যদি পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া যায় তাহা হইলে পেঁচকের ছায়ার নীচে থাকিতে কেহই ইচ্ছুক হইবে না। ইহা শ্রবণে ঐ মহীপাল ক্রোধান্ধ হইয়া যুবরাজের ভ্রাতাগণের কর্ণ মর্দ্দন করিয়া দিয়া যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন এবং বিবাদাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সম্পত্তি তাঁহাদের মধ্যে সমভাবে বিভাগ করিয়া দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দশজন সন্ন্যাসী একখানি কম্বলাসনে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে কিন্তু দুইজন ভূপতি এক সময়ে একরাজ্যে রাজ্য করিতে পারেন না! একজন ধাম্মিক সন্ন্যাসী যদি একখণ্ড রুটী প্রাপ্ত হন তাহার অর্দ্ধেক বণ্টন করিয়া দশজন সন্ন্যাসীকে আহার করিতে দেন, কিন্তু একজন ভূপতি এক রাজ্যের রাজ্যেশ্বর হইলেও অপর রাজার রাজ্য লইতে নিরন্তর চেষ্টা করেন।

চতুর্থ উপাখ্যান।

আরব দেশে এক পর্ব্বতোপরি একদল দস্যু একত্রিত হওয়ায় সওদাগর-দিগের গমনাগমনের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দেশস্থ সমস্ত প্রজাবর্গ ব্যতিব্যস্ত ও সশঙ্কিত হইল। আরব দেশাধিপতির সৈন্যরা উহা-দিগের গুরুতর দৌরাত্ম্যের আড়ম্বর দেখিয়া চমৎকৃত হইল। যখন দস্যুরা উক্ত পর্ব্বতগুহা মধ্যে আপনাদিগের বাসস্থান প্রবল প্রতাপের সহিত সংস্থা-

পিত করিল, তখন ভূপতির আজ্ঞানুসারে অমাত্যেরা দস্যুদিগের একেবারে বিনষ্ট করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন কারণ যৎকালীন এক বৃহৎ বৃক্ষের অঙ্কুর কোন স্থানে উৎপন্ন হয় তৎকালীন এক বালক কর্তৃক উহা উৎপাটিত হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিবস পরে ঐ বৃক্ষ মহা প্রবল হইয়া উঠিলে, উহাকে নষ্ট করিতে অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। যখন কোন নদ নদীর স্রোতবারি দেশাভিমুখে অল্প অল্প বহন হইতে থাকে, তখন একখণ্ড মৃত্তিকার দ্বারা উহা অনায়াসে বন্ধ করা যায়, কিন্তু তখন অমনোযোগ করিলে ঐ স্রোতবারি এমন প্রবল হইয়া উঠে যে, তাহা হস্তী দ্বারা বন্ধ করা যায় না। ভূপালের অমাত্যগণেরা এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে ঐ গুপ্তচর উহাদিগের বিশেষানুসন্ধান করিয়া সংবাদ দিলে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য তথায় প্রেরণ করা হইবে, ঐ সৈন্যগণ পর্ব্বতোপরে এক গুপ্তস্থানে অতি গোপনভাবে লুক্কাইত হইয়া রহিল। সায়ংকালে ঐ দস্যুগণেরা স্বস্থানে আসিয়া পৌছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ও অস্ত্র শস্ত্রাদি রাখিয়া আহারান্তে নিদ্রা যাইতে লাগিল। একপ্রহর নিশা গত হইলে দস্যুগণের তেজ ঘোরতর নিদ্রাতে এইরূপ হ্রাস হইয়া গেল। যেন সূর্য্যের কিরণ মেঘেতে ঢাকিল এবং হোয়েল নামক মিনে ইউন্স পেগম্বরকে গ্রাস করিল অর্থাৎ ঘোরতর নিদ্রাতে দস্যুগণ অচেতন হইয়া রহিল তখন ঐ লুক্কায়িত সৈন্যেরা গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মহাবেগে দস্যুগণের উপর আক্রমণ করিয়া প্রত্যেকের করদ্বয় পশ্চাৎদিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক পরদিবস প্রাতঃকালে মহীপালের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

ঐ মহীপাল উহাদিগের দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া দস্যুগণের শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ দস্যুদলের মধ্যে একটি অপরূপ সুশ্রী বালক ছিল, তাহার অপরূপ রূপের আভা নব প্রস্ফুটিত গোলাপ-কুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল। ঐ ভূপালের একজন মন্ত্রী ঐ বালকের অপরূপ রূপের লাবণ্য দেখিয়া রাজসিংহাসন চুম্বন পূর্ব্বক বিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ ক্ষিতিনাথ! এই বালকটীর শিরশ্ছেদন না করিয়া আমাকে দান করুন, কারণ কুসুমোদ্যানের বিসাক্ত ফল অদ্যাবধি আহার করে নাই,

ও কুসঙ্গে সঙ্গী হয় নাই, অতএব হে মহারাজ! ইহাকে হত্যা না করিয়া আমাকে দান করিলে কৃতার্থ হইব। ভূপতি মন্ত্রীর এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে বদন বিকৃত করিয়া কহিলেন, মদীয় বিবেচনায় ইহা ভাল অনুভব হয় না, কারণ তুমি ত জ্ঞাত আছ যে, গোলাকৃতি বস্তুর উপর কখন গোলাকার বস্তু স্থায়ী হয় না। অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া তাহার কণা প্রজ্জ্বলিত রাখা, অথবা সর্পকে নষ্ট করিয়া তাহার সন্তানকে পালন করা জ্ঞানিলোকের কার্য্য নহে। বেত বৃক্ষকে যতই বারিসেচন দ্বারা যত্ন কর, কখনই ফল ফলিবে না, অতএব নীচ সংসর্গে কখন গমন করিও না। আর যে ফলের আস্বাদন নাই তাহাতে কি আস্বাদ পাওয়া যায়? নরপতির সদ্বক্তৃতায় মন্ত্রিবর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন, নরনাথ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন এ সকলি সত্য, কিন্তু ইতর লোক যদি সৎসংসর্গে থাকিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করে আর উত্তম সহবাসে থাকে, তবে তাহার তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, কারণ ঐ দস্যুপুত্র এক্ষণে অবোধ, কুপ্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রণা কিছুই শিক্ষা করে নাই। ঐ নরনাথ পুনর্ব্বার কহিলেন।

হে বিজ্ঞ মন্ত্রিবর! এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরে অনেকানেক মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। পিতামাতা যে যে জাতি হয় উহাদের সন্তানও সেই সেই জাতি হয়, যথাঃ—নসরাণী কিম্বা মুজশী পিতামাতা হইতে নসরাণী ও মুজশী সন্তানেরা উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাদিগের পরিবর্ত্তে অপর জাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয় না। তখন ঐ মন্ত্রী পুনরায় নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরনাথ! কুসংসর্গে, কুঘটে এবং সৎসংসর্গে সৎ হয় তাহার প্রমাণ শ্রবণ করুন। লুত পেগম্বরের রমণী কুসংসর্গে থাকিয়া মহৎ কুলের ললনা হইয়া চিরকলঙ্কিনী হইলেন, কিন্তু আশাব পেগাম্বরের কুকুর সৎ-সংসর্গে থাকিয়া মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু বলি যে, দোষ গুণ, সংসর্গেই ঘটিয়া থাকে। ভূপতি মন্ত্রীর এতাদৃশ বক্তৃতা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া উক্ত বালকটী মন্ত্রীকে দান করিলেন, কিন্তু কহিলেন, মন্ত্রিন্! তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ নাই।

কারণ তুমি কি শ্রবণ কর নাই, এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বীর্য্যবান রোস্ত-

মকে কহিয়াছিলেন যে, "শত্রুকে কখন বলহীন ও ক্ষীণ মনে করিও না।" তাহার প্রমাণ অল্প স্রোতকে লোকে প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, কিন্তু স্রোত প্রবল হইয়া উঠিলে বোঝাই সমেত উষ্ট্রকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে যাহা হউক, মন্ত্রী ঐ বালকটীকে স্বীয় আবাসে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং জ্ঞানী শিক্ষকের নিকট বিদ্যার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ঐ বালক বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বিলক্ষণ জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে লাগিল, রাজ সভার উচিত সভ্যতার রীতিনীতি সমুদায় শিক্ষা করাইলেন। তদ্দারা জনসমাজে প্রশংসাভাজন হইলেন। মন্ত্রী এক দিবস ঐ বালককে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজার নিকট কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষিতিনাথ! এই বালকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইয়াছে এবং কুরীতি সকল গিয়াছে। মন্ত্রীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভূপতি হাসিয়া কহিলেন।

হে মন্ত্রিন্! যদি ব্যাঘ্র-শাবক জ্ঞানীর সহিত সর্ব্বদা সহবাস করে, তথাপি সে যৌবনাবস্থায় নিশ্চয় মারাত্মক ব্যাঘ্র হইয়া উঠিবে। এই প্রকারে বৎসরদ্বয় গত হইয়াগেল, তখন ঐ পালিত যুবা এক দল দস্যুর সহিত মিলিল। তাহার পর সুযোগ পাইয়া ঐ মন্ত্রীকে এবং তাহার দুইটী তনয়কে হত্যা করিয়া এবং অনেক অর্থ লুঠিয়া লইয়া পলায়ন করিল এবং উহার পৈতৃক স্থানে গিয়া বাস করিল। ভূপাল এতাদৃশ দুর্ঘটনা শ্রবণে আক্ষেপে আপন করাঙ্গুলি দশনে স্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন।

যেমন অপকৃষ্ট লৌহে উৎকৃষ্ট তরবাল কখন নির্ম্মাণ হয় না, তেমনি অসৎবংশোদ্ভব ব্যক্তি কখন উপদেশ দ্বারা সৎ হয় না। দেখ উত্তম মৃত্তিকাতে উত্তম পুষ্প হইয়া থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমিতে কখন উত্তম ফল ফলে না। অতএব উত্তম বীজ উহাতে কখন রোপণ করিও না। তদ্রূপ অসৎবংশোদ্ভব ব্যক্তিকে উত্তম করিতে চেষ্টা করিলে উত্তমের বিশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

পঞ্চম উপাখ্যান।

দেখিলাম আলগামস নামে অতীব প্রশংসনীয় এক মহীপালের রাজবাটীর বহির্দ্বারে এক সেনাপতি তনয় দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও চতুরতা প্রশংসনীয় ছিল এবং তাহার দৈহিক লাবণ্য ও শ্রী এমনি চমৎকার ছিল যে, জ্ঞানী লোকেরা তাঁহাকে অতি সুলক্ষণযুক্ত অনুমান করিতেন। তাঁহার শৈশবকালে ক্ষমতার লক্ষণ বিশেষ প্রকাশ ছিল। সংক্ষেপে জ্ঞাননক্ষত্র তাঁহার শিরোপরি প্রসন্ন ছিল। তাঁহার রূপলাবণ্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিমিত্ত তিনি ঐ ভূপালের যথেষ্ট অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন। জ্ঞানী লোকেরা কহিয়াছিলেন ঃ——

"অর্থোপার্জ্জন জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা হইয়া থাকে ধনে হয় না।" মহত্ত্ব কেবল গুণে প্রকাশ হয় বয়সেতে হয় না। সে যাহা হউক, তাঁহার অনুচরবর্গেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে চোর অপবাদ দিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু যাহাকে জগদীশ্বর রক্ষা করেন তাহার অনিষ্ট মনুষ্যতে কথনই করিতে পারে না। ভূপাল অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ ব্যক্তিরা তোমার সহিত শত্রুতা করিল ইহার কারণ কি? তখন ঐ সেনাপতি তনয় মিনতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজের জয় হউক! মহারাজের অনুকম্পায় আমার প্রতি সকলেই সাতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু শত্রু, অনিষ্ট ঘটাইতে না পারিলে কখন সন্তুষ্ট হয় না। রে নরাধম শত্রু! তোর পরহিংসারূপী যে দুঃখ তাহা তোর মৃত্যু না হইলে কখনই তোকে ত্যাগ করিবে না। যত দিবস জীবদ্দশায় থাকিবি পরের অনিষ্ট চিন্তায় বিবিধ প্রকারে কষ্টভোগ করিতে হইবে। হতভাগ্য লোকেরা সর্ব্বদা ধন ও মান পাইতে আশা করে, কিন্তু পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মনোমধ্যে সর্ব্বদা কষ্টভোগ করিয়া থাকে, যথা :—সূর্য্যের তেজোময় জ্যোতি বাহুড় পক্ষীরা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি সূর্য্যের প্রতি দোষারোপ করা উচিত? এমন সহস্র সহস্র বাদুড় পক্ষী দিবাভাগে অন্ধ হইয়া থাকা বরং ভাল, তথাচ সূর্য্যের তিমিরাচ্ছন্ন ভাব, কে চাহে?

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

আজম দেশীয় কোন এক ভূপতির ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি। ঐ রাজা তাঁহার প্রজাগণের বিষয়াদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং উহাদিগের উপর ঘোরতর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। প্রজারা অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অসীম দুঃখভোগ করিয়া স্বদেশ পবিত্যাগ করিয়া অন্যাধিকারে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে প্রজাগণের সংখ্যা অধিক ন্যূন হওযায় রাজকরও ক্রমে কম হইল এবং রাজভাণ্ডারও শূন্য হইয়া গেল। অপরাপর দেশীয় নৃপগণ উঁহার রাজ্য লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যের সময় পবের উপকার করিলে দুর্ভাগ্যেব সময় তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাবণ প্রভু যদি ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কবেন তাহা দেখিয়া বিদেশীয় লোকও অনুগ্রহ পাইবাব আশয়ে অনুগত হয়। সে যাহা হউক, কোন সময়ে মহীপালেব রাজসভায় শাহানামা নামক গ্রন্থমধ্যে যোহক নামক মহীপালের রাজত্বের হ্রাস এবং ফরেদুঁ নামক মহীপালের রাজত্বেব উন্নতির পুবাবৃত্ত পাঠ হইতেছিল। ইহা শ্রবণে আজমদেশীয ভূপালেব মন্ত্রী প্রশ্ন করিলেন, যদি ফরেদুঁ মহীপালের অর্থ ও সৈন্য ছিল না তবে তিনি রাজত্ব কিপ্রকাবে করিতেন? যদি কখন কোন সময়ে বিপক্ষ উহার উপরে বিপক্ষতা করিতে আসিত তবে কি হইত। ঐ ভূপাল উত্তর কবিলেন ফবেদুঁ রাজাব সুবিচাবে প্রজা এমন বাধ্য ছিল যে, তাহাবা সকলেই তাঁহাব সাপেক্ষে যোগ দিয়া বিপক্ষদমন করিয়া দিত, তখন মন্ত্রী কহিতে লাগিলেন:—

হে মহারাজ! রাজার ধর্ম্ম যে, তিনি প্রজাব সহিত ঐক্য হইয়া রাজ্য করেন, কিন্তু আপনি প্রজাপীড়ন কবেন কেন? আপনাব কি রাজ্য করিবাব ইচ্ছা নাই? রাজনীতি অনুসারে রাজাব কর্ত্তব্য যে, সৈন্য ও প্রজাবর্গকে আপনার প্রাণেব তুল্য স্নেহ করা, কাবণ তাহাবাই রাজাব দক্ষিণ হস্তেব স্বরূপ। তখন ঐ নবপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রিবর! সৈন্য ও প্রজার প্রতি কি প্রকার স্নেহ করিতে হয়? মন্ত্রী কহিলেন উহাদিগকে সময়ে সময়ে পবিশ্রমের পারিতোষিক দিতে ও দয়া প্রকাশ কবিতে হয়, কিন্তু আপনি এই দুই কার্য্য কিছুই কবেন না।

যে রাজা প্রজাপীড়ন করেন তিনি কি রাজত্ব করিতে পারেন ? নেকড়িয়া ব্যাঘ্র মেষপালকের কার্য্য করিতে পারে না। যে রাজা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন, তিনি স্বহস্তে স্বীয় রাজ্যের মূল উৎপাটন করেন। ঐ ভূপতি মন্ত্রীর হিতবাক্য বিপরীত বুঝিয়া উহাকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কিছু দিবস পরে ঐ ভূপতির অতি আত্মীয় অর্থাৎ উঁহার খুল্লতাত পুত্র তাঁহার রাজত্ব আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার অনেক প্রজা বিপক্ষ পক্ষে যোগ দিতে লাগিল, অবশেষে ঐ অহিতাচারী রাজা স্বীয রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইলেন।

ভূপতির অধীনস্থ লোকের প্রতি অহিতাচার করা উচিত নয় কারণ তাহাদের সহিত ঐক্য থাকিলে শত্রু ও অধীন হইয়া থাকে, আর লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে বন্ধু ও বিপক্ষ হইয়া উঠে। অতএব হে নৃপগণ! প্রজার সহিত প্রণয়ে কাল যাপন কর, তাহা হইলে প্রজারা তোমাদের পক্ষ হইয়া শত্রু দমন করিবে, সুবিচারক রাজার প্রজাগণই সৈন্য।

সপ্তম উপাখ্যান।

এক ভূপতি এক আজমদেশীয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে এক তরি আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু ঐ ভৃত্যটি একপ সমুদ্র ও তরি পূর্ব্বে কখনই দর্শন করে নাই সুতরাং অতিশয় ভীত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অতিশয় ভীরুতায় উহার বদন বিকৃত হইয়া উঠিল। নৃপতি ইহাতে সাতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিলেন। কোন প্রকারে ভৃত্যটীকে রোদন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উক্ত পোতমধ্যে এক ব্যক্তি অতি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীছিলেন তিনি ঐ নরপালকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নরনাথ যদি মৎপ্রতি আদেশ হয় তবে আমি এ অবোধ ভৃত্যটির রোদন নিবৃত্তি করিতে পারি, ইহাতে ভূপাল আদেশ করিলেন, যদি একার্য্য করিতে পার, তবে আমি তোমাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিব তখন ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ ভৃত্যের কেশাকর্ষণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে বারদ্বয় ডুবাইয়া ঐ তরির পশ্চাতে বাহুদ্বয় বন্ধন করিয়া রাখিলেন ভৃত্যটি ইহাতে একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল আর রোদন করিল না।

ঐ নরপাল ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, হে বুধশ্রেষ্ঠ! একি চমৎকার! আমার ভৃত্যটি কি প্রকারে একেবারে নীরব হইয়াগেল, ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, হে ক্ষিতিনাথ! অগ্রে আপনার এ অবোধ ভৃত্যটি জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় ভীত হইয়াছিল, এইহেতু রোদন করিতেছিল, এক্ষণে আমার দ্বারা তাহার সে ভ্রম দূর হওয়ায় সে নীরব হইয়াগেল।

সৌভাগ্যের যথার্থ মর্ম্ম তিনিই বুঝিতে পারেন, যিনি দুঃসময়ে কষ্ট পাইয়াছেন। যেমন স্বর্গবাসীরা নরককে উত্তম স্থান বোধ করেন এবং নরকবাসীরাও স্বর্গকে সেইরূপ প্রকার বিবেচনা করেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। একব্যক্তি প্রণয়িণীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং অপর ব্যক্তি প্রণয়িণীর অপেক্ষায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন, ইহার কারণ মানবজাতীর স্বভাব এই যে, যদবধি কোন বিষয় দর্শন অথবা ভোগ না করেন তদবধি ঐ বিষয় দর্শন ও ভোগ করিবার নিমিত্ত অতিশয় অভিলাষী ও চিন্তিত হইয়া থাকেন কিন্তু তাহা দর্শন কিম্বা ভোগ করিলে ইচ্ছা বা উদ্বেগ থাকে না।

অষ্টম উপাখ্যান।

আজম দেশীয় এক ভূপতি প্রাচীন অবস্থায় অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। এবং জীবনের আশায় প্রায় নৈরাশ হইয়াছিলেন, এমত সময়ে এক অশ্বা-রোহী সেনাপতি আসিয়া শুভ সংবাদ দিল যে, মহারাজের সহিত যে বিপক্ষরা যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা সকলেই পরাভব হইয়াছে, তাহাদিগের দুর্গ অধিকার হইয়াছে এবং আমি সমস্ত শত্রুকে কারাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি। উহা-দিগের সৈন্যদল ও প্রজাবর্গ সকলেই আপনার অনুগ্রহলাভের আশয়ে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মহারাজের কি আজ্ঞা হয়! নরনাথ এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আক্ষেপে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

হায়! এক্ষণে আমার পক্ষে ইটি শুভসম্বাদ নহে, বরঞ্চ আমার শত্রুর পক্ষে। কারণ আমার রাজত্বের আশা এক্ষণে শেষ হইয়াছে, আর আমার রাজ্য

করিবার অভিলাষ নাই, এক্ষণে আমার যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ফল কি। কারণ আমার আশামন্দির ভগ্ন হইয়াগিয়াছে, এবং আয়ুশেষ হইয়া আসিতেছে, এসময় যমরাজার জয়ডঙ্কা বাজিতেছে এক্ষণে আমি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতেছি,এই প্রকার অনেক আক্ষেপসূচক-বাক্য কহিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়াদিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নয়নদ্বয় ও হস্তপদাদি! তোমরা আর আমার সেবা করিও না শীঘ্র বিদায় হও, তোমরা আমার সহিত চিরকাল বন্ধুত্ব করিয়াছিলে। তোমাদিগের সহায়তায় চিরকাল দুর্বুদ্ধির সহিত কালহরণ করিয়াছি। হে জগদীশ্বর। আমাকে ক্ষমা করিয়া পাপ হইতে মুক্ত করুণ।

নবম উপাখ্যান।

কোন দেশে হরমুজ নামে মহাবিক্রমশালী একভূপাল স্বীয় পিতৃরাজ্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার যাবতীয় মন্ত্রীবর্গকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহাতে ঐ ভূপতিকে কোন একব্যক্তি মিনতি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, নরনাথ! আপনি যে আপনার পিতার মন্ত্রীবর্গকে কারাবদ্ধ করিলেন ইহারা আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? নৃপতি উত্তর করিলেন, কোন অপরাধ করেন নাই, কেবল স্বীয় জীবনের আশঙ্কা প্রযুক্ত উঁহাদের বন্দী রাখিয়াছি কারণ উঁহারা আমাকে অত্যন্ত ভয় করে এবং আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না এই জন্য মদীয় অন্তঃকরণে সাতিশয় আশঙ্কা জন্মিয়াছে, পাছে উঁহারা উঁহাদিগের শঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমার জীবন নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ জ্ঞানীরা বলেন, যদিও তুমি শত্রু সঙ্গে বিরোধে তদপেক্ষা পরাক্রমশালী হও তথাচ যে তোমাকে ভয় করে, তুমিও তাহাকে ভয় করিও, কারণ বিড়াল যখন ব্যাঘ্রের নিকট হইতে পরিত্রাণের উপায় না পায়, ভয় প্রযুক্ত ব্যাঘ্রের চক্ষে থাবা মারিতে প্রবৃত্ত হয়। সর্প অপেক্ষা মনুষ্য বলবান তজ্জন্য সর্প মনুষ্যের নিকট প্রস্তর আঘাতের আশঙ্কায় মনুষ্যকে পতনে পাইলেই দংশন করিয়া থাকে।

দশম উপাখ্যান।

এক বৎসর দামস্কনগরে এক বৃহৎ দেবালয় মহাচার্য্য ইয়াহায়া পেগম্বরের সমাধিস্থানের উপরিভাগে কার্য্যে অবস্থত হইয়া একাকী বসিয়াছিলাম। এমত সময়ে আরব দেশীয় একভূপাল যিনি অহিতাচার ও অবিচারের নিমিত্ত জগদ্বিখ্যাতছিলেন তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরচিন্তা সমাধানান্তে কহিতে লাগিলেন যে, "কি দরিদ্র কি ধনাঢ্য সকলেই এই জগতের ভৃত্য, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা অধিক ধনবান্ তাঁহাদেরই অভাব অধিক।" তাহার পর আমার প্রতি অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সাধু! তুমি আমার সহিত একত্রে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, কারণ আমি এক প্রবল শত্রুর ত্রাসে সশঙ্কিত হইয়াছি। আমি কহিলাম, যদি তুমি দুর্ব্বল লোকদিগের প্রতি দয়া কর তাহা হইলে শত্রুর ভয়ে ভীত হইবে না, দুঃখী এবং নিরাশ্রয় প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে অতিশয় পাতক হয়, যিনি দরিদ্রকে সাহায্য না করেন তিনি সর্ব্বদা ভয়ে বাস করেন, আর যদি তিনি হঠাৎ পতন হন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কেহই তুলিবে না, এইরূপ প্রকারে যিনি আপন ক্ষমতা থাকিতে কাহার প্রতি দয়া না করেন তাঁহার দুঃসময়ে কেহই উপকার করে না। যে ব্যক্তি উত্তম ফল পাইবার আশায় মরুভূমিতে বীজ বপন করে তাহার বৃথা পরিশ্রম। অতএব হে মানবগণ! অনাথের রোদন শ্রবণ করিয়া দয়া করিও, কর্ণ থাকিতে বধির হইও না সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করিও নচেৎ জগৎ পিতার নিকট বিচারের দিন অতিশয় ভৎসিত হইবে।

মানবজাতি এক আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন এই নিমিত্তই উহাদের মধ্যে একব্যক্তির যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে দর্শক মাত্রেরই স্বভাবতঃ দুঃখ উপস্থিত হয়, যেমন দেহের মধ্যে কোন অংশে একটি ব্রণ হইলে সমস্ত দেহে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

একাদশ উপাখ্যান।

বোগ্দাদ নগর মধ্যে এক উদাসীন ঘোরতর তপস্যায় এমত সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, তিনি যাঁহাকে যে আশীর্ব্বাদ করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার সেই ফল ফলিত, ঐ দেশীয় ইউসফ রাজার পুত্র হেজাজ নামক ভূপতি ঐ সন্ন্যাসীকে স্বীয় ভবনে লইয়া মহা সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী ইহা শ্রবণমাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভূপালকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, হে মহারাজ! তোমার শীঘ্র মৃত্যু হউক। ঐ নরপাল ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি রকম আশীর্ব্বাদ করিলেন? সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন :——

এ আশীর্ব্বাদ তোমার ও যাবদীয় মুসলমানের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ তোমার ন্যায় প্রবল পরাক্রমশালী লোকেরা সর্ব্বদা দুঃখি-লোককে দুঃখ দেয়। অতএব তোমার রাজত্বে কি উপকার হইতে পারে; তোমার পক্ষে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। কারণ তোমার মৃত্যু হইলে দুঃখিগণের আর দুঃখ থাকিবে না।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

কোন দেশে এক প্রজাপীড়ক ও অবিচারক ভূপতি রাজ্য করিতেন। তিনি এক দিবস এক ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে আমার কোন্ পুণ্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, দুইপ্রহর বেলা অবধি নিদ্রা যাওয়া আপনার পক্ষে মহা পুণ্য কর্ম্ম। কারণ ঐ সময়ে তুমি কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আপনার ন্যায় সকল দুর্দ্দান্ত লোকের পক্ষে নিদ্রাতে সময় অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। কারণ, দুষ্ট ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত থাকিবে ততক্ষণ পরের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। অতএব তাহার পক্ষে নিদ্রা যাওয়াই মঙ্গলদায়ক।

—

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

আমি এক ভূপালের উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম যে, তিনি এক নিশিতে অনেক বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে বসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছিলেন এবং অতিশয় আমোদে উন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন "যে, পৃথিবীর মধ্যে আমা অপেক্ষা সুখী কেহই নাই। আমি শৈশবাবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত কখন কোন কষ্ট ভোগ করি নাই এবং মনোমধ্যে কোন দুশ্চিন্তাও করি নাই, কাহা কর্ত্তৃক ত্যক্তও হই নাই।" কিন্তু এমত সময়ে ঐ প্রাসাদের বহির্দ্দেশে একটী উলঙ্গ সন্ন্যাসী শয়ন করিয়াছিলেন; ভূপতির উল্লাসিত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ঃ——

হে নরনাথ! ভূপতি ও ধনাঢ্যগণের দুঃখ নাই, ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আমি যে নির্ব্বস্ত্র সন্ন্যাসী আমারও কোন ক্লেশ নাই অথবা কোন দুঃখ ভোগ করি নাই। ঐ ভূপাল সন্ন্যাসীর ঈদৃশ সাহসিক বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক গবাক্ষের নিকট আসিয়া সন্ন্যাসীকে বস্ত্র বিস্তার করিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন আমি বস্ত্রহীন, বস্ত্র কোথায় পাইব। ইহাতে সন্ন্যাসীর অধিক দুরবস্থা জানিয়া ধন ও বস্ত্র দান করিয়া উঁহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু ধার্ম্মিক তপস্বীগণের ধনের প্রতি কখনই তৃষ্ণা থাকে না। অতি অল্প দিনের মধ্যে ঐ সন্ন্যাসী ভূপতিরদত্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়া পুনরায় রাজসদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেমন চালনিতে বারিধারণ করে না ও প্রেমিকের অন্তঃকরণে ধৈর্য্য সহে না, তদ্রূপ ধার্ম্মিকের হস্তে অর্থ-সঞ্চয় কখনই হয় না। সন্ন্যাসী যখন পুনরায় রাজসদনে আসিয়া অর্থ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন, তখন ঐ নরপাল বিকৃতানন হইয়া রাগ প্রকাশ করিলেন। বহুদর্শী এবং জ্ঞানী লোকেরা কহিয়াছেন যে, মাদৃশ রাজাগণের ক্রোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য নয়, কারণ, ইহাদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আবশ্যকীয় রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকে, সুতরাং সামান্য লোকের আপত্য শ্রবণ করিতে পারেন না। রাজার নিকট যে ব্যক্তি ধৈর্য্যাবলম্বন না করে, সে কখন রাজপ্রসাদ পাইবার আশা করিতে পারে না। রাজসন্নিধানে

কথা কহিবার সুযোগ পাইলে স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করণার্থ মিনতিপূর্ব্বক কথা কহিবে :—

ঐ নরপাল উক্ত সন্ন্যাসীকে বলিতে লাগিলেন, ধনীদিগের কর্ত্তব্য সুবোধ দীন দরিদ্রকে পালন করা; নির্ব্বোধ অপব্যয়ীকে পালন করা উচিত নয়, কারণ তাঁহারা জানেন, যে ব্যক্তি দিবসে দীপ জ্বালিয়া রাখে নিশাকালে তাহার তৈলের অভাব অবশ্যই হইবে। সভাস্থ একজন বিজ্ঞ মন্ত্রী ঐ ভূপালকে অনেক মিনতি করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! রাজাদিগের কর্ত্তব্য যে, দরিদ্রকে দান করা, তাহা আপনি যথন করিয়াছেন, এক্ষণে কি প্রকারে বন্ধ করিতে পারেন। মক্কা তীর্থে অনেক লোক গমন করে, কিন্তু তথায় অতিশয় জলকষ্ট সত্ত্বেও কেহ লবণাম্বু পান করে না। সুমিষ্ট জল যথায় থাকে তথায় অনেক প্রকার জীবজন্তু ও মনুষ্যের জনতা হয়, অতএব হে নরনাথ! দাতাকেই অনেকে ত্যক্ত করিয়া থাকেন, কৃপণের নিকট কেহ যায় না।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

এক নরপতি স্বীয় রাজস্বের প্রতি অতি তাচ্ছল্য করিতেন এবং তাঁহার সৈন্যদিগের রীতিমত বেতন দিতেন না। ইহাতে তাঁহার সৈন্যেরা বেতনাভাবে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন। হঠাৎ এক প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু আসিয়া ঐ ভূপতির রাজ্য আক্রমণ করিল। রাজার সৈন্যেরা যুদ্ধ না করিয়া সকলেই পলায়ন করিল। তখন ঐ নরনাথ অর্থ থাকিতেও খেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা অস্ত্র ধারণ করিয়া শত্রুর সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল না। ঐ সৈন্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আমার পরিচিত ছিল আমি তাহাকে কহিলাম :—

' হে সৈন্যাধীপতি! এ তোমাদের কিরূপ ব্যবহার; যাহার বেতনভোগী দাস তাহার দুঃসময়ে পলায়ন অতি নীচকর্ম্ম ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ইহাতে ঈশ্বরের

নিকট মহা পাপে পতিত হইতে হইবে। ইহা শুনিয়া একজন সৈন্য উত্তর করিল, আমার অশ্বটী আহারাভাবে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে ও অর্থাভাবে আমার ঘোটকের জিন বন্ধক আছে, যুদ্ধে কিপ্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পারি; যে রাজা সৈন্যগণের প্রতি কৃপণতা করিয়া রীতিমত বেতন না দেন, তাহার সৈন্যেরা কখনই বাধ্য থাকিয়া যুদ্ধ করে না। সৈন্যগণকে অর্থ প্রদান কর, তবে ত তোমার বাধ্য হইয়া মস্তক দিতে সমর্থ হইবে। সৈন্যগণকে রীতিমত বেতন না দিলে অন্যত্র গমন করিবে। বলবান ব্যক্তির উদর পূর্ণ থাকিলে সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ক্ষুধাতে কাতর থাকিলে, যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন করে।

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

এক রাজমন্ত্রী পদচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিলেন। ইহাতে তাঁহার এমন চিত্তবিনোদন হইতে লাগিল যে, তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজা ইহা শ্রবণমাত্র তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পুনরায় তদীয় পদে অভিষিক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মন্ত্রীবর ইহাতে সম্মত না হইয়া তচ্ছ্রবণমাত্র উত্তর করিলেন, স্বীয় পদারূঢ় হওয়া অপেক্ষা আমার এতাদৃশ হীনাবস্থা শ্রেয়স্কর। সাংসারিক কর্ম্মে অবসর লইয়া নির্জ্জনে বাস করিলে মনুষ্য-বেশধারী কুকুরেরও দন্তাঘাতের ভয় থাকে না, জনসমাজে তিরস্কৃতও হইতে হয় না; তখন কাগজ, মসি ও লেখনী প্রভৃতি সামগ্রীর আবশ্যকতা থাকে না এবং নিন্দকের নিন্দার দংশনে জর্জ্জরিত হইতে হয় না। ভূপতি পুনরায় বলিলেন, মন্ত্রিন্! তুমি যদি তব পদে নিযুক্ত না হও, তবে তোমার ন্যায় বিচক্ষণ ও বহুদর্শী আর এক ব্যক্তিকে দাও, যদ্দ্বারা আমার রাজ্য সুনিয়মে চলে। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! যিনি জ্ঞানী হইবেন, তিনি এরূপ পদে নিযুক্ত হইতে স্বীকৃত হইবেন কেন? বিহঙ্গম মধ্যে হুমাপক্ষী

সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। কারণ হুমা কেবল আপন অস্থি আহার করিয়াই প্রাণধারণ করে, কোন প্রকার জীবের অনিষ্ট করে না।

উদাহরণস্বরূপ কহিতেছি ঃ—এক ব্যক্তি এক শৃগালকে (ফেউ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি সিংহের সমভিব্যাহারে বেড়াও কেন?" শিবা কহিল, "আমি অনায়াসে উহার উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করিতে পাই, এবং প্রবল শত্রু হইতে নিরাপদে থাকি।" তৎপরে কহিল ভাল তুমি যদি এতাদৃশ মহদাশ্রয়ে থাকিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন কর, তবে তুমি ইহার সম্মুখে যাও না কেন? যদি তুমি সর্ব্বদা ইহার নিকটে গিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তাহা হইলে তোমার আরও অধিক উপকার হইতে পারে। "যামিক ইহাতে উত্তর করিল, যদি আমি উহার সম্মুখে যাইয়া তোষামোদ করি, তাহা হইলে প্রাণে মারা যাইতে পারি।" জ্ঞানীরা কহেন, প্রজ্বলিত অগ্নিকে শতবৎসর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা কর, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত অসাবধান হইলে যদি শরীরের কোন অংশ উহা স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। তদ্রূপ রাজসভার মন্ত্রী পুরস্কারও পাইতে পারেন, হয় ত তাঁহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা হইতে পারে। জ্ঞানীদিগের উক্তি আছে যে, রাজারা প্রায়ই অস্থির চিত্ত; হয় ত কোন সময়ে অভিবাদন করিলে অতি রুষ্ট হন, আবার কটূক্তি করিলে মহা সমাদর করেন এবং ইহাতে বুধসম্মত যে বিদ্রূপ বিদূষকগণের অলঙ্কারস্বরূপ, কিন্তু জ্ঞানীদের নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করে। অতএব বিদূষকদিগের স্বভাব সুলভ, ঠাট্টা, বিদ্রূপাদি পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে আপনার মান্য রক্ষা হয় তাহাই কর।

ষোড়শ উপাখ্যান।

মদীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে একটী বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া স্বীয় দুরবস্থার কথা প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, আমি অতি অল্প অর্থ উপার্জ্জন করি, কিন্তু আমার পরিবার অধিক অতএব দুরবস্থার বোঝা

আর বহন করিতে পারি না। ইহাতে এক এক সময়ে আমার অন্তঃকরণে এরূপ ভাব উদয় হয় যে, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করি। তাহা হইলে পরিবারদিগের কষ্টভোগ আমাকে দেখিতে ও শুনিতে হইবে না এবং উহাদিগের অন্নাভাবে প্রাণ বিয়োগ হইলেও জানিতে পারিব না। কিন্তু আমি আমার শত্রুগণকে বড় ভয় করি, কারণ, উহারা আমার বিদেশ গমন শ্রবণে পরিহাস করিবে ও মদীয় পরিবারের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি করিবে, তখন আমার পক্ষে গুরুতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে এই হেতু বিদেশ গমন করিতে পারি না। আমার অনুপস্থিতিকালে উহারা আমাকে উপহাস করিবে, ও আমার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিতে পারে, আর পরিবার প্রতি-পালনের নিমিত্ত যদি অন্য কোন চেষ্টা করি, তাহাতেও অসৎ বলিয়া দুর্নাম দিতে পারে। কেহ কেহ আবার বলিতে পারেন দেখ এই ব্যক্তি এমন নির্লজ্জ্য হতভাগ্য যে কখন সৌভাগ্যের চেষ্টা করিল না, আপন সুখে সুখী হইয়া স্ত্রীপুত্রদিগের অশেষ দুঃখেতে পাতিত করিয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, আপনি ত জানেন যে, অঙ্ক বিদ্যাতে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ আছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন এক কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তবে সুস্থির হইয়া জীবনধারণ করিতে পারি। আমি বন্ধুকে বলিলাম, হে মিত্র! যেমন রাজার মন্ত্রী রাজার নিকটে কর্ম্ম করেন, কিন্তু সর্ব্বদা কর্ম্মের ও প্রাণের বিষয়ে সশঙ্কিত থাকেন। কারণ রাজকার্য্যের এই রীতি আছে, কখন তিরস্কারের পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কখন তোষামোদ করিয়া প্রাণে মারা যাইতে হয়। দেখ বন্ধু, সন্ন্যাসীর নিকটে ভূমির কি বাগানের রাজস্ব আদায় করিতে কেহ আইসে না; অতএব যে ব্যক্তি দুঃখ নিবারণ না করিয়া দুঃখের কষাঘাতে সন্তোষ থাকে, সে স্বীয় অস্থি কাকের অগ্রে বাহির করিয়া রাখে অর্থাৎ প্রাণে মারা যায়। ইহা শ্রবণে আমার বন্ধু আমাকে অনেক অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বন্ধু! আপনি ত আমার অবস্থানুযায়ী কথা কহিলেন না ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না এবং আমার প্রার্থনাও শ্রবণ করিলেন না। আপনি কি এ কথা শ্রবণ করেন নাই, যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি করে সে সর্ব্বদাই ভয়ে কম্পিত হয়, কিন্তু যে সত্য পথে ভ্রমণ করে পরমেশ্বর তাহার প্রতি সন্তোষ থাকেন।

আমি এমন কখন দর্শন কিম্বা শ্রবণও করি নাই যে, যথার্থ পথে থাকিয়া কেহ মারা গিয়াছে। জ্ঞানীলোকেরা কহেন, এই চারি প্রকার ব্যক্তি অপর চারি প্রকার ব্যক্তিকে সর্ব্বদা ভয় করিয়া থাকে অর্থাৎ বঞ্চক, ভূপতিকে মলিম্লুচ, নিশাচরকে লম্পট, দোনাড়াকে এবং মুহুরি, নিকাশকারককে, অতএব যাহার হিসাব ঠিক থাকে সে কি কখন নিকাশকারককে ভয় করে, নিজে ঠিক থাকিলে শত্রুকেও ভয় হয় না, আর দেখ রজকেরা মলিন বস্ত্রকে পাষাণের উপর আছড়াইয়া পরিস্কার করে পরিস্কার বস্ত্র কখন আছড়ায় না।

তখন উদাহরণচ্ছলে আমি বলিলাম, হে বন্ধু! আপনার অবস্থা ঠিক শৃগালের ন্যায় শ্রবণ করুন ঃ—কোন সময়ে একটী খেঁক্‌শিয়ালী পলায়ন করিতেছিল, কোন এক ব্যক্তি উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে শিবা! তুমি যে এতাদৃশ ভয়ে ভীতা হইয়া পলায়ন করিতেছ ইহার কারণ কি? শৃগালী উত্তর করিল শ্রবণ করিলাম যে, এই স্থানে উষ্ট্রকে ধরিতেছে এই আশঙ্কায় আমিও পলায়ন করিতেছি। ইহাতে ঐ বক্তা কহিলেন, ওরে নির্ব্বোধ পশু! উষ্ট্রকে ধরিতেছে তোর ভয়ের কারণ কি? শৃগালী উত্তর করিল, চুপ কর, যদি কোন শত্রু শত্রুতা করিয়া কহে যে, এ উষ্ট্রের শাবক, তাহা হইলে আমি ধৃত হইব এবং পরে আমার মুক্ত হওয়া দুষ্কর হইবে আর তুমি কি জান না, যে যদি কোন ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, তাহাকে ইস্পাহান নগর হইতে বিষপাথর আনাইয়া আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিলে বিলম্বে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার আর এক প্রমাণ দেখ যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সত্যবাদী, নির্ল্লোভী, পরোপকারী এবং জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহাকেও দুষ্টলোকে শঠতা করিয়া এমন কষ্টভোগ করায় যে তাহার সকল গুণ একেবারে লোপ করিয়া দেয় এবং রাজার দ্বারা চিরকাল দুঃখরাশি ভোগ করায়, তখন তাহার পক্ষ্যে কেহই আনুকূল্য করে না; এই হেতু বলিতেছি যে, নিজ মঙ্গলার্থে গোপনভাবে থাকা কর্ত্তব্য, আর বণিক সমুদ্রে পোতারোহণ করিয়া বাণিজ্য করিলে যথেষ্ট লভ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি সেই পোত নিরাপদে কুলে আসিয়া উত্তীর্ণ হয় তবেই মঙ্গল, নচেৎ এমন লভ্যে কি ফল, যদি ঐ পোত জলে মগ্ন হইয়া যায়। আমার বন্ধু এই উদাহরণ শ্রবণে বিকৃতানন

হইয়া নীরব হইয়া রহিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, আমার বন্ধু কি নির্ব্বোধ ও অনভিজ্ঞ, জ্ঞানী লোকেরা বলেন :—

প্রকৃত বন্ধু কারাবদ্ধ হইলেও সময়ে সময়ে উপকার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কপট বন্ধু একত্রে ভোজন করিয়াও শত্রুতা প্রকাশ করেন। অতএব যে বন্ধু একত্রেতে আহার করেন ও দিবারাত্র হাস্যপরিহাস দ্বারা মন সন্তোষ করেন, কিন্তু তিনি যদি দুঃসময়ে পলায়ন করেন, তাহাকে কখন যথার্থ বন্ধু বলা যায় না। যিনি দুঃসময়ে উপকার করেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

আমি তখন ঐ বন্ধুকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া আমার বন্ধুর দুরবস্থার বিষয় সুগোচর করিলাম এবং ঐ মন্ত্রীর সহিত আমার পূর্ব্ব বন্ধুত্ব থাকায় আমার বন্ধুর দুরবস্থার বিষয় মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া উহাকে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ঐ বন্ধু কিছু দিবস কর্ম্ম করিয়া অতিশয় বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া রাজমন্ত্রী উহাকে ক্রমে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিলেন। আমার মৈত্র উচ্চপদ প্রাপ্ত হইযা স্বীয় কার্য্য অতিশয় পরিশ্রমে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে মন্ত্রীবর মৈত্রকে অধিক যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং বন্ধুর কার্য্য সকল মন্ত্রীর অধিক মনোনীত হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদয় হইল; বন্ধু ভূপালের প্রিয়পাত্র হইলেন।

আমি বন্ধুর সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলাম এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়া বন্ধুকে হিতবাক্যে বুঝাইলাম। হে প্রিয় বন্ধু! যথার্থ কর্ম্মে সন্দেহ করা অনুচিত এবং ইহাতে ভগ্ন অন্তঃকরণ হওয়া অকর্ত্তব্য। কারণ অমৃত কূপের বারি, আর ভ্রাতাগণের শত্রুতা, এবং জগদীশ্বরের কৃপা লুক্কাইত থাকে, অর্থাৎ কিরূপ প্রকারে ঘটে তাহা কেহই অগ্রে জানিতে পারে না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করা জ্ঞানীর কার্য্য। ধৈর্য্যতা অগ্রে তিক্ত বোধ হয়, কিন্তু ইহাতে রত থাকিলে পরে সুমধুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সে যাহা হউক, আমি কিছু দিবস পরে কতকগুলি তীর্থযাত্রী সমভিব্যাহারে মক্কা তীর্থে গমন করিলাম। তীর্থ পর্য্যটনের পরে আমি যৎকালিন স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম, পথিমধ্যে উক্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল

দেখিলাম তাহার বদন অতি ম্লান ও উদাসীন সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থা ঘটিয়াছে। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রিয় মৈত্র! তোমার এদুরাবস্থা হইবার কারণ কি? মৈত্র উত্তর করিলেন, "শত্রুগণেব শত্রুতায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে এবং অনেক ক্ষতি হইয়াছে। দেশাধিপতির নিকট অনেকবার অভিযোগ করিয়াছিলাম কিন্তু আমাব দুরাদৃষ্টক্রমে তিনি কিছুই শ্রবণ করিলেন না।"

জ্ঞানীলোকেরা বলিয়াছেন যে যৎকালীন মনুষ্যের শুভাদৃষ্ট হয, তৎকালীন অনেকেই বক্ষস্থলোপরে করযোড়ে তোষামদ করিতে থাকে, কিন্তু আবার দুবাবস্থা ঘটিলে উহারা উহার মস্তক পদতলে দলিত করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আপনার শুভাগমন আমার পক্ষে সুমঙ্গল হইয়াছে, আপনি এক্ষণে আমাকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করুন। আমি বলিলাম, হে সখা! এই নিমিত্ত আমি আপনাকে পূর্ব্বে উদাহরণচ্ছলে সঙ্কেত করিয়াছিলাম। আপনি তৎকালীন আমার কথায় মনোযোগ না করিয়া তাচ্ছল্য করিলেন। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভূপতির নিকট কার্য্য করা সমুদ্রে বাণিজ্যার্থে গমন করার ন্যায়, পোত যদি নিরাপদে কুলে আসিয়া পৌছে তবেই লভ্য, আর দ্রব্যাদির সহিত যদি জলমগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; অতএব যাহাতে অধিক দায়গ্রস্ত হইতে হয় এমৎ কার্য্য কবা অকর্ত্তব্য। তুমি কি জান না যে, পরেব নিকট দাসত্ব করিতেগেলে স্বীয় পদদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে হয়; সর্পের মন্ত্র ও ঔষধি না জানিলে কখন উহার মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিতে সাহস হয় না।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

কোন সময়ে আমি কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে সহবাসী হইয়াছিলাম। তাহাদিগের চরিত্র অতিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল ছিল, তদ্দৃষ্টে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি উহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া প্রতিপালনার্থ মাসিকবৃত্তি ধার্য্য করিয়া

দিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে ঐ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির চরিত্রভ্রষ্ট হওয়ায় ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাদিগের মাসিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে ইচ্ছা করিলাম যে কোন উপায়ের দ্বারাই হউক বন্ধুগণের মাসিকবৃত্তি পুনরায় বাহির করিব। এই স্থির করিয়া ঐ মহাত্মার আলয়ে গমন করিলাম। তাঁহার বাটির দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দৌবারিক প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। আমি ঐ দ্বাররক্ষকের নিষেধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রহস্যচ্ছলে কহিতে লাগিলাম যে রাজার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারে দৌবারিক ও কুকুর থাকে, তাহারা দুঃখী দরিদ্রকে দ্বারের নিকট দেখিতে পাইলেই বস্ত্র ধরিয়া টানাটানি করে। আমার এই সমস্ত কথাগুলি গৃহস্বামীর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি স্বয়ং আমার নিকট আসিয়া যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক বাটির মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং উত্তম আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু আমি সে আসনে না বসিয়া অপর আসনে বসিয়া কহিলাম।

হে মহাশয়! আমি অতি ক্ষুদ্রলোক এ আসনে বসিবার যোগ্য নহি। ইহাতে তিনি অনুতাপ করিয়া কহিলেন, হা ঈশ্বর! তুমি আমার মস্তকোপরি অথবা নয়নাগ্রে বসিয়া থাক ইহাতে তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। সে যাহা হউক, আমি অন্য একখানি আসনে বসিলাম এবং নানাপ্রকার বাক্যচ্ছলে বন্ধুগণের কথা উপস্থিত করিলাম যে, অস্মদাদির মৈত্রগণের কি অপরাধ দেখিতে পাইলেন যে, একেবারে তাহাদিগের আহার বন্ধ করিয়াদিলেন? আপনাকে আমি একটী কথা নিবেদন করি। দেখুন, জগৎপিতার কি অদ্ভুত গুণ ও দয়া যে, লোকেরা তাঁহার নিকটে ভূরি ভূরি অপরাধ করিতেছে তথাচ তিনি কাহারও আহার বন্ধ করেন না। এতাদৃশ উপমা ঐ অধিপতির অধিক মনোনীত হইল এবং বন্ধুগণের পূর্ব্বমত মাসিক বৃত্তি দিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি ঐ অধিপতির যথেষ্ট প্রসংশা করিয়া ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক প্রণাম করিলাম এবং কহিলাম, হে দয়াময়! তোমার এরূপ সদ্গুণের মহিমা অধিনস্ত লোকেদের প্রতি প্রকাশ করা অতি আবশ্যক, কেন না নিষ্ফলাবৃক্ষে কেহ প্রস্তরলোষ্ট্র নিক্ষেপ করে না, ফলবান বৃক্ষের ফল পাইবার আশয়ে অনেকেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

কোন দেশে এক ভূপালতনয় পিতৃদত্ত অধিক ধন প্রাপ্ত হইয়া অকাতরে দান করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। সৈন্য সকলকে ও প্রজাবর্গকে যথেষ্ট ধন দান করিতে লাগিলেন। যেহেতু ধন সৌগন্ধকাষ্ঠের ন্যায়, সৌগন্ধকাষ্ঠ যেমন অগ্নিতে নিক্ষেপ না করিলে সৌরভ নির্গত হয় না। তেমনি ধন বিতরণ না করিলে যশসৌরভ প্রকাশ পায় না। ধন আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কি ফল ফলিতে পারে; যেমন বৃক্ষের বীজ ভূমিতে না ছড়াইলে বৃক্ষের অঙ্কুর কখনই নির্গত হয় না, তেমনি ধনী না দান করিলে কোন ফলই পাওয়া যায় না। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ভুপালের কোন এক প্রিয় পারিসদ প্রস্তাব করিলেন।

হে নরনাথ! আপনকার পিতৃপুরুষেরা বহুকষ্টে ও বহুযত্নে অবশ্যই কোন উত্তম অভিপ্রায় সাধনার্থ এই অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, অতএব ইহা ব্যয় করিতে বিরত হউন। কারণ কর্ম্ম অগ্রে ও শত্রু পশ্চাৎ আছে, তাহাতে দুঃখ ও বিপদ ঘটিতে পারে। আর আপনি যদি একটী ধনাগার প্রজাবর্গকে বিতরণ করেন আপনার এত অধিক প্রজা আছে যে তাহারা প্রত্যেকে বণ্টন করিয়া লইলে একটী শস্যের অধিক প্রাপ্ত হইবে না। ইহাতে প্রজা-বর্গের কি উপকার হইতে পারে; কিন্তু আপনি যদি একরতি রজৎ প্রজার নিকট হইতে প্রতিদিন আদায় করেণ তাহা হইলে আপনার ধনাগার ক্রমে পরিপূর্ণ হইতে পারে।

ঐ যুবরাজ পারিসদের বাক্যে বিকৃতানন হইয়া উহাকে রাজগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং কহিলেন জগদীশ্বর কিজন্য আমাকে দেশাধিপতি করিয়াছেন; আমি কেবল লোককে আহার দিব এবং দান করিব। আমি প্রহরি নহে যে পিতৃধন রক্ষা করিয়া বেড়াইব। তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, কারুনমহীপাল চল্লিশটী ধনাগার ধনে পূর্ণ রাখিয়া লোকান্তর হন, কিন্তু কেহই তাহার নাম স্মরণ করেন না। আর নওসেরওঁয়া ভূপতির বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কেহই বিশ্বাস করেন না। কারণ তাহার দানশীলতার নিমিত্ত সকলেই তাহাকে চিরজীবী জ্ঞান করিয়া থাকেন।

ঊনবিংশ উপাখ্যান।

অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, নওসেরওঁয়া ভূপতি মৃগয়ার্থ কোন এক গ্রামান্তরে গমন করিয়া একটী মৃগ মারিয়া স্বয়ং রন্ধন করিতে বসিলেন, কিন্তু লবণের অনাটন হওয়ায় স্বীয় ভৃত্যকে লবণ আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন এবং উহাকে বলিয়া দিলেন বিনামূল্যে লবণ আনিও না, কারণ, তদ্দ্বারা গ্রাম ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। ভৃত্য উত্তর করিল, এই সামান্য দ্রব্যে কি অনর্থ ঘটিতে পারে? নওসেরওঁয়া উত্তর করিলেন :——

এই জগতে প্রথমে দৌরাত্ম্য অতি স্বল্প ছিল। ক্রমে যত ব্যক্তি ইহাতে আসিতে লাগিল, ততই দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যথা,—যদি কোন মহীপাল প্রজার উদ্যান হইতে একটী আতাফল আনিতে স্বীয় ভৃত্যকে আদেশ করেন, উক্ত ভৃত্য একেবারে বৃক্ষ সমেত লইয়া আইসে, আর যদি কোন নরপাল একটী কুক্কুটের ডিম্ব বলপূর্ব্বক প্রজার নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সৈন্যেরা সহস্র কুক্কুট মারিয়া ভক্ষণ করিবে। একারণ বলিতেছি যে, মনুষ্যের উপর দৌরাত্ম্য করে সে পাপিষ্ঠ ও দুরাত্মা। এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু যাহাদের উপর দৌরাত্ম্য করে, কেবল তাহাদের অভিসম্পাৎ উহার উপর চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে।

বিংশ উপাখ্যান।

আমি এক রাজস্ব আদায়কারকের উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম যে, তিনি রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য প্রজাগণের আলয় সকল উচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। আর জ্ঞানীদিগের হিতোপদেশে অমনোযোগী হইলে তাঁহারা কহিলেন, যে ব্যক্তি সঙ্গিগণের সন্তোষের নিমিত্ত ঈশ্বরকে অমান্য করে পরমেশ্বর তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদিগকেই তাঁহার অস্ত্র সৃজন করেন। দরিদ্র ব্যক্তির অন্তঃকরণ দুঃখানলে যেরূপ দগ্ধ করে সেরূপ

দাবানলের প্রজ্বলিত অনলে করিতে পারে না। জ্ঞানীরা আরও বলেন যে, সিংহ পশুগণের রাজা, আর গর্দ্দভ অতি অপকৃষ্ট জন্তু। গর্দ্দভ বোঝা বহন করায় সিংহ অপেক্ষা মনুষ্যের নিকটে শ্রেষ্ঠ হয়, কারণ, সিংহ মানবজাতিকে নষ্ট করে। নির্দ্দোষী গর্দ্দভ যদিও নির্ব্বোধপশু তথাচ মনুষ্যের বোঝা বহনের দ্বারা তাহাদিগের নিকটে অত্যন্ত প্রসংশনীয়। পরিশ্রমি বলদ এবং গর্দ্দভ মানবজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, মনুষ্যেরা হানী করে। এই নির্দ্দোষী পশুরা কাহারও অনিষ্ট করে না। সে যাহা হউক, ঐ দেশাধিপতি উহার দুশ্চরিত্রের বিষয় পরম্পরায় জানিতে পারিয়া ঐ দুরাত্মার পদদ্বয় কাষ্ঠযন্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া যে পর্য্যন্ত না তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল, সেই পর্য্যন্ত নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।

ভূপালের প্রসংশাপাত্র হইতে হইলে তুমি অবশ্যই তাঁহার প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করিবে। যদি ইচ্ছা কর যে, পরমেশ্বর তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবগণের উপকার কর। এক ব্যক্তি যাঁহার প্রতি তিনি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু সময়ে আসিয়া কহিলেন, হে রাজকর আদায় কারক! তুমি মহৎ পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজার সঙ্গে একত্রে বসিয়া রাজভোগ আহার করিতে এবং প্রজাবর্গকে ধম্‌কাইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিতে, এক্ষণে তুমি ভালরূপ জ্ঞাত হও যে, মনুষ্যের অস্থি ভক্ষণ করিয়া তাহা পরিপাক করিতে না পারিলে উদর ফাটিয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের উপর দৌরাত্ম্য করে সে দিবারাত্র কষ্টভোগ করে এবং সর্ব্বদা শসাঙ্কিত থাকে।

একবিংশ উপাখ্যান।

আমি একজন দুঃশীল সৈন্যের উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি একটী তাপসী সন্ন্যাসীর শিরোপরি প্রস্তর লোষ্ট্র আঘাত করিলেন। সন্ন্যাসী তৎকালীন তাহার প্রতিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া শিলালোষ্ট্রটী

যত্নপূর্ব্বক নিজস্থানে রাখিয়া ঐ ঘাতকের প্রতি লক্ষ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছু দিবস গত হইলে উক্ত সৈন্যের প্রতি দেশাধিপতির অতিশয় ক্রোধ জন্মাইল। ঐ ভূপাল উহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া এক গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এমত সময়ে সেই সন্ন্যাসী আসিয়া ঐ বন্দীর শিরোপরি সেই শিলালোষ্ট্র আঘাত করিলেন। ইহাতে বন্দী জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে? এমন সময়ে আমার মস্তকোপরি কেন প্রস্তরলোষ্ট্র আঘাত করিলেন? সন্ন্যাসী উত্তর করিল, একদিবস তুমি শিলাখণ্ড লইয়া যাহার শিরোপরি আঘাত করিয়াছিলে, আমি সেই ব্যক্তি। তখন সৈন্য জিজ্ঞাসা করিল, হে সন্ন্যাসী! তুমি এত দিবস কোথায় ছিলে? ঐ সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, তোমার প্রতিহিংসা করিব বলিয়া সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া বেড়াইতেছিলাম, অদ্য তোমার দুরাবস্থা দেখিয়া সুযোগ পাইয়া প্রহার করিলাম। আরও বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর, জ্ঞানীরা বলিয়াথাকেন যে মূর্খলোক ধনবান হইয়া যথেষ্ট মাননীয় হয়, তাহা দেখিয়া দরিদ্র পণ্ডিত উহার হিংসা না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন, তেমনি দুষ্ট বলবান ব্যক্তি দুঃখীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করে ও নানা প্রকার কষ্ট দেয়, কিন্তু ঐ দরিদ্র উহার কিছু না করিতে পারিয়া সহ্য করিয়া থাকে, সুযোগ পাইলেই প্রতিশোধ লয়।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নৃপতি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অতি কষ্টভোগ করিতেছিলেন। কতকগুলি ইউনিয়ান্ দেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসক ভূপালকে দেখিয়া বিধি দিলেন যে, এ রোগের আর কোন ঔষধি নাই, কেবল মনুষ্যের পিত্ত লইয়া ঔষধি প্রস্তুত করিলে মহারাজ এ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন। কিন্তু যে মানব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্বগুণান্বিত হইবে, তাহার পিত্ততে ঔষধি প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ নরপাল আদেশ করিলেন

আমার রাজ্যাধিকারের মধ্যে এমৎ লোকের অনুসন্ধান কর। পরে অনেক অনুসন্ধানের দ্বারা গ্রামের এক কৃষকের পুত্রকে পাওয়া গেল। চিকিৎসকেরা কৃষকতনয়কে দেখিয়া সপ্রমাণ করিলেন, তখন নরপাল ঐ বালকের পিতামাতাকে আনাইয়া প্রচুর অর্থ দিয়া সন্তোষ করিলেন ঐ কৃষকতনয়ের জনক-জননী অর্থে বশীভূত হইয়া সন্তানটীকে হত্যা করিতে দিলেন, তাহার পর বিচারপতি কাজি শাস্ত্রমত ব্যবস্থা দিলেন যে রাজা দেশহিতৈষী দেশরক্ষক, অতএব দেশাধিপতির প্রাণরক্ষার্থে একজন প্রজাকে নষ্ট করিলে কোন পাপ হইবে না। ভূপতি ঐ বালকের শিরশ্ছেদনার্থে ঘাতকের প্রতি আদেশ করিলেন। ঘাতক খড়্গ ধারণ করিয়া উহার মস্তক ছেদ করিতে উদ্যত হইল। এমৎ সময়ে ঐ যুবা ঊৰ্দ্ধদৃষ্টি করিয়া হাসিতে লাগিল, ইহাতে ভূপাল উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! শরীরের মধ্যে অতিশয় প্রফুল্ল না হইলে কখন হাসি নির্গত হয় না, অতএব এ সময়ে তোমার অন্তঃকরণে কি সন্তোষ জন্মাইল যে তুমি প্রফুল্ল হইয়া হাসিতেছ। তখন ঐ যুবা উত্তর করিল—

মহারাজ শ্রবণ করুণ! আমি যদি যথার্থ হত্যাপরাদে দোষী হইতাম, আমার পিতামাতা প্রাণপণে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেন। আমার দুরাদৃষ্টপ্রযুক্ত জনকজননী ধনলোভে বশীভূত হইয়া আমাকে হত্যা করিতে দিয়া গেলেন। আর বিচারপতি কাজি আমাকে হত্যা করিতে শাস্ত্রমত বিধি দিলেন, এবং আপনি রাজা, প্রজার রক্ষক, আপনার পীড়া আরোগ্য হইবার জন্য আমি যে নিরাপরাধী প্রজা, আমাকে হত্যা করিতে ঘাতকের প্রতি অনুমতি করিলেন। এই সকল স্বভাবের বিপরীত কর্ম্ম দৃষ্টি করিয়া জগৎপিতাকে স্মরণ করাতে মন অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ইহাতেই হাসিলাম। কারণ, জগতে আমার এমন দুরাদৃষ্ট যে আমি নির্দ্দোষী ব্যক্তি হইয়া কাহারও নিকট স্নেহের পাত্র হইলাম না। তখন নরনাথ ঐ বালকের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিলেন এবং অনুতাপ করিয়া কহিলেন, রোগে যদি আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহাও ভাল, তত্রাচ এ নির্দ্দোষী বালককে হত্যা করা কর্ত্তব্য নয়। ইহা বলিয়া উক্ত বালকটিকে ক্রোড়ে করিয়া বদন ও নয়ন চুম্বনপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ প্রদান

করিয়া বিদায় করিলেন। কথিত আছে যে একসপ্তাহের মধ্যে ঐ নরপাল বিনা ঔষধিতে এমন উৎকট রোগ হইতে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। ইহার অনুযায়ী আর একটী উদাহরণ আছে, যাহা এক হস্তি রক্ষক নীলনদির তটে বসিয়া বলিয়াছিল—মনুষ্যের পদতলে পিপীলিকা পতন হইলে উহার যেরূপ অবস্থা হয়, হস্তির পদতলে মনুষ্য পতন হইলে তাহারও অবস্থা সেইরূপ হইয়া থাকে, অতএব জীব মাত্রেরই কি দুর্ব্বল কি প্রবল সকলেরই পরস্পর মমতা রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান।

উমর অলিয়ঁস নামে এক নরপতির একটী ভৃত্য কোন কারাগার হইতে পলায়ন করাতে ঐ ভূপতির অপরাপর ভৃত্যেরা তাহাকে ধৃত করিয়া আনিল। রাজমন্ত্রীর উহার সহিত শত্রুতা থাকায় উহাকে হত্যা করিতে ইঙ্গিত করিলেন যে, অপর কোন ভৃত্য এরূপ অপরাধ আর না করে। ঐ বন্দী রাজসমীপে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমিচুম্বনপূর্ব্বক নতশির হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং কহিল আমার প্রতি মহারাজের যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা করুণ, তাহাতে এ অধীনের কোন আপত্য নাই, কারণ আমি আপনার আলয়ে বহুকাল প্রতিপালিত হইয়াছি। আমি চিন্তা করিতেছি যে, জগৎপিতার নিকটে পুনর্ব্বিচার স্থলে আমায় হত্যা করার অপরাধে পাছে আপনি দোষী হন, এই হেতু মহারাজকে সৎপরামর্শ দিতেছি আপনি অগ্রে আমাকে অনুমতি করুণ। আমি আপনার মন্ত্রীকে প্রথমে হত্যা করি তাহা হইলে আমার নরহত্যার অপরাধ হইবে, সেই অপরাধে আপনি আমাকে হত্যা করুণ। তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকটে মহারাজকে আর কোন দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। ভূপতি এতন্মাত্র শ্রবণে ঈষৎ হাসিয়া ঐ মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রীণ! কি

বিবেচনা কর? তখন ঐ মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজের জয় হউক, এবং আপনার জনক জননী কবর হইতে উত্থান করিয়া স্বর্গারোহণ করুণ, এ বন্দীকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। নচেৎ আমার বিপদ ঘটিবে। কারণ জ্ঞানী লোকেরা বলেন, যে ব্যক্তি সতত লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মস্তক ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা থাকে। আর যে ব্যক্তি শক্রর শিরে বাণাঘাত করে, তাহার আপনার কপালকে নিশানের স্বরূপ রাখে, অর্থাৎ তাহাকেও বাণের আঘাত সহ্য করিতে হয়, অতএব কাহার প্রতি শত্রুতা করা উচিত নয়।

চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে জুজান্ নামে এক নরপতি ছিলেন ও তাঁহার একটী বহুদর্শী মন্ত্রী ছিল। তিনি অতি সুবিজ্ঞ, সুধীর, সচ্চরিত্র এবং পরোপকারী ছিলেন। তিনি যাহাকে সম্মুখে দৃষ্টি করিতেন তাহাকেই মান্য করিতেন এবং কাহারও অপমান করিতেন না। পরিচিত লোক সকলকে সম্মুখে সমাদর করিতেন এবং গোপনে প্রশংসা করিতেন। দৈবাৎ এক দিন ভূপাল তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। ভূপালের অপর কর্ম্মচারীরা ঐ মন্ত্রীর পূর্ব্বকৃত উপকার সকল স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, তাহারা মন্ত্রীর নিকট সকলেই বাধিত আছে, এই হেতু উহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন অতি আবশ্যক। অতএব মন্ত্রিবর যে পর্য্যন্ত কারাগারে রহিলেন, ঐ কর্ম্মচারীরা উহাকে তাড়না কি ভৎর্সনা না করিয়া সকলেই উহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, যদি তুমি তোমার শত্রুর সহিত মিলন করিতে ইচ্ছা কর, তোমার অসাক্ষাতে তিনি যদি তোমার গ্লানি করেন, তুমি তাহা না শুনিয়া তাহার সাক্ষাতে প্রশংসা কর। দুষ্টলোকের ওষ্ঠ হইতে যে সকল কথা

নির্গত হইবে, তাহা যদি তদীয় বিবেচনায উত্তম না হয, তথাচ তুমি তাহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতা বলিয়া সুখ্যাতি করিবে। সে যাহা হউক, মন্ত্রী ঐ মহারাজের কোন গ্লানি না করিয়া স্বচ্ছন্দে কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনান্তরে কোন এক নিকটবর্ত্তী রাজা গোপনে ঐ মন্ত্রীর নিকট কিছু গোপনীয় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মর্ম্ম এই, হে মন্ত্রি! তদীয় ভূপতি ভদ্রতার মূল্য না জানিয়া তোমাকে অপমান করিতেছেন, অতএব তুমি এমন প্রশংসনীয় ব্যক্তি তুমি যদি অস্মদাদির পক্ষে সুপ্রসন্ন হও, ভগবানও ভবিষ্যতে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল করিতে পারেন, আর আমরা সকলেই তোমার ধর্ম্মের মান্য রক্ষা করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিব এবং তোমাকে সন্তোষ করিতে এতদ্দেশীয় ভূপালেরা বিধিমতে চেষ্টা করিবেন। তোমার দর্শনে তাঁহারা সকলেই গৌরবান্বিত হইবেন এবং লেখকেরা এই পত্রের প্রত্যুত্তরের নিমিত্ত অধৈর্য্য হইয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। ঐ মন্ত্রী পত্রার্থ অবগত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, আমাকে অধিক আপদে পতিত হইতে হয় এই হেতু সংক্ষেপে উত্তর লিখিযা পাঠাইলেন। কিন্তু তৎকালীন তথায় একজন গুপ্ত চর ছিল। মন্ত্রীর এই কার্য্য দেখিয়া ঐ ভূপতিকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিল। ঐ ভূপাল মন্ত্রীর প্রতি অতিশয় রাগান্বিত হইযা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ঐ মন্ত্রী আমার ভৃত্য এবং আমার আশ্রয়ে চিরকাল প্রতিপালন হইতেছে; অতএব এ ব্যক্তি অপর রাজাকে গোপনে কি লিখিয়া পাঠাইল, এই ভাবিয়া পত্রবাহককে ফিরাইলেন এবং ঐ লিপি খুলিয়া মন্ত্রীর লেখা পাঠ করিলেন। তাহাতে এই লেখা ছিল, "আমাকে যে পারিতোষিক দিতে চাহেন তাহা আমি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে পারি না। কারণ, আমি বহুকাল এ ভূপতির বেতনে প্রতিপালিত হইতেছি অতএব আমি কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না।" এতদ্বৃত্তান্ত মন্ত্রীর লিপি মধ্যে পাঠ করিয়া ঐ নরপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া নিকটে আনিযা যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন এবং এইরূপে মিনতি করিতে লাগিলেন, হে মন্ত্রি! আমি তোমার নিকটে অতিশয় অপরাধ করিয়াছি বিনাদোষে তোমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিযাছি। মন্ত্রী কহিলেন,

মহারাজের কিছুই অপরাধ নাই সকলি ঈশ্বরেচ্ছা আপনি আমার মঙ্গল চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেছেন তাহাতে যে আমার ভাগ্যে কুঘটিতেছে সে কেবল আমার দুর্ভাগ্য জানিবেন। জ্ঞানীরা কহিয়াছেন যে মনুষ্যের দুঃখ অপর মনুষ্যের দ্বারা ঘটে, সে মনুষ্য কর্ত্তৃক নয় অর্থাৎ সে ভগবানের অভিপ্রেত, কারণ শত্রুর ও মৈত্রের উভয়ের অন্তঃকরণ ঈশ্বরই জানেন ঐ উভয় অন্তঃকরণই জগৎপিতার অধিকার মধ্যে আছে, যেমন তীর, ধনুক হইতে নির্গত হইয়া অনিষ্ট করে, তাহাতে তীরের দোষ অশে না বরং তিরন্দাজের দোষ হইতে পারে।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান।

আরব দেশীয় এক মহীপালের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তিনি স্বীয় অমাত্যগণের নিকট বলিতেছিলেন যে, আমার ভৃত্যগণের মধ্যে এইভৃত্যটির বেতন দ্বিগুণ করিয়া দেও, কারণ এই ভৃত্যটি আমার সেবাদি উত্তমরূপে করে ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর আমার যত ভৃত্য আছে তাহারা অতিশয় অলসযুক্ত ও অবাধ্য, তাহারা সর্ব্বদা মিথ্যা ওজর করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। এক জ্ঞানীব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি ত ভাল বিবেচনা করিলেন না, কারণ আপনি সকলেরই প্রভু, একভৃত্যের বেতন বৃদ্ধি করিলে অপর ভৃত্যগণকে নৈরাশ করিলে ইহাতে পক্ষপাত করা হয়।

তখন ভূপাল উত্তর করিলেন, দেখ দেবালয়ে অনেক সন্ন্যাসী তপস্যার নিমিত্ত বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সন্ন্যাসী সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের সাধনা করেন, তাঁহারই প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে, অপরের প্রতি হয় না। আরও দেখ যদি কোন

ব্যক্তি কোন এক নৃপতির নিকটে রাজসেবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া দুই দিবস গমনাগমন করেন, তৃতীয় দিবসে ভূপতি তাহার প্রতি দয়া করিয়া কোন এক শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন। তৎকালীন তাহার সৌভাগ্যের বিষয় কিছুই জানা যায় না। ঐ ব্যক্তি যদি নূতন পদ পাইয়া সকলকে সন্তোষ রাখিয়া আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ক্রমে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহার প্রভু সন্তোষ থাকেন।

ষড়বিংশ উপাখ্যান।

এক দুষ্ট অহিতাচারী ব্যক্তি এক সন্ন্যাসীর জালানী কাষ্ঠ বলপূর্ব্বক লুঠিয়া লইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের নিকটে বিক্রয় করিত। এক জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া উহাকে কহিতে লাগিলেন, ওহে বাপু! তুমি কি সর্প? যাহাকে দেখিতে পাও তাহাকেই দংশন কর, কি পেঁচক, যাহার গৃহে বাস কর তাহাকেই উচ্ছিন্ন কর. তোমার এ পরাক্রম, বলবানের নিকট নহে, কেবল দরিদ্রের উপর ধাবমান হয়, অতএব দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, কারণ ইহাতে তোমার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ঐ দুঃশীল ব্যক্তি বিকৃতানন হইয়া উহার প্রবোধবাক্য গ্রাহ্য করিল না। দৈবাৎ এক নিশিতে উহার রন্ধনশালা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উহার সমুদয় দ্রব্যাদি দগ্ধ হইল ও শয়নাগারের শয্যাদি দগ্ধ হইয়া গেল। ঐ দুরাচার নিজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কি প্রকারে অগ্নি লাগিয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল তাহা বলিবার নিমিত্ত কহিল, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, ঐ অত্যাচারীর আক্ষেপবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন ঃ—

ওরে নরাধম্! নিশ্চয় জানিস্ যে দুঃখীদিগের কোপাগ্নিতে ইহা ঘটিয়াছে, অতএব বলি শোন্, সাবধান হ, কাহাকেও আর দুঃখ দিস্ না।

সকলকে দয়া কর, যে পর্য্যন্ত তোর জ্ঞান থাকে। কারণ এজগতে হ্রাস বৃদ্ধি চিরকাল আছে, কখন মস্তকোপরি উঠিতে হয়, আবার কখন ভূমিসাৎ হইয়া পদতলে থাকিতে হয়, অতএব যতদিন জীব জীবদ্দশায় থাকে ততদিন তাহার প্রভুত্ব থাকে, কিন্তু লোকের এইটি মনে করা কর্ত্তব্য যে, এ জগতে কিছুই থাকিবে না। কিবা জ্যেষ্ঠ কিবা কনিষ্ঠ সকলকেই মরিতে হইবে, এইহেতু বলি উত্তম কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। আর দেখ বয়স বৃদ্ধি কি বৎসর বৃদ্ধি এইটি বিবেচনা করিতে হইবে, যতদিন তোমার দেহে জীবন থাকে, ততদিন তোমার সমুদয় অধিকার, কিন্তু তোমার জীবনান্তে কিছুই থাকিবে না।

ক্যারকসরু নামে এক ভূপালের মুকুটের উপর একটী শ্লোক খোদিত ছিল তাহার অর্থ এই "যেমন এক রাজ্য ক্রমশঃ উত্তরাধিকারী দ্বারা আমার প্রাপ্ত হইল, এইরূপ প্রকারে ইহা আবার অপর হস্তে গমন করিবে; ঠিক যেমন আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের উপর কতকাল ও কতবৎসর মনুষ্যেরা গমনাগমন করিবে।"

সপ্তবিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নগর মধ্যে এক ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে অতিশয় বিখ্যাত ছিল। সে তিনশত ষাট প্রকার যুদ্ধের কৌশল জ্ঞাত ছিল। প্রতিদিন এক এক রকম যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিত। তদ্দ্বারা জনসমাজে অতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছিল এবং ঐ নগরের অনেক যুবাপুরুষ যুদ্ধ শিক্ষার্থে উহার শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল শিষ্যগণের মধ্যে এক যুবার প্রতি উহার অতিশয় স্নেহ থাকায় সমস্ত যুদ্ধকৌশল, উহাকে শিক্ষা দিয়াছিল। কেবল একটী যুদ্ধকৌশল উহাকে শিক্ষা দেয় নাই সেই কৌশলটি আপনি গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এপ্রকারে কিছুকাল গত হইয়া যায়, ঐ প্রিয় শিষ্যটি

অতিশয় বলবান হইয়া উঠিল এবং নগরের যাবতীয় মল্লযোদ্ধারা ঐ শিষ্যের সহিত যুদ্ধে পরাভব হইতে লাগিল। ইহাতে ঐ শিষ্য অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া এই নগরের ভূপতির অগ্রে আবেদন করিল, হে মহারাজ! আমার শিক্ষক যতপ্রকার যুদ্ধকৌশল জানেন, আমি তাহা সমুদয় শিক্ষা করিয়াছি এবং আমি উহা অপেক্ষা অধিক বলবান। অতএব আমাতে ও আমার শিক্ষকেতে প্রভেদ নাই, বরং উহা অপেক্ষা এক্ষণে আমি শ্রেষ্ঠ হইয়াছি। ঐ নৃপতি এই বাক্যে রাগান্বিত হইয়া কহিলেন যুদ্ধ করিয়া দেখাও। নগর মধ্যে একটী স্থান নিরূপিত হইল ও অনেক অনেক ধনবান বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বলবান ব্যক্তিগণের জনতা হইল, তখন ঐ যুবা মর্ত্ত্য হস্তীর ন্যায় মল্লভূমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যুবার শরীরের ভঙ্গিমা দেখিয়া দর্শকেরা অনুমান করিতে লাগিল যে, এ যুবা যে প্রকার বলবান যদি মৃত্তিকার পর্ব্বত প্রাপ্ত হয় তাহাও বাহুবলে উচ্ছিন্ন করিতে পারে। সে যাহা হউক, উহার শিক্ষক শিষ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে মনে মনে বিবেচনা করিল যে, আমি ত উহাকে সমুদয় যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিয়াছি, কেবল একটী গোপন করিয়া রাখিয়াছি। অতএব যে কৌশল উহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই তখন তাহাতেই উহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব। এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ যুবা শিক্ষকের নূতন যুদ্ধকৌশল দেখিয়া মহা ভয়ে কম্পান্বিত হইল, তখন ঐ শিক্ষক নূতন যুদ্ধকৌশলে শিষ্যকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া মস্তকোপরি ঘুরাইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। দর্শক সকল হো হো করিয়া কলরব করিয়া উঠিল। ভূপাল শিক্ষককে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং ঐ শিষ্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, অবোধ! তুমি এই গুণে শিক্ষক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে চাহিয়াছিলে? তখন ঐ শিষ্য মহা লজ্জিত হইয়া ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক মহীপালকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমা অপেক্ষা আমার শিক্ষক কিছু বলবান নন, তবে একটী অজানিত যুদ্ধকৌশলে আমাকে পরাভব করিয়াছেন, ইহাতে আমার মনোমধ্যে যাবজ্জীবন অতিশয় ক্ষোভ রহিল; কিন্তু ভবিষ্যতে আমিও এই বিষয়ে সতর্ক থাকিলাম। জ্ঞানীলোকেরা বলিয়াছেন যে, অতিশয় প্রিয়বন্ধু

হইলেও তাহার নিকট আপনার গোপন বিষয় প্রকাশ করিবে না। কারণ যদি কখন প্রিয় মৈত্র শত্রু হয়, তবে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। তখন ঐ শিক্ষক কহিলেন, আর কি শ্রবণ কর নাই যে, এই জগতে অনেকই অনেককে প্রতিপালন করে, কিন্তু পালিত ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হইয়া, আপন প্রতিপালকের অনিষ্ট করে। অতএব আরও বলিতেছি আমি নিজে ধনুর্বিদ্যায় নৈপুণ্য, কিন্তু ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও ইহা শিক্ষা দিই নাই, কি জানি আমার নিকট শিক্ষা করিয়া পাছে আমারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধনুতে জ্যা অর্পণ করে?

অষ্টবিংশ উপাখ্যান।

এক সন্ন্যাসী কোন এক নিবিড় কাননমধ্যে বসিয়াছিলেন। তথায় এক ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী আপন স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন, ভূপতিকে দেখিয়া কোন যত্ন বা সমাদর করিলেন না। নৃপতি উক্ত স্থানের অধিপতি ছিলেন, সন্ন্যাসীর নিকট কোন অভ্যর্থনা না পাইয়া মহা কুপিত হইলেন এবং রাগভরে কহিতে লাগিলেন এ ভণ্ড উলঙ্গ দণ্ডী চতুষ্পদ পশুর ন্যায়, সৌজন্যতা ও মনুষ্যত্ব কিছুই জানে না। তখন রাজার এতাদৃশ ক্রোধ দেখিয়া রাজমন্ত্রী ঐ সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া কহিলেন, হে সন্ন্যাসী! ইনি এই দেশের অধিপতি, আপনার নিকটে আসিয়াছেন, আপনি উহাঁকে সমাদর করিলেন না ইহার কারণ কি? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন:—

আপনি নৃপতিকে বলুন, যে ব্যক্তি উঁহার নিকট উপকার প্রার্থনা করিবে সে উঁহার সমাদর করিবে। তিনি কি কখন গৃহত্যাগীদের সেবা বা প্রতিপালন করিয়া থাকেন? রাজা, প্রজার রক্ষক ও প্রতিপালক। যদিচ তাঁহাকে প্রজায় প্রণাম না করে তথাচ রাজাকে প্রজা রক্ষা করিতে হয়।

আর দেখ সন্ন্যাসীদিগের রাজাই রক্ষক, কারণ, সন্ন্যাসীরা ভূপতির প্রচণ্ড প্রতাপের অধিকারস্থ হইয়া নির্ভয়ে অরণ্যে বাস করে। মেষ কখন মেষপালকের সেবা করে না ও উহাকে চরাইয়া বেড়ায় না, কেবল মেষ-পালক মেষের সেবা করে ও উহাকে চরাইয়া বেড়ায়। আরও শ্রবণ কর, এক ব্যক্তি উচ্চপদ গ্রহণ করে, অপর ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ক্ষোভ করে অতএব ক্ষোভ করা কর্ত্তব্য নহে ধৈর্য্যই কর্ত্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করে, তাহাকে সমাধিস্থানের মৃত্তিকায় ভক্ষণ করে। তখন রাজত্ব আর প্রণাম উঠিয়া যায়, যে কিছু উত্তম কার্য্য করে তাহাই অগ্রে ধাবমান হয়। তাহার প্রমাণ যদ্যপি কোন ব্যক্তি মৃতব্যক্তির কবরস্থান খনন করিয়া দেখে, সে কবর দুঃখী কি ধনাঢ্যের, তাহা কিছুই জানিতে পারে না। ঐ সন্ন্যাসীর ইদৃশ উপমা ও প্রমাণ প্রয়োগে ঐ ভূপাল মহা সন্তোষ হইয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন, হে ধাৰ্ম্মিক মহাত্মা! আমার নিকটে কিঞ্চিৎ যাজ্ঞা কর, সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, আপনি এরূপ যন্ত্রণা আর আমাকে দ্বিতীয় বার দিবেন না, এই আমার প্রার্থনা। তখন ঐ ভূপতি পুনর্ব্বার উহাকে কহিলেন, আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন, উদাসীন বলিলেন এক্ষণে রাজ্য ও ধন আপনার করতলে আছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন যে, ধন আর রাজ্য হস্তান্তরে গমন করে।

ঊনত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক রাজমন্ত্রী মিশরদেশীয় জনহুন্ নামক নৃপতির নিকট যাইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি যে নরপতির নিকট পরিচারক আছি, তাঁহার দাসত্ব করিতে আমায় সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়, আর কিসে তাঁহাকে সন্তোষ করিব এই চিন্তায় দিবানিশি চিন্তাগ্নিতে জ্বলিতে হয় এবং তাঁহার কোন কুঘটনা উপস্থিত হইলে আমাকে অধিক উৎকণ্ঠিত থাকিতে

হয়, অতএব হে মহারাজ! এই বিষয়ে আমাকে কিছু সদুপদেশ দিন, যাহাতে আমি এবিপদ হইতে উদ্ধার হই।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঐ মহীপাল রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হে মন্ত্রিণ! যদি তুমি এরূপ সেবা ও ভক্তি জগদীশ্বরের প্রতি করিতে, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধপুরুষ হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে, ত্রাস ও দুঃখ আর কিছুই থাকিত না, অতএব হে মন্ত্রিণ! যে ভগবানকে ভক্তি করে, সে মহারাজ অপেক্ষা মহাপুরুষ হয়।

ত্রিংশ উপাখ্যান।

এক ভূপাল কোন এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তি কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! ক্রোধ-পরবস হইয়া আপনি আমাকে অশেষ প্রকার ক্লেশ দিয়া এক মুহূর্ত্তে হত্যা করিতে পারেন; তাহাতে আমার দুঃখ ও যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু যন্ত্রণা ও পাপ আপনার মনোমধ্যে সর্ব্বদাই আন্দোলন হইতে থাকিবে। প্রাতঃকালীন বায়ুর ন্যায় দিবানিশি বর্ত্তমান থাকিবে, কটুই হউক বা মিষ্টই হউক আমার অনায়াসে কাল কাটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি মৃত্যুকালে জানিয়া যাইব যে, এক মহাপাপাত্মা আমার প্রতি এই দৌরাত্ম্য করিল। উহার এতাদৃশ বক্তৃতায় ভূপালের অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল, অতএব উহার শিরশ্ছেদন করিলেন না।

একত্রিংশ উপাখ্যান।

এক দিবস নওশেরওঁয়া মহীপাল, জ্ঞানী মন্ত্রীবর্গের সহিত রাজকার্য্যের অধিকতর আবশ্যকীয় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছিলেন। প্রত্যেক মন্ত্রী স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে উপস্থিত বিষয়ে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ভূপালও স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

বুজুবচিমিহিব্ নামক ভূপালের প্রধান মন্ত্রী রাজার বক্তৃতা সমর্থন করিলেন। ইহাতে অপরে উহাঁকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিজ্ঞ মন্ত্রি! আপনি যে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় সকল অগ্রাহ্য করিয়া মহীপালের সম্মতিতে সম্মত হইলেন ইহার কারণ কি? ঐ বিজ্ঞমন্ত্রী তখন উত্তর করিলেন, হে মন্ত্রিবর্গ! তোমাদিগের যে সকল অভিপ্রায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, তাহাতে ভাল বা মন্দ ঘটিতে পারে, কিন্তু রাজার সম্মতিতে সম্মত হওয়াই শ্রেয়ঃ, কেননা ইহাতে অনিষ্ট ঘটিলেও কোন আশঙ্কা নাই, কারণ, অস্মদাদির বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, ব্যক্তি অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার অধিপতির বিবেচনায় দোষারোপ করে, সে স্বীয় রুধিরে স্বীয় কর ধৌত করে। অধিপতি যদি দিবাকে রাত্রি কহেন, অনুবর্ত্তীগণের তাহাতে মনস্থ করা উচিৎ, হাঁ মহাশয়! ঐ যে নক্ষত্র-বেষ্টিত হইয়া চন্দ্র উদয় হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান।

এক প্রবঞ্চক যুবাপুরুষ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পরিচয় দিল যে, আমি আলিপেগম্বরের বংশোদ্ভব, সম্প্রতি অনেক তীর্থযাত্রীর সহিত মক্কাতীর্থ হইতে আসিয়াছি, আরও কহিল যে, অনেক উত্তম উত্তম তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি এবং একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বলিয়া কহিল যে, এই কবিতাটি আমি স্বয়ং রচনা করিয়াছি। ভূপাল উৎকৃষ্ট কবিতা শ্রবণে মহাসন্তোষ হইয়া উহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু এক সভাসদ্ ঐ রাজসভায় বসিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি পোতারোহণে সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তিনি কহিলেন যে, এ ব্যক্তিকে আমি ইদকোরবাণ্ দিবসে বসরানগরে দেখিয়াছিলাম। অতএব ইনি তীর্থবাসী হাজিন্যহন। দ্বিতীয় এক সভ্য সভাসদ্ কহিলেন, ইহাকে আমি বিশেষরূপে জানি, এ ব্যক্তি মিটিনি দেশের এক খৃষ্টানের পুত্র,

আলিপেগম্বরের বংশ কখন নহে। আর যে কবিতাটি স্বীয় রচনা বলিয়া পরিচয় দিলে, এ কবিতা "দেওয়ান অনওয়ারি" নামক পুস্তকে লিখিত আছে, এটি ইহার রচিত নহে। অতএব এ ব্যক্তি যাহা কহিল সকলি অলীক, ইহাতে ঐ ভূপাল অতিশয় কোপান্বিত হইয়া কহিলেন, উহাকে প্রহার করিয়া দূর করিয়া দাও, যেহেতু এত মিথ্যাবাক্য কহিল। ঐ মিথ্যাবাদী তখন নতশির হইয়া ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পৃথিবীপতি! আমি আর একটি কথা বলি, তাহা যদি সত্য না হয়, তবে আমি দণ্ড পাইবার যোগ্য হইব। ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন কি বল :—

ঐ প্রতারক উত্তর করিল, হে মহারাজ! শ্রবণ করুন। এক ব্যক্তি তক্র বিক্রয় করে, তাহাতে এক ভাগ দধি ও দুই ভাগ বারি মিশ্রিত করে, অতএব জগতের সকলেই মিথ্যা কহিয়া আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করে। এতদ্বাক্য শ্রবণে ভূপাল হাসিয়া উঠিলেন এবং উহাকে যে পারিতোষিক দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় দিয়া সন্তোষের সহিত উহাকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশ উপাখ্যান।

হারুণ্ অরবসিদ্ নামক এক মহীপালের তনয় মহা রাগান্বিত হইয়া আপন পিতার অগ্রে আসিয়া অভিযোগ করিলেন যে, আপনার এক প্রহরীর পুত্র আমাকে এবং আমার জননীকে অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিয়াছে। ভূপাল আত্মজের এরূপ অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি করা কর্ত্তব্য? প্রথম মন্ত্রি কহিলেন উহাকে হত্যা করুন, দ্বিতীয় মন্ত্রী কহিলেন উহার রসনা ছেদন করা উচিৎ, তৃতীয় মন্ত্রী কহিলেন, উহার দণ্ড করিয়া বহিষ্কৃত করা বিচার সিদ্ধ। ঐ মহীপাল মন্ত্রিবর্গের এতাদৃশ মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন :—

হে আমার পুত্র! তুমি উহাকে মার্জ্জনা কর, আর যদি ইহা না করিতে পার, তবে তুমি উহাকে এবং উহার জননীকে তিরস্কার কর, ইহা ব্যতীত উহার প্রতি আর কিছুই করিবে না, যদি কিছু অত্যাচার কর, তবে তোমার ঘোরতর অহিতাচার প্রকাশ হইবে। তোমার বিপক্ষ-পক্ষ হইতে কিছুই করিতে পারিবেনা কারণ, দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে লোকে নির্ব্বোধ জ্ঞান করিবে, আর জ্ঞানীরা কহিয়াছেন ঐ ব্যক্তি প্রকৃত প্রশংসনীয় যিনি অত্যন্ত ক্রোধ ও ক্রোধের কার্য্য না করেন অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্ব করেন।

চতুর্ত্রিংশ উপাখ্যান।

আমি কতকগুলি ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে এক তরণী মধ্যে বসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দেখিলাম যে, একখানি ক্ষুদ্র তরণী জলমগ্ন হইয়া গেল। তন্মধ্যে দুই জন লোক ছিল উহারা ঐ জলধির স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের তরণীর নাবিককে একটি ভদ্রলোক কহিলেন, এই ব্যক্তিদ্বয়কে নদী হইতে উত্থিত কর, আমি প্রত্যেকের নিমিত্ত পঞ্চাশ মুদ্রা পারিতোষিক দিব, ইহা শ্রবণমাত্রেই নাবিক তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া এক ব্যক্তিকে তীরে তুলিল ও দ্বিতীয় ব্যক্তি জলমগ্ন হইল, আমি নাবিককে কহিলাম, এ ব্যক্তির আয়ু ছিল এই হেতু তুমি শীঘ্র উহাকে তুলিলে, আর অপর ব্যক্তির আয়ু শেষ হইয়াছিল এই নিমিত্ত উহাকে তুলিতে বিলম্ব করিলে। ইহাতে ঐ নাবিক হাসিয়া কহিল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা যথার্থ, কারণ বহুদিবস গত হইল আমি এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে বসিয়াছিলাম, যাহাকে আমি এক্ষণে বাঁচাইলাম, এই ব্যক্তি আমাকে কানন হইতে এক উষ্ট্রোপরি আরোহণ করাইয়া মদীয় ভবনে পৌঁছিয়া দিয়াছিল, এবং অপর ব্যক্তি, যাহাকে তুলিতে বিলম্ব হইল, ইনি আমাকে শৈশবকালে কুঠারের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন।

অতএব এ জগন্মধ্যে জগদীশ্বরের এইরূপ নির্ব্বন্ধ আছে, যে ব্যক্তি পরের উপকার করে, সে আপনার উপকার করে, আর যে ব্যক্তি পরের অনিষ্ট করে, সে আপনার অনিষ্ট করে; এই হেতু দুঃখী দরিদ্রের প্রতি সর্ব্বদা দয়া কর, তাহাতে অন্তকালে তোমার উপকার দর্শিবে।

পঞ্চত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নগর মধ্যে দুই ভ্রাতায় একত্রে বাস করিত। এক ভ্রাতা তদ্দেশীয় মহীপালের বাটীতে রাজসেবা করিত ও অপর ভ্রাতা সামান্য কার্য্য করিয়া দিনপাত করিত। ভূপালভৃত্য স্বীয় ভ্রাতাকে কহিল, ভ্রাতঃ! সামান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় রাজার দাসত্ব কর না কেন? ইহাতে উহার ভ্রাতা উত্তর করিল, তুমি কেন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় কার্য্য করিয়া দিনপাত কর না? স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা দিনপাত করিয়া দুর্ব্বার আসনে উপবেশন করা উৎকৃষ্ট। কারণ, ইহাতে স্বাধীনতা থাকে, এবং সর্ব্বদা কটিদেশে রাজচাপরাশ বন্ধন করিয়া করপুটে দণ্ডায়মান থাকায় স্বাধীনতা থাকে না। দিবানিশি পরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। গ্রীষ্মকালে আহারীয় দ্রব্যাদি ও শীতকালে বস্ত্রাদি প্রস্তুত, সামান্য পরিশ্রমের দ্বারা করিলেও হয়। অতএব হে অধম উদর! তদীয় ভরণপোষণার্থে কাহারও যেন দাসত্ব স্বীকার করিতে না হয়।

ষট্‌ত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তি নওসেরওঁয়া মহীপালের নিকট গিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! এক শুভ সংবাদ শ্রবণ করুন। আপনার এক শত্রু, কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ঐ মহীপাল এতদ্বাক্য শ্রবণে

মহা দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হে শুভসংবাদ দাতা! আপনি বলিতে পারেন যে, আমাকে কাল পরিত্যাগ করিবে? শত্রুর মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ, আমাকেও তো একদিবস কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।

সপ্তত্রিংশ উপাখ্যান।

লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন এক মহীপালের মন্ত্রী অতি সামান্য লোকদিগের প্রতি দয়াকরিতেন। এবং সকলকেই আশ্রয় প্রদান করিতেন। দৈবাৎ ঐ মন্ত্রী ভূপালের ক্রোধে পতিত হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল এবং যে সকল লোকদিগের অধীনে বন্দীশালায় ছিলেন, তাহারাও যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অনাত্মরা ঐ মহারাজের নিকট উহাঁর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন, তখন মহারাজ তাঁহাকে মার্জ্জণা করিতে বাধ্য হইলেন।

এক ধার্ম্মিক মনুষ্য এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তোমার বন্ধুর অন্তকরণ লাভার্থে, তোমার পিতৃদত্ত উদ্যান বিক্রয় করিতে হইলেও পরামর্শযোগ্য। তোমার হিতৈষীর পাত্র সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার দ্রব্যাদি দাহকর। দুষ্টলোকের ও ভাল কর কারণ, একখণ্ড মাংস দ্বারা কুকুরের মুখ বন্ধকরা বিধেয়।

অষ্টত্রিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি মন্ত্রী নওসেরওঁয়াভুপালের রাজসভায় এক বিষয়ের উপর কথোপকথন করিতেছিলেন, কিন্তু বুজুরচিমিহির নামক ভূপালের প্রধান মন্ত্রী উহাদিগের বক্তৃতায় কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া-

ছিলেন। ইহাতে কোন এক মন্ত্রী উঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রধান মন্ত্রিবর! আপনি অস্মদীয় বক্তৃতায় কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন না কেন? ইহাতে ঐ প্রধান মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মন্ত্রী বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায়। যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগী ব্যতীরেকে সুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ দেন না, তেমনি বিজ্ঞ মন্ত্রীরা বক্তৃতায় দোষ না পাইলে কোন উত্তর করেন না। আমি তোমাদের বক্তৃতায় কোন দোষ পাইলাম না, সুতরাং নীরব হইয়া রহিলাম, কারণ নেত্রহীন ব্যক্তিকে কূপের অগ্রে দেখিয়া নীরব হইয়া থাকিলে মহাপাপ হয়।

ঊনচত্বারিংশ উপাখ্যান।

যখন হারুণ্ অলরশীদ্ নামে এক মহীপাল মিসরদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিলেন, তিনি ঐ রাজত্বে বিপক্ষাচরণ করিয়া রাজধানী অধিকারপূর্ব্বক দর্প করিয়া বলিলেন যে, আমি স্বয়ং ঈশ্বর, এই রাজধানী এক অতি অধম কিঙ্করকে দান করিব। এই ভূপালের খাঁ সাহেব্ নামে একটি কিঙ্কর ছিল। সে অতিশয় নির্ব্বোধ এবং মূর্খ। মহারাজ এই কিঙ্করটিকে রাজধানী প্রদান করিলেন। লোকে বলে খাঁ সাহেবের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এত অধিক জড়ছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত, কারণ কোন সময়ে মিসরদেশীয় কৃষকেরা তাহার নিকট অভিযোগ করিল যে, তাহারা নাইল্ নদীর তটে কার্পাসের বীজ বপন করিয়াছিল, অকালে অধিক বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ায় সকল নষ্ট হইয়াগিয়াছে। তাহাতে খাঁ সাহেব উত্তর করিলেন, তোমাদিগের পশম বপন করা কর্ত্তব্য ছিল। ইহা শ্রবণ করিয়া এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেনঃ—

যদি ধনের বৃদ্ধি জ্ঞানের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে জগতে মূর্খের ন্যায় দুঃখ ভোগ কেহই করিত না। কিন্তু জগদীশ্বর এক মূর্খকে এত অধিক ধন দান করেন যে, তাহা দেখিয়া এক সত্যপণ্ডিত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন।

ধন এবং ক্ষমতা বিদ্যার উপর নির্ভর করে না, কেবল ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত ইহা উপার্জ্জন হইতে পারে না। এ জগতে এইটি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে যে, অনেক মূর্খ ধন উপার্জ্জন না করিয়া মাননীয় হয় এবং অনেক দুঃখী পণ্ডিত ঘৃণিত হয়, স্বর্ণকার দিবানিশি স্বর্ণ মার্জ্জণা করিয়াও চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তি যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া চিরকাল সুখ ভোগ করে।

চত্বারিংশ উপাখ্যান।

যখন কোন এক মহীপাল, মাদকদ্রব্যপানে মত্ত ছিলেন, কতকগুলি লোকে একটি চিনদেশীয় সুন্দরী কুমারীকে তাঁহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল, ঐ ভূপাল যুবতীর রূপলাবণ্যে ইষ্টালাপের দ্বারা উহার সহিত মিলন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ঐ কামিনী তাহাতে সম্মত হইল না, এই হেতু নরপাল অতিশয় কুপিত হইয়া ঐ রমণীকে লইয়া তাঁহার একজন কাফ্‌রী কিঙ্করকে দিলেন। ঐ কাফ্‌রী কিঙ্করের রূপের কথা কি কহিব? তাহার উর্দ্ধ ওষ্ঠ উপরিভাগে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাহার নাসিকারন্ধ্র বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং নিম্ন ওষ্ঠ বক্ষঃস্থলোপরি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার কুৎসিৎ আকৃতি এমনই ভয়ঙ্কর যে, সাক্‌রে নামক দৈত্য তাহাকে দেখিলে মহা ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিত। আর তাহার কক্ষস্থল হইতে আলকাতরার ন্যায় ঘর্ম্ম নির্গত হইত। যেমন এই জগতের সৌন্দর্য্যের শেষ সীমা ইউসফ, তেমনি কদাকারের শেষ সীমা এই কাফরী কিঙ্কর। কাফরী কিঙ্করের এমত ঘৃণিত ও বিশ্রী এবং কদাকার আকার যে, তাহার কদর্য্যরূপ বর্ণনাতীত। কারণ ভাদ্রমাসের প্রখর রবির কিরণে, মৃতদেহ পড়িয়া থাকিলে তাহাতে যেরূপ দুর্গন্ধ নির্গত হয়, সেইরূপ দুর্গন্ধ উহার বাহু হইতে নির্গত হইত। সে যাহা হউক, কাফরী কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া, উক্ত কুমারীর সতীত্ব নষ্ট করিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ

ভূপাল অমাত্যবর্গকে উক্ত কামিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল উঁহারা নরপালকে জানাইলেন। ঐ বিক্রমশালী মহীপাল ইহা শ্রবণে জলন্ত অনলের ন্যায় ঘোরতর রাগান্বিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন যে, এ কাফরী কিঙ্করের ও ঐ কুলটা কামিনীর হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া আন এবং মদীয় অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে এক গভীর গহ্বরে শীঘ্র নিঃক্ষেপ কর। ইহা শ্রবণমাত্রেই একজন পরোপকারী এবং ধার্ম্মিক মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ নতশিরা হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হে দয়াময় রাজাধিরাজ! রাজসংসারে এরূপ ব্যবহার চিরকালই প্রচলিত আছে যে, তখন রাজবাটীর সকল দাসদাসী রাজকীয় পারিতোষিক পাইয়া থাকে, তখন এ কিঙ্কর অপরাধী হইতে পারে না। ভূপতি বলিলেন কি, ও দুরাত্মা এক নিশি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না? ঐ মন্ত্রী উত্তর করিলেন, হায় হায় হে প্রভু! আপনি কি হিতোপদেশ শ্রবণ করেন নাই? যখন কোন ব্যক্তি পাপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া নির্ম্মল বারির নিকটে উপস্থিত হয়, সে কি তৎকালীন কখন অনুমান করে যে, দুর্দ্দান্ত হস্তী কর্ত্তৃক ভয় প্রাপ্ত হইবে। আর এইরূপ যদি এক ক্ষুধাতুর নাস্তিক পরিপূর্ণ খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত গৃহমধ্যে বাস করে, তাহার এমন বিশ্বাস কখনই হইবে না যে, রমজানের উপবাসের প্রতি সে মনোযোগ করিবে। ঐ ভূপাল মন্ত্রীর বিদ্রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা সন্তোষপূর্ব্বক বলিলেন, হে মন্ত্রিণ! এ কাফরী কিঙ্করকে তোমায় দিলাম, কিন্তু ঐ কলঙ্কিনী কামিনী লইয়া আমি এক্ষণে কি করি? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, হে নরনাথ! ঐ কুলটা এ কাফরী কিঙ্করকে দান করুন। কারণ, আর কোন্ ব্যক্তি উঁহার উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিবে?

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অপরিষ্কার স্থানে বাস করে, তাহার সহিত কখন বাস করিও না। মনুষ্য যদি অতিশয় পীপাসান্বিত হয়, সুস্বাদ বারির অর্দ্ধেক পানে কখনই তৃপ্ত হয় না, যদিচ তাহা দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। যদি একটি কমলানেবু কর্দ্দমে পতিত হয়, ইহা তুলিয়া কিপ্রকারে রাজার করে দেওয়া যাইতে পারে। নালিঘাসংযুক্ত ওষ্ঠের দ্বারা যে বারিপাত্র স্পর্শ করা হইয়াছে, সে বারি পান করিতে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির অন্তঃকরণে কিপ্রকারে অভিলাষ হইতে পারে?

একচত্বারিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি লোকে দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত সেকেন্দর ভূপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পূর্ব্বকালের মহীপাল সকল ধনে, বয়েসে এবং সৈন্য সংখ্যাতে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তবে আপনি কি উপায়ের দ্বারা পূর্ব্বদিক অবধি পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত জয় বিস্তার করিলেন? ভূপাল উত্তর করিলেন, যথন জগদীশ্বরের কৃপায় একটী রাজত্ব জয় করিয়া বশীভূত করিতাম, আমি কথনই তথন প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতাম না এবং সর্ব্বদা উহাদিগের রাজার প্রতি অনুরাগ প্রশংসা করিতাম।

কারণ যে ব্যক্তি মহতের নিন্দা করে, জ্ঞানি লোকেরা তাহার প্রশংসা করেন না, অর্থাৎ পশ্চাৎবর্ত্তী বিষয় সকল গত হইয়া গেলে কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না, ধন এবং রাজ্য, আজ্ঞা এবং নিষেধ, যুদ্ধ এবং জয়েতে যাহারা প্রসিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের প্রতি কদাচ দোষারোপ করিও না। হে মানবগণ! তোমাদের আপনার সুখ্যাতি যাহাতে চিরস্থায়ী হয় এমত চেষ্টা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদাসীনগণের হিতোপদেশ।

প্রথম উপাখ্যান।

কোন এক মহৎব্যক্তি এক সাধুব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিখ্যাত আবেদ নামক সাধুর বিষয় আপনি কি বলেন? কেন না সকল লোকে তাহার প্রতি অতিশয় বিরাগ প্রকাশ করে। ঐ সাধু উত্তর করিলেন আমি তাহার গোপনীয় চরিত্রের বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু বাহ্যিক চরিত্রের বিষয়ে কোন দোষ লক্ষ করি নাই। যাহা হউক, ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ এবং ব্যবহার তুমি যাহা দৃষ্টি করিবে, তাঁহাকে অবশ্য ধার্ম্মিক এবং উত্তম লোক বিবেচনা করিবে, যদিও তুমি তাহার মনোমধ্যে কি গোপন আছে তাহা না জান, অন্তঃপুর মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার কি প্রয়োজন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

এক সন্ন্যাসীকে দেখিলাম যে তিনি মক্কার প্রধান দেবালয়ের বহির্দ্বারে আপন মস্তক রাখিয়া খেদ পূর্ব্বক বলিতে ছিলেন, হে দয়াময় কৃপানিধান ভগবান! তুমি উত্তম রূপে জান মনুষ্যদিগের মূর্খতা ও অন্যায় কার্য্য হইতে কি উৎপত্তি হইতে পারে? আর তোমাতে সকল সমর্পণ করিলে কি ফল হইতে পারে? যদিও কর্ত্তব্য কর্ম্মের আমি পুনরায় প্রাপ্ত হইবার দাবি করি না, তথাচ আমার অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত খেদ করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। পাপীলোকেরা পাপের নিমিত্ত বিলাপ করে, যে ব্যক্তিরা জগদীশ্বরের সাধনা করে, তাহারা তাঁহার পূজার অসম্পূর্ণতার নিমিত্ত তাঁহার নিকট খেদপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দেখ ঐ আবেদ সন্ন্যাসী ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। বণিকেরা তাহাদের প্রধান সঞ্চয়ের লভ্য প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু আমি তদ্বীয় ভৃত্য, তোমার আজ্ঞা পালনের পারিতোষিক আশা করি না, অথবা বণিকদের ন্যায় ব্যবসার লভ্যও প্রার্থনা করি না, কিন্তু হে ভগবন্! আমার প্রার্থনা এই যে, আমার দ্বারা এমত কার্য্য করা হউক, যাহা তোমার নিকট গ্রাহ্য হয় এবং আমার গুণানুযায়ী আমার প্রতি ব্যবহার করিও না। হে প্রভু দয়াময়! তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে থাক এবং আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আশা করি, আমার বদন এবং মস্তক যেন সর্ব্বদা তোমার ভজনালয়ের বহির্দ্বারে থাকে। এ অধীনের উপদেশ দেওয়া এমত বিবেচনা করিবে না, কিন্তু আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন ভরসা করি আমি তাহা বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিব। কারণ ভজনালয়ের প্রবেশ দ্বারে আমি একজন সাধুকে দেখিলাম, তিনি অতিশয় রোদন করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, হে দয়াময়! আমার ক্রিয়া সকল আপনি যে গ্রাহ্য করিবেন এমত প্রার্থনা করি না, কিন্তু হে করুণাময় জগদীশ! আমার অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত একবার অনুগ্রহ করিয়া লেখনি ধারণ করুন।

তৃতীয় উপাখ্যান।

আবদুল-কাদের-গিলানী নামক এক সাধুব্যক্তি মক্কা দেশের দেবালয়ের সম্মুখে পাষাণের উপর স্বীয় মস্তক রাখিয়া বলিতেছিলেন, হে জগদীশ্বর! পরিণামে আমার অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর। আর যদি আমাকে দণ্ড বিধান কর, তবে আমাকে নেত্রহীন কর। আমি ধার্ম্মিকের সাক্ষাতে লজ্জিত হইতে পারিব না। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া অতি মৃদুস্বরে আপনাকে প্রতিদিন প্রাতে স্তুতিবাদ করি। যেমন গাত্রোত্থান করি, আমি

উচ্চৈস্বরে বলি, হে ভগবন্! আমি তোমাকে কখন বিস্মৃত হইব না, আমার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর।

চতুর্থ উপাখ্যান।

এক পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তির আলয়ে একজন তস্কর প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে অনুসন্ধানের দ্বারা গৃহ মধ্যে কিছু না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল, ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তস্করের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তস্কর তাঁহার গৃহ হইতে নৈরাশ হইয়া না যায়, এই নিমিত্ত একখানি কম্বল যাহাতে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন সেই খানি ঐ পথে রাখিলেন, যে পথ দিয়া তস্কর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি শ্রবণ করিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক হন, তাঁহারা শত্রুর অন্তঃকরণেও দুঃখ দেন না। অতএব বলিতেছি, তুমি যদি স্বীয় মৈত্রের সহিত সর্ব্বদা কলহ এবং বিবাদ কর, তবে কি প্রকারে ধার্ম্মিকের গৌরব উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ধার্ম্মিকের স্নেহ সম্মুখে যে প্রকার, অন্তরেও সেই প্রকার। যথার্থ ধার্ম্মিকের স্বভাব ঐ সকল ব্যক্তিদিগের ন্যায় নহে, যাহারা সম্মুখে তোমার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অসাক্ষাতে নিন্দা করে। তুমি যখন উপস্থিত থাক তাহারা মেষ শাবকের ন্যায় নম্র থাকে, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমার নিন্দা করে এবং নরশোণিত পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় হয়। যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাতে প্রতিবাসির নিন্দা করে, তুমি নিশ্চয় জানিও সে ব্যক্তি তোমার অপযশ অপরের নিকট অবশ্যই করিবে।

পঞ্চম উপাখ্যান।

কতকগুলি পথিক একত্রে দেশপর্য্যটন করিয়া বেড়াইত, তাহারা যত্ন ও শান্তনা পরস্পরেই করিত। তাহাদিগের সহবাসী হইতে আমি ইচ্ছা

করিলাম, কিন্তু তাহারা সম্মত হইল না। আমি কহিলাম যে, ধার্ম্মিক-গণের পরোপকার রূপ রীত্যনুসারে দরিদ্রের প্রতি দয়া না করায় অথবা আশ্রয় না দেওয়ায় অন্যায় হয়। আমি আপনাদের নিকট অতিশয় যত্নের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিব, যদিও আমি কোন পশুতে আরোহণ করি নাই, তথাচ বোঝা বহনে প্রার্থনা করিলাম। তখন ঐ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন যে, তুমি আমাদের কথা শুনিয়া অসুখি হইবে না, কারণ দীর্ঘকাল গত হয় নাই একজন তস্কর সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া আমাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গি হইয়াছিল। এক ব্যক্তি কি প্রকারে জানিতে পারিবেন যে, অপর ব্যক্তির বস্ত্রের মধ্যে কি আছে? আর দেখ, পত্রের লেখক, পত্রের মর্ম্ম জানেন, অপরে জানিতে পারে না, এক্ষণে আপনার নিকট এক ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বত্রেই সমাদর প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের সাধুতার বিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না। সুতরাং ঐ কপট সন্ন্যাসীকে দলভুক্ত করা গেল। সন্ন্যাসী, পরিচ্ছদের বাহ্যিক-ধর্ম্মেতে লোকের নিকট মান্য হন। অতএব যে কোন পরিচ্ছদ পরিধান করনা কেন, উত্তম কার্য্য করিও, তুমি মস্তকোপরি মুকুট পর, অথবা স্কন্ধোপরি পতাকা বহন কর, ইহাতে কোন হানি নাই। কারণ অপকৃষ্ট পরিচ্ছদে তোমাকে লোকে জাহেদ অর্থাৎ কপট সন্ন্যাসী বলিবে না। যথার্থ জ্ঞানী হইলে সাটিনের বস্ত্র পরিধান করিলেও ধর্ম্মসাধন হয়। পরিশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার ও ঐহিক সুখ পরিত্যাগ করিতে হইলে, কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই হইবে না। মনুষ্যত্ব যুদ্ধে প্রয়োজন, অতএব নপুংসক হইতে কি, ব্যবহার হইতে পারে? এক দিবস আমরা সকলে সায়ংকাল পর্য্যন্ত নানাস্থান ভ্রমণ করিলাম এবং নিশাকালে একটী দুর্গের সন্নিকটে সয়ন করিলাম, তখন ঐ নির্দ্দয় তস্কর, ঈশ্বর আরাধনার ছলনা করিয়া, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একব্যক্তির জলপাত্রটি লইয়া পলায়ন করিল এবং ইহার পর অপরের দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে গমন করিল।

এক্ষণে এই তস্করের বিষয় বিবেচনা কর যে," ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় কার্য্য করিল, নিষ্ঠুর তস্কর সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টির বাহির হইবা-মাত্রই এক সিঁড়ি আরোহণের দ্বারা এক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং

এক সিন্দুক অলঙ্কার অপহরণ করিয়া ঐ ক্রুর হতভাগ্য অনেকদূর পলায়ন করিল। কিন্তু প্রাতঃকালে আমাদের সকলকে ধৃত করিয়া ঐ দুর্গের মধ্যে লইয়া গেল এবং কারাবদ্ধ করিল। সেই দিবস অবধি আমরা সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অস্মদীয় সম্প্রদায় আর বৃদ্ধি করিব না এবং সেই অবধি আমরা সকলে যথার্থ পথে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছি, আর কাহাকেও সঙ্গী করি নাই। কারণ নির্জ্জনে সুস্থিরতা থাকে। আর দেখ, যখন কোন জাতির মধ্যে একব্যক্তি নির্ব্বোধের কার্য্য করে, তখন মহৎ এবং নীচের প্রভেদ থাকে না, অর্থাৎ সকলকেই অবমানিত হইতে হয়। তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, পালের মধ্যে যদি একটী বৃষ দুর্দ্দান্ত হয়, ঐ গ্রামের নিখিল বৃষ অপযশ প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি উত্তর করিলাম, জগদীশ্বরের আদি মহিমার এবং গৌরবের নিমিত্ত তাহাকে ধন্যবাদ দিই, কারণ ধার্ম্মিকের দ্বারা যে উপকার হয় তাহাতে আমি নৈরাশ নহি, কারণ যদিও আমি তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক, তথাচ উল্লিখিত ইতিহাস দ্বারা আমার জ্ঞানের উৎপত্তি হইল। কারণ আমার ন্যায় ব্যক্তিদিগের জীবনাবধি ইতিহাস দ্বারা উপকার হইত এবং এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি একব্যক্তি একটী অন্যায় কার্য্য করেন, তবে সে দলভুক্ত যত মহৎ এবং জ্ঞানিব্যক্তি থাকেন, তাঁহারা সকলেই মহা দুঃখিত হন। তাহার উদাহরণ এই যে, যদি তুমি একটি বৃহৎ জলাধার গোলাপজলে পরিপূর্ণ কর, আর তাহাতে একটী কুকুর পতিত হয়, তদ্দ্বারা ঐ সমুদয় জল অপবিত্র হইয়া যায়।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

কোন এক ভূপতি একজন জাহেদ অর্থাৎ কপটসন্ন্যাসীকে এক ভোজে আহ্বান করিয়াছিল। যৎকালীন তিনি মেজের নিকট আহার করিতে বসিলেন, স্বাভাবিক যেরূপ আহার করিতেন তাহা অপেক্ষা অতি সামান্য

আহার করিলেন, কিন্তু যখন ঈশ্বর আরাধনার সময় উপস্থিত হইল, তখন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কারণ লোকে তাহাকে ধার্ম্মিক অনুমান করিবে। ওহে আরব দেশীয় কপট সন্ন্যাসী! আমি ভয় করি যে, তুমি কাবা তীর্থস্থানে পৌছিতে পারিবে না। কারণ তুমি যে পথে গমন করিতেছ, ইহা তুরস্কদেশ যাইবার পথ। সে যাহা হউক যখন তিনি আপনার গৃহে পৌছিলেন, তখন পুনর্ব্বার আহার করিবার নিমিত্ত মেজ বিস্তার করিতে অনুমতি দিলেন, তাঁহার তনয় অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি ভূপালের ভোজে কেন উদর পুরিয়া আহার করিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন কোন অভীষ্ট সিদ্ধার্থে রাজার সাক্ষাতে কিছুই আহার করি নাই। ঐ তনয় উত্তর করিল তবে আপনি ঈশ্বর আরাধনা পুনর্ব্বার আরম্ভ করুন, তাহাতে আপনার যাহা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। কারণ যাহাতে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, এমত কার্য্য ত কিছুই করা হয় নাই।

ওরে দাম্ভিক হতভাগ্য! তুই ধর্ম্মকে করতলে রাখিতেছিস্ এবং পাপকে লুকাইতেছিস, তুই কি এমত আশা করিস্ যে দুঃখের সময় তোর অপকৃষ্ট লোক দ্বারা কিছু ক্রয় করিতে পারিবি?

সপ্তম উপাখ্যান।

আমার স্মরণ আছে যে বাল্যাবস্থায় আমার ধর্ম্মবিষয়ে বড় মতি ছিল। নিশাকালে গাত্রোত্থান করিয়া উপবাসের এবং অর্চ্চনার কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করণে বড় চেষ্টিত থাকিতাম। এক দিবস আমার পিতার সাক্ষাতে বসিয়াছিলাম, সমস্ত নিশা একবারও নিদ্রা যাই নাই, ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ কোরাণ গ্রন্থখানি আমার ক্রোড়ে ছিল, কিন্তু আমাদের চতুর্দ্দিকে অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিল। আমি আমার জনককে কহিলাম, ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত একজনও মস্তক উত্তোলন করিল না, কিন্তু সকলে এমনি নিদ্রায় অভিভূত

হইয়া রহিয়াছেন যে, আপনি তাহাদিগকে মৃত বলিতে পারেন। আমার পিতা উত্তর করিলেন, বৎস্য মানবজাতির এরূপ দোষানুসন্ধান করা অপেক্ষা তুমিও যদি নিদ্রা যাইতে, তাহা হইলে তোমার পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন; কারণ, অহঙ্কারী ব্যক্তির নয়নাগ্রে অহঙ্কারের একটী আচ্ছাদন থাকে, সুতরাং সে আপনি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি করিতে পারে না, যদি তুমি ঈশ্বর সাধনের উপযুক্ত নয়ন প্রাপ্ত হইতে, তবে কাহাকেও আপনাপেক্ষা হীন জ্ঞান করিতে না।

অষ্টম উপাখ্যান।

একটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেকেই এক ধার্ম্মিক মনুষ্যকে প্রশংসা করিতেছিল এবং তাঁহার পুণ্যকার্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতেছিল। ইহাতে ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি মস্তক তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যাহা, তাহা আমি স্বয়ংই জ্ঞাত আছি। কিন্তু যৎকালীন তোমরা আমার সকল কার্য্যের প্রশংসা করিতেছ, ইহাতে কেবল আমার বাহ্যিক গুণের বিচার হইবে। আমার গোপনীয় কার্য্যের বিষয় অজ্ঞাত আছ। মানবজাতির নয়নে আমার বাহ্যিক কর্ম্ম সকল উত্তম হয় বটে, কিন্তু আমার গোপনীয় কার্য্যের অধমতা প্রকাশ পাইলে আমি লজ্জায় নতশির হইব। মনুষ্য ময়ূরের সুন্দর পাখা দৃষ্টি করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করে, কিন্তু উহার কদাকার চরণ দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া থাকে।

নবম উপাখ্যান।

লাইবেনস পর্ব্বতের সাধুলোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আরবদেশ পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম এবং সকল অদ্ভুত কার্য্যের দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দামাস্ক নগরের প্রধান দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় একটী কূপের ধারে

গাত্র পরিষ্কারার্থে গমন করিলেন। তাঁহার চরণ অকস্মাৎ স্খলিত হইয়া কূপ মধ্যে পতিত হইলেন এবং অনেক কষ্টভোগ করিয়া কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, যখন ঈশ্বরারাধনা সমাপ্ত হইল, তখন সঙ্গিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন, (আমার একটী সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন আছে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। অনেক দিবস গত হইল, আমার স্মরণ হইতেছে যে, আপনি আফ্রিকা দেশে সমুদ্রের উপরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার চরণে বারিস্পর্শ হয় নাই, অদ্য এই সামান্য কূপের জলে পতিত হইয়া প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তথাচ এ জল এক মনুষ্য পরিমাণের গভীর নহে, ইহার কারণ কি?) সন্ন্যাসী ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নতশির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অনেকক্ষণ নিস্তব্ধের পর উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—তুমি কি শ্রবণ কর নাই? যে এজগতে যুবরাজ মহম্মদ মস্তফা (তাঁহার প্রতি জগদীশ্বরের কৃপা হউক) বলিয়াছিলেন, যে সময়ে ভগবান আমাকে এমন ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন, সেরূপ ক্ষমতা কোন স্বর্গীয় দূতকে কিম্বা কোন ভাবিবক্তাকে দান করেন নাই, তথাচ তাহারা তাঁহা হইতে প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি এমত দান করেন না যাহা সর্ব্বদাই ঘটিবে। কখন আবার এরূপ হইয়াছে যে, স্বর্গীয় দূত গেব্রিএল ও মাইকেলকে ক্ষমতা দান করেন নাই, কিন্তু আবার হাফ্‌জেকে এবং জিনাব্‌কেও দান করিয়াছেন। সে যাহা হউক, দৈববাণীর উপর ধার্ম্মিকের মন সর্ব্বদা নির্ভর করে ইহা কখন প্রকাশ পায়, কখন গোপন থাকে। তোমার স্বীয় অবয়ব প্রকাশ পাইতেছে, আবার আবৃত হইতেছে। তোমার সদ্গুণের দ্বারা দেদীপ্যমান হয় এবং আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়। আবার যখন আমি তোমাকে বুদ্ধিহীন দেখি, আমার এমত দুঃখ উপস্থিত হয় যে, আমি স্বীয় গমনের পথ বিস্মৃত হইয়া যাই। ইহাতে মন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হয়। আবার যেন বারিবর্ষণ দ্বারা নির্ব্বাণ হয়,—অতএব এই জন্যই তুমি আমাকে কখন তেজোময় অগ্নি শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত দেখ। কখন বা তরঙ্গে অবগাহিত দেখিতে পাও।

দশম উপাখ্যান।

যখন ইয়াকুব তাঁহার প্রিয়পুত্র ইউসফ্‌কে হারাইয়াছিলেন, কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন হে ইয়াকুব! তুমি অতি বিখ্যাত বংশীয় জ্ঞানী বৃদ্ধ, তুমি স্বীয় পুত্রের বসন, মিসর নগর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলে, তবে কি প্রকারে কেনান নগরের কূপের মধ্য হইতে পুত্রটীকে বাহির করিতে অসক্ত হইলে; ইহাতে ইয়াকুব উত্তর করিল, আমাদের অবস্থা তেজঃময় বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণমাত্র আভা প্রকাশ পায় ও তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়। কখন আমরা চতুর্থ স্বর্গের উপরিভাগে উপবেশন করি, আবার কোন সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের চরণের পশ্চাৎ দিক দৃষ্টি করিতে অক্ষম হই। তাহার প্রমাণ দেখ, যদি সন্ন্যাসীরা এক অবস্থায় থাকে, তবে তাঁহারা উভয় জগতের অভিলাষে বাঞ্ছিত হয়।

একাদশ উপাখ্যান।

বালবাক নগরের প্রসিদ্ধ দেবালয় মধ্যে আমি এক সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি হিতোপদেশ বাক্য পুনঃ পুনঃ কহিতে ছিলাম। উহাদিগের অন্তঃকরণে প্রফুল্লতা না থাকায় উহারা অদৃশ্য জগতের রীতি সকল বুঝিতে অপারক হইল। বুঝিলাম যে, আমি যাহা কহিতেছি তাহাতে উহাদিগের কোন ফল দর্শিবে না। কেননা আমার ধর্ম্মহুতাশনরূপ বাক্যে উহাদিগের অন্তঃকরণ স্বরূপ তেজঃময় কাননকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। ঐ অবোধ দিগের বোধগম্য না হওয়ায়, আমার পক্ষে অন্ধের পথাগ্রে দর্পণ ধারণ করা হইল, তথাচ আমার উপদেশ দ্বার সতত অবারিত রহিল। আর ধর্ম্মপুস্তক কোরান গ্রন্থের মধ্যে "আমি বন্ধুর গলদেশ অপেক্ষা সন্নিকটে আছি" এই যে কবিতার ব্যাখাতে কথার শ্রেণীবদ্ধ ছিল। কিন্তু কথাবার্ত্তা এত দীর্ঘকাল চলিয়াছিল যে, আমি ভ্রম ক্রমে এক বন্ধুকে বলিলাম যে, ইহা অতি আশ্চর্য্য, আমি তাহা হইতে অধিক অন্তরে আছি। কি চমৎকার! যাঁহাকে আমি স্বয়ং অন্বেষণ করিতেছি তিনি আমার বাহু মধ্যে আছেন, তথাচ আমি তাহা হইতে অন্তর হইতেছি, বন্ধুগণের বাক্য সুধাপানে উন্মত্ত হইয়াছি এবং ঐ সুধাপানের

পরিত্যক্ত অংশ, এখন পর্য্যন্ত আমার হস্তে আছে। এমত সময়ে এক পথিক ঐ সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া গমন করিতে ছিল। আমার বক্তৃতার দ্বারা তিনি এত অধিক উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ঐ নির্ব্বোধ লোকেরা উল্লাসে উন্মত্ত প্রায় হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন আমি বলিলাম, হে ভগবন্! যে সকল লোকে তোমাকে জানেনা, তাহারা তোমার নিকটে থাকিয়াও অজ্ঞানের ন্যায় তোমাকে অন্তর বোধ করে। যখন কোন শ্রোতা, বক্তার কথা বার্ত্তা বুঝিতে না পারে, বক্তার জ্ঞানের ফল পাইবার আশা করিতে পারে না। এই হেতু বলিতেছি, হে মানবগণ! অগ্রে বাসনাক্ষেত্র বিস্তার কর, যেন বক্তার সদ্বাক্যরূপ গোলা তাহাতে আঘাত করিতে পারে।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

মক্কা দেশের অবণ্য মধ্যে এক রাত্রে নিদ্রার অভাব প্রযুক্ত আমি একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম। আমার উত্থানশক্তি রহিত হইল, আমি স্বীয় মস্তক মৃত্তিকার উপর রাখিলাম এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম যথায় হৃষ্ট-পুষ্ট ব্যক্তি কৃষ হয় এবং কৃষ ব্যক্তি পরিশ্রম করিলে মরিয়া যায়, সে স্থলে এ উষ্ট্রের সারথি কতদূর পর্য্যন্ত গমন করিবে, যখন উহার উষ্ট্র বোঝা বহনে দুর্ব্বল হইবে, তখন উহাকে থাকিতে হইবে। এই জন্য উহাকে সতর্ক করিলাম যে, আমি নিদ্রা যাই, কেহ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। ইহাতে ঐ সারথি উত্তর করিল, হে ভ্রাত! মক্কা নগর সম্মুখে আছে এবং দস্যুগণ পশ্চাতে আছে, অতএব দ্রুত গমনের দ্বারা নিরাপদ হও, যদি তুমি এই স্থানে নিদ্রা যাও, তাহা হইলে প্রাণে মারা যাইবে। শিবির সৈন্য যুদ্ধ যাত্রা করিবার রাত্রে কানন মধ্যে, পথোপরি, অথবা বৃক্ষতলে নিদ্রায় আনন্দের উদয় হয়, কিন্তু অপর সময়ে এরূপ করিলে প্রাণে মারা যাইতে হয়।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

সমুদ্রের তীরে আমি একটী ধার্ম্মিক লোককে দেখিলাম। তিনি এক ব্যাঘ্র কর্তৃক এমনি আঘাৎ পাইয়াছিলেন যে, কোন ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হইতে পারিলেন না। এই শোচনীয় অবস্থাতে তিনি দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন এবং "ঈশ্বরই ধন্য" এই বলিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আমি পাপ ভোগ করিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছি। জগৎপিতার যথেষ্ট প্রশংসা করি, যদি প্রভু দয়া করিয়া আমাকে হত্যা স্থানে নিয়োজিত করেন, তবে লোকে বলিয়া অপবাদ দিতে পারিবে না। আমার জীবন নষ্ট হইবে বলিয়া ভীত হইয়াছি, হে প্রভু দয়াময়! তোমার ভৃত্য, কি অপরাধ করিয়াছে, আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার কি অপরাধের নিমিত্ত তুমি বিরক্ত হইয়াছ? এই চিন্তা আমার দুঃখের প্রধান কারণ হইতেছে।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

এক উদাসীন, বন্ধুর আলয় হইতে অতি গোপনে একখানি কম্বল অপহরণ করিয়া পলাইতে ছিল, কিন্তু তথাকার নিশাচরের দ্বারা ধৃত হইয়া সেই স্থানের বিচার পতির বিচারালয়ে আনীত হইল, ঐ বিচারপতি উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিতে দণ্ডাজ্ঞা করিলেন। তখন ঐ কম্বলের অধিপতি, বন্ধুর এরূপ বিপদ দেখিয়া, ঐ বিচারপতির নিকট আবেদন করিলেন যে, তিনি তস্করকে ক্ষমা করিলেন। ইহাতে ঐ বিচারপতি উত্তর করিলেন যে, তিনি উহার ব্যবস্থামত দণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইহাতে কম্বলের অধিপতি পুনরায় বলিলেন, হে বিচারপতি! আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম অভিপ্রায়ে কোন বস্তু উৎসর্গ করিয়া অপহরণ করে, তাহার অঙ্গচ্ছেদনের দণ্ড হইতে পারে না, কারণ ভিক্ষুক কাহার অধিকারী নহে, কিন্তু দুঃখ হেতু সমর্পিত হইলে

যৎকিঞ্চিত প্রাপ্ত হয়। কবল অধিকারীর এতাদৃশ প্রমাণ শ্রবণ করিয়া বিচারপতি তস্করকে মুক্তি দিলেন এবং উহাকে বলিলেন, এ সংসারের কি অদ্ভুত কার্য্য, তোমার এমন যে বন্ধু, তাহার দ্রব্য কি অপহরণ করিতে আছে। ঐ তস্কর উত্তর করিল, হে বিচারপতি! আপনি কি জ্ঞানিদের উপদেশ শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা উপদেশ দেন যে, বন্ধুর আলয় হইতে সমস্ত লইয়া আইস, কিন্তু বিপক্ষের দ্বারেও করাঘাত করিও না। আর যখন তুমি দুঃখে পতিত হইবে, তাহাতে নৈরাশ হইও না, শত্রুর গাত্রচর্ম্ম তুলিবে এবং বন্ধুর পরিধেয় বস্ত্র লইবে।

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

কোন এক মহীপাল এক ধার্ম্মিক যোগীকে বলিলেন, হে সাধু! আপনি কি আমার বিষয় কখন চিন্তা করিয়া থাকেন। ঐ যোগী উত্তর করিলেন, হাঁ মহারাজ, ঐ সময়ে আপনকার বিষয় চিন্তা করি, যখন আমি জগৎ পিতাকে বিস্মরণ হই; কারণ যিনি জগৎ চিন্তামণি, তাঁর নিকট হইতে যাহাকে দূর করেন, সে ব্যক্তি সকল স্থান হইতে পলায়ন করে, কিন্তু ভগবান যাহাকে আহ্বান করেন, তাহাকে কাহারও দ্বার হইতে পলাইতে হয় না।

ষোড়শ উপাখ্যান।

কোন এক ধার্ম্মিক লোক স্বপ্নে দর্শন করিলেন যে, এক ভূপাল স্বর্গে আছেন এবং এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি নরকে বাস করিতেছেন। তিনি জ্ঞানী লোক দিগের নিকট প্রশ্ন করিলেন ইহার কারণ কি? এক ব্যক্তির এত উন্নতি এবং অপর ব্যক্তির এত অবনতি। এইরূপ বিপরীত ঘটনা সর্ব্বদাই

ঘটিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? ইহাতে জ্ঞানীরা কহিলেন, যে ঐ ভুপাল ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে স্নেহ করায় তিনি স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ভূপালদিগের সহিত সহবাস করায় নরকে গমন করিয়াছেন, অঙ্গরাগ, মালা এবং তালি দেওয়া বস্ত্রেতে কি হইতে পারে. অতএব বলিতেছি, কুকার্য্য হইতে মুক্ত হইলে পত্রের টুপিও প্রয়োজন হয় না। যদি তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে তাতার দেশীয় রাজ মুকুট পরিধান করিলেও ক্ষতি নাই।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

এক পথিক কফেদেশ হইতে আসিয়া পৌছিলেন। তাহার শিরোপরি কোন আচ্ছাদন অথবা পদেও চর্ম্ম পাদুকা ছিল না। তিনি মক্কার নিকটে তীর্থযাত্রিদিগের সহিত সহবাসী হইলেন এবং আহ্লাদপূর্ব্বক কথা কহিতে কহিতে গমন করিতে ছিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি উষ্ট্র আরোহণ করি নাই, এবং গবজাতীয় অশ্বের ন্যায় বোঝাও বহন করি নাই, আমি রাজার ভৃত্য নহি এবং কোন প্রজারও অধিপতি নহি, ভূতকালে কি বর্ত্তমানকালে কাহারও সহিত সম্পর্ক কখন রাখি না, আমি স্বাধীনতায় কালযাপন করিয়া থাকি এবং সুখে জীবন যাপন করি।

ইহা শ্রবণে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, হে সাধু! আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? প্রত্যাগমন করুন, নচেৎ এ অরণ্য মধ্যে প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সন্ন্যাসী তাহার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া ভ্রমণার্থে নিবীড় কাননে প্রবেশ করিলেন। যখন আমরা "নকলি মহম্মদ" নামক স্থানে পৌছিলাম, তখন ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির দুঃখের যন্ত্রণা শেষ হইল, অর্থাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন সাধুব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির শয্যার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, আমি নানা প্রকার কষ্টভোগ করিয়াও এপর্য্যন্ত বিনষ্ট হই নাই; কিন্তু আপনার উষ্ট্র আরোহণ করিয়া মৃত্যু হইল। অতএব জগতের এই রীতি। এক ব্যক্তি সমস্ত নিশা,

এক পীড়িত ব্যক্তির নিকট উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিয়া প্রাতঃকালে তাঁহার মৃত্যু হইল, কিন্তু পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলেন। আরও দেখ দ্রুতগামী বলবান্ অশ্বগণ মরিয়া যায়, কিন্তু একটী খঞ্জ গর্দ্দভ জীবিত থাকিয়া ভ্রমণ শেষ করে। সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে যে, অনেক নিরোগী বলবান্ ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়, কিন্তু অনেক পীড়িত ব্যক্তিও আরোগ্য হইয়া থাকেন। অতএব এ জগতে মৃত্যুই অনিশ্চিত।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

কোন এক মহীপাল, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ সাধু ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন যে, আমি কোন ঔষধ সেবন করিয়া দেহ কৃশ করি, তাহা হইলে ভূপাল আমাকে মহৎ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট সমাদর করিবেন। কিন্তু ঐ সাধু ব্যক্তির ভাগ্যে এমন ঘটনা হইল যে, তিনি সাংঘাতিক কালকূট পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

যে ব্যক্তি স্বতেজ পেস্তার ন্যায় দেহ করিয়া প্রকাশ হইতে চাহে, নিশ্চয় জানিও যে, তাহার অন্তঃকরণ পলাণ্ডুর ন্যায় হইয়া থাকে। অতএব ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ যাঁহারা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা মক্কাতীর্থ পশ্চাত রাখিয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের যথার্থ ভক্ত, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।

ঊনবিংশ উপাখ্যান।

গ্রীক দেশের মধ্যে কতকগুলি দস্যু একদল সওদাগরকে আক্রমণ করিল। এবং উহাদিগের অসংখ্য সম্পত্তি লুঠ করিল। ঐ বণিকেরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভগবানেরও তাঁহার ভক্তগণের নাম উল্লেখ দিব্য করিয়া উহাদিগকে অতিশয় মিনতি করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। কারণ, যখন নির্দ্দয় দস্যুগণ জয়ী হইল, তখন ঐ বণিকদিগের রোদন কেনই তাহারা শ্রবণ করিবে। কিন্তু ঐ সময়ে "লোকমান নামে" এক পণ্ডিত ঐ বণিকদিগের মধ্যে ছিলেন। জনৈক বণিক উহাঁকে বলিলেন যে, হে সুধিবর! আপনি এই দস্যুদিগকে এখন জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে উহারা কিঞ্চিৎ দ্রব্যাদি আমাদিগকে প্রত্যার্পণ করে। কারণ, আমাদিগের এত অধিক অর্থ নাশ হওয়ায় বড়ই দুঃখ হইতেছে। বণিকগণের এইরূপ মিনতি ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই পণ্ডিতবর "লোকমান" উত্তর করিলেন, হে বণিকগণ! দস্যুদিগকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা নিষ্ফল হইবে। তাহার কারণ; যখন লৌহ, মরিচায় নষ্ট হয়, তখন কেহই ঐ অসার লোহকে পরিষ্কারের দ্বারা সংশোধিত করিতে সমর্থ হন না। অতএব এমত ভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি হিতোপদেশ বিফল। পাষাণে কি কখন লৌহ সলাকা প্রবেশ করিতে পারে? অতএব আমি তোমাদের এই উপদেশ দিতেছি যে, তোমাদিগের সৌভাগ্যের সময়ে যাহারা দুঃখে পতিত হইবে, তাহাদিগকে সাহায্য করিও, কারণ দরিদ্রদিগকে সহায়তা করিলে ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়. আর যখন কোন ভিক্ষুক তোমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিবে, তোমরা তাহাকে সাহায্য করিও, নতুবা অহিতাচারি ব্যক্তিরা তোমাদিগের সমস্ত অপহরণ করিবে।

বিংশ উপাখ্যান।

আমার আত্মীয় সেখ সমসউদ্দিন আবনসার-বেন জৌজি, সঙ্গীত সভা পরিত্যাগ করিতে আমাকে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন এবং দিবানিশি আমাকে সঙ্গীত আলাপে ক্ষান্ত থাকিতে কহিতেন, কিন্তু আমি যুবা পুরুষ, অতএব যৌবনোচিত বয়োদোষে নদী প্রবাহের ন্যায় সঙ্গীত প্রবাহে ভাসিয়া গেলাম। এই বলবতী ইচ্ছা কোন প্রকারে দমন করিতে পারিলাম না। সঙ্গীতের আমোদে আমাকে এত অধিক উৎসাহিত করিল যে, অবশেষে এক সঙ্গীত সভার সভ্য হইলাম। কিন্তু যখন আমার ঐ বন্ধুর উপ-

দেশ সকল আমার স্মরণ হইত, তখন আমি আমোদে এরূপ বিহ্বল হইয়া বলিতাম যে, অপরের সদুপোদেশের কথা কি বলিব, দেশের প্রধান বিচারপতি কাজী যদি আমাদিগের দলভুক্ত হইতেন, তিনিও একত্রে আমোদে করতালি দিতেন। আর জ্ঞানী মাহাতাপ যদি এ সভায় সুরাপান করিতেন, তিনিও এ আমোদে অপর উন্মত্ত মদ্যপায়ীকে ক্ষমা করিতেন।

সে যাহা হউক, কিছু দিনান্তরে এক রাত্রে আমি এক সঙ্গীত সভায় প্রবেশ করিলাম। ঐ সভার মধ্যে এমত এক গায়ক ছিল যে, তাঁহার সারেংঙ্গের শব্দে শ্রোতাবর্গেই অসন্তুষ্ট হইত। তাঁহার গলার স্বর এমত ভয়ঙ্কর যে, তিনি যখন সঙ্গীতালাপ করিতেন, শ্রোতামাত্রেই অনুভব করিত, যেন কোন পিতৃ বিয়োগী রোদন করিতেছে, কখন কখন ঐ কর্কশ স্বর শ্রবণে শ্রোতারা স্বীয় স্বীয় কর্ণকুহরে করাঙ্গুলি দিয়া ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ নিবারণ করিতেন। আবার কখন কখন আপন আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া নিস্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিতেন, কারণ সুমধুর শব্দ শ্রবণে লোকের অন্তঃকরণ মোহিত হয়, কিন্তু এ গায়ক নিরব হইলেই সুমধুর বোধ হইত। তখন কেহ কেহ বলিত, হে গায়ক! আপনার গমন অথবা পতন ব্যতিত কেহই সুখি হইবেন না। তৎপরে যখন ঐ গায়ক বীণা বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমনি বিরক্ত হইলাম যে, আমি ঐ গৃহপতিকে বলিলাম, আমার কর্ণকুহরে পারদ প্রবেশ করাইয়া দিন, যেন আমি ইহাঁর সঙ্গীত আর শ্রবণ করিতে না পারি, অথবা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করুন, আমি পলায়ন করি, কিন্তু ঐ সভার সভ্যগণেরা আমাকে কোন প্রকারে ছাড়িলেন না, সুতরাং বন্ধুগণের বিশেষ অনুরোধে তথায় অবস্থিতি করিলাম এবং অতি কষ্টে ঐ নিশা গত করিলাম, যদবধি প্রাতঃকাল না হইল। ঐ নিশায় দেবালয়ে ঈশ্বরারাধনার সংবাদদাতার স্বরও শ্রবণ করিলাম না। সুতরাং জানিতে ও পারিলাম না যে, রাত্রি কত হইয়াছিল, ঐ রাত্রের দৈর্ঘতা আমার নয়নপল্লব হইতে প্রকাশ হইতেছিল, যাহা একবারও নয়ন মুদীত হয় নাই, ইহাতে অনুমান করিলাম যে, অদ্য নিশাতে কেবল যন্ত্রণা রাশি ভোগ করিলাম।

তদনন্তর যখন রজনী প্রভাত হইল, প্রাতঃকালে গায়ককে পুরস্কার দিবার

সময় উপস্থিত হইল, আমি তখন উপঢৌকন দিবার রীত্যনুসারে মস্তক হইতে আপনার পাগড়ী ও গাত্র হইতে স্বীয় পরিচ্ছদ লইয়া ঐ গায়ককে দিবার জন্য বন্ধুদিগের নিকট দিলাম এবং গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং উহাঁকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু বন্ধুগণ গায়কের প্রতি আমার এরূপ ব্যাবহার দেখিয়া আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া অপবাদ দিলেন এবং আমাকে যথেষ্ট বিদ্রুপ করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বন্ধু আমাকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া বলিলেন হে বন্ধু! যে গায়কের সঙ্গীতালাপে দেহ লোমাঞ্চ হয় এবং যাঁহার স্বর শুনিয়া পক্ষিগণ পলায়ন করে, যে গায়ক একবার যে গৃহে সঙ্গীতালাপ করে, পুনঃরায় সে গৃহে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এবং যাঁহার সঙ্গীতালাপে এক কপর্দ্দক ও উপার্জ্জন হয় না, এমন যে অপকৃষ্ট গায়ক, তাঁহাকে এরূপ উপঢৌকন দেওয়া জ্ঞানী-লোকের কার্য্য নহে।

আমি বলিলাম, আপনাদিগের মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিতে ক্ষান্ত থাকা র্ত্ত,কব্য কারণ আমার অভিপ্রায়ে বোধ হইতেছে যে, গায়কের অদ্ভুত গুণ আছে। বন্ধু বলিলেন, যদি উহাঁর অদ্ভুত গুণ থাকে, তাহা প্রকাশ কর। তাহা হইলে তোমার সম্মতিতে সম্মত হইব এবং উহাঁকে যে সকল ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছি তাহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিব. আমি বলিলাম. হে বন্ধু! শ্রবণ কর, বন্ধু আমাকে পুঃন পুনঃ নিষেধ করিতেন এবং অনেক হিতোপদেশ দিতেন যে, আমি কখন সঙ্গীত কারকদিগের দল ভুক্ত না হই, কিন্তু আমি তাহাতে কিছুই মনোযোগ দিতাম না। এবং তাঁহার নিষেধ ও শ্রবণ করিতাম না, এই হেতু বলিতেছি যে, অদ্য নিশায় গায়কের দ্বারা আমার অদৃষ্টে সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদয় হইয়া আমাকে উত্তমরূপ উপদেশ দিল যে, আমি একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর কখন সঙ্গীত সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিব না, এই হেতু বলিতেছি যে, এ গায়কের অদ্ভুত গুণ আছে। যদি এক সুমধুর স্বর অথবা সুরস তান, গলা হইতে নির্গত হয়, তাক্ষাতে বাদ্য যন্ত্রের মিলন হউক বা না হউক, তথাচ শ্রোতার অন্তঃকরণকে মোহিত করে, কিন্তু বিক্ষাত গায়ক যদি বাদ্য যন্ত্রের সহিত মিলিত করিয়া ঘৃণিত স্বর দির্গত করে, তাহা শ্রবণে শ্রোতারা বিরক্ত হয়।

একবিংশ উপাখ্যান।

পণ্ডিত "লোকমানকে" লোকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি কাহার নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন, সকল অসভ্য লোকদিগের রীতি হইতে; কারণ যে কিছু উহাদিগের মধ্যে অসভ্যতার কার্য্য নিরিক্ষণ করি, সেরূপ কার্য্য করিতে ক্ষান্ত থাকি, উহাদিগের অসভ্য কথায় একটীও ক্রীড়ার মধ্যে প্রসঙ্গ করিনা, কারণ ইহাতে কখন জ্ঞানীলোকে উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেনা, তাঁহাদিগের উত্তম কার্য্যই অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষা করি, কারণ শত অধ্যায় জ্ঞান শাস্ত্র, যদি এক মুর্খের নিকট পাঠ করা যায়, তাহাতে কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেননা মুর্খ লোকে জ্ঞানের কথাকে ক্রীড়ার বিষয় জ্ঞান করে।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি লোকে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির ইতিহাস বর্ণণ করিতেছিলেন। যে, তিনি এক রাত্রিতে পাঁচ সের পরিমানে খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করিয়া ছিলেন, এবং প্রাতঃকালের পূর্ব্বে ঈশ্বর আরাধনাতে ধর্ম্ম পুস্তক কোরান গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ রূপে অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি তিনি অর্দ্ধখানি রুটী আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেন, ইহাতে তিনি অধিক প্রশংসনীয় হইতেন, তাহাব প্রমান শ্রবণ কর, যদি তুমি অল্প আহারে উদরকে তৃপ্ত রাখ, তুমি দৈব কর্ম্ম করিতে পাবগ হইবে, কিন্তু যদি তুমি অধিক আহার কর, ইহাতে কর্ম্মে অপারগ এবং জ্ঞান হীন হইবে। অতএব অধিক আহার করা ভাল নহে।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান।

এক ব্যক্তি নানা প্রকাব দুষ্কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু দয়াবান থাকায় তাঁহার দয়ার দীপ তাঁহার পথে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়

দেদীপ্যমান ছিল, যদ্দারা তিনি ধার্ম্মিকগণের সভায় প্রবেশ করিলেন এবং তথায় ঐ ধার্ম্মিকগণের আশীর্ব্বাদের দ্বারা তাহার পূর্ব্বক্রিয়া সকল ধর্ম্মকর্ম্মে পরিবর্ত্তন হইল এবং তিনি সুখাভিলাষি অভিপ্রায় সকল ভোগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাহার চরিত্রের প্রতি পূর্ব্ব কুকর্ম্মের কথা চলিত হইতে লাগিল, তাহার পূর্ব্ব রীতি নীতি সকল স্মরণ হওয়ায় কেহ তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে বিশ্বাস করিল না।

এই হেতু বলিতেছি, হে ভ্রাতঃ। যদিও তুমি অনুতাপ করিয়া ভগবানের কোপ হইতে মুক্ত হও, মানবজাতীর কথায় পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ ব্যক্তি লোক নিন্দায় অতিশয় অত্যাচার সহ্য করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় অবস্থার বিষয়ে অনেক অনুরাগ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট বলিতে লাগিলেন। লোকেরা যেরূপ তোমাকে অনুমান করিবে, তাহা অপেক্ষা তুমি সুখ ভোগ করিবে। ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, আর পুনঃ পুনঃ তুমি কত বলিবে যে, আমি কি হতভাগা, দুস্বভাবিক এবং হিংস্রক, মনুষ্যেরা কেবল আমার দোষই অনুসন্ধান করিবে। যদি দুষ্ট লোকে তোমাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, অথবা যদি তাহারা তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে তোমার ভাল হওয়া উত্তম, যদি মানবজাতীরা তোমার মন্দ বিষয় বলে, কিন্তু মন্দ হওয়া অপেক্ষা তোমার ভাল হওয়া উচিত, কেননা অপর ব্যক্তি তোমাকে উত্তম অনুমান করিতে পারিবে।

অতএব আমার প্রতি অবলোকন কর, লোকেরা আমাকে মহৎ ব্যক্তি বলে, কিন্তু নিশ্চয় জানি যে, আমি তাহা কখনই নহি, কিন্তু লোকেরা আমার প্রতি যেরূপ অনুমান করে, আমি যদি সেই রূপ হই, তাহা হইলে যথার্থই জ্ঞানী হইতে পারি, আমি প্রতিবাসীর দৃষ্টি হইতে আমার গোপনীয় বিষয় ঢাকিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পারি না। কেননা আমার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কার্য্য সকল ভগবান জানেন। আমার সকল কর্য্যের দ্বারা মনুষ্যের নিকট এমত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে পারি যে, তাহারা আমার কুকার্য্য সকল কোন প্রকারে নিরীক্ষন করিতে পারে না, কিন্তু সে দ্বার রুদ্ধ করায় লভ্য কি আছে? যথায় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান সকলই দেখিতেছেন।

চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান।

কোন এক মান্যনীয় ব্যক্তির নিকট আমি খেদ করিয়া বলিলাম, এক ব্যক্তি আমাকে লম্পট বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দেয়, তিনি কহিলেন যে, তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, তাহা হইলে ঐ নিন্দুক ব্যক্তি অতিশয় লজ্জিত হইয়া আর অপবাদ দিবে না। কারণ তোমার, ধর্ম্মে মতি হইলে চরিত্রও উত্তম হইবে, সুতরাং তোমার অপবাদ দিতে নিন্দুকের সাধ্য হইবে না, দেখ যখন বীণা যন্ত্র বাজিতে থাকে, তখন বাদ্যকরের কর হইতে ইহা কেমন শাসনে থাকে।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান।

দামাস্ক নগরের এক ব্যক্তিকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, পূর্ব্বকালে সুফি জাতীদিগের অবস্থা কি প্রকার ছিল? তিনি উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে পূর্ব্বকালে ইহারা সভ্য মনুষ্য ছিল, প্রকাশ্য দরিদ্র, কিন্তু আন্তরিক মনের সুখে বাস করিত, পরন্তু এক্ষণে তাহারা প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু আন্তরিক অতিশয় অসুখে কালযাপন করে।

ইহার প্রমাণ এই, যখন তোমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা চঞ্চল হইবে, অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, তুমি কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হইবে না, ইহাতে তোমার ধন, পদ, অথবা দেশই থাকুক জগদীশ্বরের প্রতি অন্তঃকরণ স্থির না রাখিলে কোন প্রকারেই সুখী হইতে পারিবে না।

ষড়বিংশ উপাখ্যান।

আমার স্মরণ হইতেছে, একবার আমি কতকগুলি ব্যবসায়ীদিগের সমভিব্যাহারে সমস্ত নিশা ভ্রমণ করিয়া প্রাতঃকালে এক অরণ্যের ধারে নিদ্রা গিয়াছিলাম। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আমাদের সঙ্গি ছিল, ঘোরতর

চিৎকার করিতে লাগিল। আর এই অরন্য মধ্যে মহাশব্দ করিয়া বেড়াইতেছিল, এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করিল না, যখন দিবা প্রকাশ হইল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম হে বন্ধু! তুমি সমস্ত নিশা অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিলে কেন? তিনি উত্তর করিলেন যে, বৃক্ষ ও পর্ব্বতোপরি বিহঙ্গগণের রব, বারি মধ্যে ভেকের কলরব, এবং অরণ্য মধ্যে পশুদিগের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, যে তাহারা শোকাকুল হইয়া খেদ সূচক ধ্বনি করিতেছিল। এই শ্রবণ করিয়া আমি বিবেচনা করিলাম যে, মনুষ্য কর্তৃক কিছুই হয় নাই, কেবল আমারই অলস প্রযুক্ত যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগ নিদ্রাতেই হইয়াছিল, কেন না যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তুগণ জগদীশ্বরের অসীম মহিমার গুণ কীর্ত্তণ করিতেছিল, সে সময়ে আমি বৃথা নিদ্রায় কাল হরণ করিলাম, হায়! কি দুঃখের বিষয়, যাহা হউক গত নিশার প্রভাতে একটী পক্ষীর শোকাকুল স্বরে একেবারে আমার জ্ঞান, ধৈর্য্যতা, ক্ষমা এবং বুদ্ধি হরণ করিয়াছিল, আমি উন্মত্তের ন্যায় আক্ষেপোক্তি করিয়া চৈতন্য হারাইলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার এক সবল বন্ধু আমাকে বলিলেন, হে বন্ধু! আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম যে, একটী সামান্য বিহঙ্গমের ধ্বনিতে তোমাকে এরূপ জ্ঞান শূন্য করিল? আমি কহিলাম, হে বন্ধু! মানবজাতীর মন-বিহঙ্গম যে সময়ে ভগবানের গুণ কীর্ত্তণ করিবে, সে সময়ে নীরব থাকা উচিত নহে।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান।

একদা আমি কতক গুলি ধার্ম্মিক মনুষ্যের সমভিব্যাহারে হেজজ দেশে গমন করিয়াছিলাম। ঐ ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা আমার পরম হিতৈষী এবং সর্ব্বদাই আমার সঙ্গের সঙ্গি ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিষয়ক কাব্য সকল পাঠ করিতেন। দৈবাৎ এক জন আবেদ সন্ন্যাসীকে পাওয়া গেল, বোধ হইল যে, সন্ন্যাসী ধর্ম্ম সম্বন্ধিয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সে যাহা হউক, পরে আমরা "বিনি হ'লাল" নামক দেশের তাল বৃক্ষের কুঞ্জবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, একটী আরব জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ বালক তথায় উপস্থিত

আছে এবং এমনি তান মান রাগের সহিত গান করিতে লাগিল যে, পক্ষী দিগের শূন্য মার্গে উড্ডিয়মান হওয়া রহিত হইল এবং আমি আশ্চর্য্যের সহিত অবলোকন করিলাম যে, ঐ সন্ন্যাসীর উষ্ট্র নিত্য করিতে করিতে তাহার আরোহীকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অরণ্য মধ্যে গমন করিল। আমি তখন ঐ গায়ক কে বলিলাম, হে মহাশয়! তুমি কি এতই অরসিক যে, এই সঙ্গীতের দ্বারা কাননের সমস্ত অবোধ জন্তুকে মোহিত করিলে; কিন্তু স্বয়ং তুমি মোহিত হইলে না?

দেখ আরব দেশীয় সঙ্গীতের দ্বারা পশুগণও আনন্দে উল্লাসিত হইয়া থাকে, অতএব এ আনন্দের আস্বাদন তুমি পাইলে না? তবে বোধ হয় তুমি পশু অপেক্ষাও অধম, কেননা যে সঙ্গীতের দ্বারা উষ্ট্র আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, যদি সেই আনন্দ মনুষ্যের বোধগম্য না হয়, তবে সে ব্যক্তি নির্ব্বোধ গর্দ্দভের তুল্য; কারণ বায়ু যখন মাঠের উপরে বহণ হইতে থাকে, তদ্বারা সকল বৃক্ষের শাখা সল্লবাদি নত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কঠিন প্রস্তর কখন নত হয় না। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে যে, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সকলেই জগদীশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করিতেছে। কেবল যে বুলবুলি পক্ষীরা কুসুমোদ্যানে বসিয়া ভগবানের অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছে এমন নহে, প্রত্যেক উদ্ভিদেরও রসনা আছে, তদ্বারা তাহারাও ভগবানের গুণানুবাদ করিতেছে।

অষ্টবিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নরপাল যখন তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় এক খানি দানপত্র লিখিয়া গেলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিবস প্রাতে প্রথমে যে ব্যক্তি তাহার নগরের দ্বারে প্রবেশ করিবে তাঁহার অমাত্যগণে রাজমুকুট উহার মস্তকে দিয়া ঐ রাজধানীর রাজ কার্য্যের ভার উহার প্রতি সমর্পণ করিবেন, ইহাতে এই ঘটনা হইল যে, প্রথম ব্যক্তি যিনি ঐ নগরের দ্বারে প্রবেশ করিলেন, তিনি এক ভিক্ষুক, তিনি একাল পর্য্যন্ত কেবল ভিক্ষা করিয়া জীবন

ধারণ করিতেন এবং ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিতেন ঐ রাজ্যের মন্ত্রীসকল এবং বিচারালয়ের বিচারপতি সকল ঐক্য হইয়া ঐ মৃতরাজার দানপত্র অনুযায়িক ঐ ভিক্ষুককে মৃতরাজার ধনাগার এবং রাজধানী দান করিলেন। যে পর্য্যন্ত কতকগুলি রাজসভাসদ অবাধ্য না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত ঐ ভিক্ষুক উত্তম-রূপে রাজত্ব করিয়া আসিতে ছিল।

পরিশেষে নিকবর্ত্তী কতকগুলি রাজা, উহাঁর সহিত যুদ্ধার্থে ঐক্য হইয়া স্বীয় স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে উহার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি যে, এই যুদ্ধে ঐ ভিক্ষুক রাজার সৈন্য এবং প্রজা সকল অতিশয় গোলোযোগে পতিত হইয়া তিনি ঐ রাজত্বের কিয়দংশ হারাইলেন। এই ঘটনাতে ঐ ভিক্ষুকরাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিছুদিনান্তরে ঐ ভিক্ষুক রাজার একটী প্রাচীন বন্ধু, যিনি উহাঁর দুরবস্থার সময় সঙ্গী ছিলেন, নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ঐ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ঐ ভিক্ষুকের অতুল ঐশর্য্য অবলোকন করিয়া বলিলেন, জগদীশ্বরই ধন্য! হে বন্ধু! তোমার শুভাদৃষ্টে যথেষ্ট শুভফল লাভ হইয়াছে এবং উহাই তোমার উপদেষ্টা হইয়াছে, দুঃখরূপ কণ্টক, তোমার চরণ হইতে উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে এবং সৌভাগ্যরূপ গোলাপপুষ্প তোমার শুভাদৃষ্টে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যদ্বারা তুমি এতাদৃশ গৌরবান্বিত হইয়াছ। যথার্থই আমোদে চিন্তার উদয় হয়, যেমন পুষ্পের কঁড়ি কখন প্রস্ফুটিত হয়, আবার কখন শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি বৃক্ষ সকল কখন পত্রহীন হয় এবং কখন নব-পল্লবে পল্লবিত হইয়া শোভা করে। ঐ ভিক্ষুক, বন্ধুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে ভ্রাত! এক্ষণে আমার সহিত বিলাপ কর, কারণ মঙ্গল উদ্দেশে বন্দনা করা উচিত নয়, কেননা পূর্ব্বে যখন তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে, তখন আমি কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত চিন্তিত থাকিতাম, কিন্তু এক্ষণে রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া জগতের সকল চিন্তার সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে, ইহাতে যদি সময় বিপরীত হয়, তাহা হইলে আমাকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু যদি উহা মঙ্গলদায়ক হয়, তবে আমি সাংসারিক সুখভোগে মোহিত হইয়া থাকিব, সাংসারিক বিষয়ভোগ অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুতেই হয়না, কারণ ইহাতে কি সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য, অন্তঃ-

করণকে অতিশয় দুঃখিত করে। যদি তোমার অর্থের অভাব হয়, মনোসুখের নিমিত্ত কেবল অর্থ অনুসন্ধান কর,কারণ মনোসুখ, অসমুদ্র সম্ভূত মহামূল্য রত্ন-স্বরূপ। দেখ, যদি কোন ধনাঢ্যব্যক্তি তোমার ক্রোড়ে মুদ্রা নিক্ষেপ করেন, তাহাতে বিবেচনা করিও না যে, তুমি তাঁহার নিকট বাধিত হইয়া থাকিবে। কারণ অমি সর্ব্বদা জ্ঞানীলোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, দবিদ্রের ধৈর্য্য, ধনীর দানশীলতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঊনত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তির একটী বন্ধু ছিল, যিনি এক দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিছুদিন পবে ঐ বন্ধুর সহিত তাঁহাব সাক্ষাৎ না হওয়াতে, আবার কোন এক ব্যক্তি ঐ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক দিবস গত হইল তুমি ঐ দেওয়ানজীকে দেখ নাই কেন? তিনি উত্তর কবিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষও করিনা, তথায় দেওয়ানজীর একটী লোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনার বন্ধু দেওয়ানজী কি দোষে দোষী হইলেন যে, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন না? তিনি উত্তব করিলেন, তাঁহার কোন দোষ নাই, যখন তিনি পদচ্যুত হইবেন তখন আমি দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিব না, কারণ লোকেরা কর্ম্মের ক্ষমতাতে এবং শ্রীবৃদ্ধিতে বন্ধুগণকে তাচ্ছল্য কবিয়া থাকে, যখন তাঁহাদিগেব দুরবস্থা ঘটে, তখন তাঁহাবা অন্তঃকরণেব উদ্বিগ্নতা বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ কবিবাব জন্য বন্ধুকে যত্ন কবে।

ত্রিংশ উপাখ্যান।

আবুহবিএরা নামক এক ব্যক্তি, মহম্মদ্ মস্তফাকে প্রতিদিন দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহার প্রতি ভগবানের যথেষ্ট কৃপা ছিল, ঐ ভাবীবক্তা বলিলেন, হে আবুহরিএবা! তুমি প্রতিদিন আমার নিকট আসিও না, কারণ প্রতিদিন

সন্দর্শনে স্নেহবৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু গৌরব থাকেনা, তাহার প্রমাণ এই লোকেরা এক ধার্ম্মিক লোককে দেখাইয়াছিলেন যে, সূর্য্যের বদান্যতা হইতে আমরা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট স্নেহবাক্য কখন শ্রবণ করি নাই।

তিনি উত্তর করিলেন, সূর্য্য শীতকাল ব্যতীত সকল সময়ে উদিত হইয়া আপন খরতর তাপে প্রাণীপুঞ্জকে উত্তাপিত করেন, কিন্তু যখন তিনি মেঘাম্বরে আচ্ছাদিত হন, তখন আবার সেই সূর্য্য সকলের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। দিনকর সন্দর্শনে মনুষ্যগণের হানি নাই, কিন্তু সর্ব্বদা সন্দর্শনে বিপরীত ফল ফলিত হয়। যদি তুমি নিজে ঠিক থাক, তবে কখন অন্যেও তোমাকে ভৎর্সনা করিতে পারে না।

একত্রিংশ উপাখ্যান।

দামাশ্কশ্ নগরে আমি কতকগুলি বন্ধু সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া জেরুজেলেম দেশের মরুভূমি প্রস্থান করিলাম এবং তথায় কতকগুলি পশুদিগের সহবাসী হইলাম, পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ মনুষ্যাপেক্ষা অধম হতভাগাদিগের সহিত সহবাস করিতে বাধ্য হইয়া আমার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করুন। ফ্রাঙ্ক জাতির দ্বারা কারাবদ্ধ হইলাম, উহারা ট্রিপলি দেশের মধ্যে একটী খালের ভিতরে কতকগুলি ইহুদিজাতিদের সঙ্গে মৃত্তিকা খননে আমাকে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু আলিপোদেশের আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই পথদিয়া গমন করিতে করিতে, আমাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তুমি কি প্রকারে এস্থলে আসিয়াছ ও কি কার্য্যে দিন যাপন করিতেছ। আমি উত্তর করিলাম যে, আমি মানব জাতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে এবং বনে পলায়ন করিলাম, মনোমধ্যে বাসনা হইল যে তথায় একাকী বিরলে বসিয়া ভগবানের আরাধনা করিব, কিন্তু তাহাতে আমার দুরদৃষ্টক্রমে বিপরীত ঘটনা হইল, অধুনা ফ্রাঙ্ক জাতিদের দ্বারা শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া মৃত্তিকা খননে নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে অনুমান কর যে, আমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে,

মনুষ্যাপেক্ষা অতি অধম হতভাগ্যদিগের সঙ্গে সহবাস করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।

সহবাসীদিগের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কতকগুলি বিদেশী লোকদিগের সহিত এক উদ্যান মধ্যে বাস করিতেছি, তখন ঐ দয়ালু মনুষ্য আমার দুরাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহ করিয়া দশটী স্বর্ণমুদ্রা ঐ ফ্রাঙ্ক জাতিদের উৎকোচদিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন এবং স্বীয় সঙ্গে করিয়া গমন করিলেন, তথায় তাঁহার একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল, তাহার সহিত আমার বিবাহ দিলেন এবং একশত স্বর্ণমুদ্রা আমাকে যৌতুক দিলেন। কিছুকাল গত হইলে আমি দেখিলাম যে, আমার স্ত্রী, কুচরিত্রা, বিরোধিনী, কলহ প্রিয়া, ও কটুভাষিণী ছিল, এজন্য সে আমার সাংসারিক সুখকে নষ্ট করিল, কারণ, জ্ঞানী লোকেরা বলেন যে, "পৃথিবী মধ্যে, যে ভবনে কলহ প্রিয়া স্ত্রীলোক থাকে, সেই সংসার নরকতুল্য হয়, অতএব সাবধান হও, যেন *কদাচ দুষ্টাস্ত্রীলোকের সহবাস করিও না,"* *হে ভগবান! দুষ্টাস্ত্রী, অগ্নিকুণ্ডের* ন্যায় সর্ব্বদাই সংসারকে জ্বালাইতে থাকে, এই হেতু প্রার্থনা করি এই অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করুন, এই বলিয়া কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হইয়া বলিল। এক দিন আমার ঐ স্ত্রী অনর্থক কলহ করিয়া মহাকোপে আমাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, ওহে! তুমি কি সেই ব্যক্তি নও? যাহাকে আমার পিতা দশটী স্বর্ণমুদ্রা ফ্রাঙ্ক জাতিদিগের উৎকোচদিয়া কারাবদ্ধ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন? "আমি উত্তর করিলাম হাঁ, তিনি দশটী স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং শতস্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দিয়া তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন।

ইহার প্রমাণ শ্রবণ করুন, একটি মহৎ ব্যক্তি কোন সময়ে একটি মেষকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা করিলেন এবং পরদিবস নিশাকালে ঐ মেষের গলদেশে ছুরিকা লাগাইলেন, ঐ মেষ, মৃত্যুকালে কহিতে লাগিল, আপনি যদি নিজে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের কার্য্য করেন, তবে উহার থাবা হইতে আমাকে কেন রক্ষা করিলেন।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক মহীপাল এক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি প্রকারে তাঁহার বহুমূল্য সময় যাপন করেন, ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন যে, আমি সমস্ত নিশি জগদীশ্বরকে ভজনা করি এবং প্রাতঃকালে আমার মনোস্কামনা সকল এবং প্রার্থনা সকল ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করি এবং নিয়মিত ব্যয় সমূহ দ্বারা সমস্ত দিবাযাপন করি। ইহা শ্রবণে ঐ ভূপাল তাঁহার অমাত্যবর্গকে অনুমতি করিলেন যে, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক উপজীবিকা দিবে, যাহাতে উহার পরিবার প্রতিপালনের উদ্বেগ নিবারণ হইয়া মনোস্থির হয়।

কেননা যদি তুমি সংসার প্রতিপালনের উদ্বেগে মগ্ন থাক তবে কোন প্রকারে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। সন্তানদিগের অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত সর্ব্বদাই চিন্তার উদয় হইবে, সুতরাং অদৃশ্য জগতের বিষয় কিছু ধ্যান করিতে পারিবে না, কারণ আমি সমস্ত দিবা এই বিবেচনা করি যে, অদ্য রাত্রে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইব, কিন্তু যখন ভজনা আরম্ভ করি, তখন আমার মনে কেবল এই চিন্তা হয় যে, আহা কল্যপ্রাতে আমার সন্তানেরা কি আহার করিবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ উপাখ্যান।

দামাশ্‌কশ্‌ নগরের একজন সন্ন্যাসী অনেককাল কানন মধ্যে বৃক্ষের গলিতপত্র ভক্ষণ করিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন। এক দিবস ঐ দেশের নরপাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হে ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী! এবড় উত্তম পরামর্শ বোধ হইতেছে, আপনি যদি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার নগর মধ্যে বাস করিতে মানস করেন, তাহা হইলে আমি একটী উত্তম স্থান আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া দিব, তথায় আপনি মনোযোগপূর্ব্বক ভজনা করিতে পারিবেন এবং আপনার সংসর্গে থাকিয়া আমার নগরের অনেক লোকেই যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবেক এবং আপ-

নার সৎকার্য্যের প্রমাণ, অনেকেই গ্রহণ করিতে পারিবেক। ঐ রাজার এরূপ প্রস্তাবে ঐ সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন না। তৎপরে ঐ রাজ্যের মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! মহারাজের সন্তোষার্থে আপনার সম্মত হওয়া আবশ্যক, কিছুদিনের নিমিত্ত আপনকার এনগরে বাসকরা কর্ত্তব্য, কেননা ঐ নগরে আপনকার গমন হইলে, ঐ স্থানের ও পরীক্ষা হইতে পারে, আর যদি ঐ স্থানের লোকদ্বারা আপনার বহুমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিবার আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। অতএব আপনি নগরে বাস কবিতে গমন করুন।

পরে ঐ সন্যাসী কানন পরিত্যাগপূর্ব্বক নগর মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তথায় ঐ ভূপাল মহা সমাদবপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার বাজঅট্টালিকার সংলগ্ন এক অতি মনোরম উদ্যান মধ্যে ঐ সন্ন্যাসীকে বাস করিতে দিলেন। সেই উদ্যান অতিশয় শোভাময় ছিল, তাহাতে বাস করিলে আত্মা তৃপ্ত হয়, আহা! সে উদ্যানের কি শোভা, যেন সুন্দবী কামিনীগণের গণ্ডদেশের ন্যায রক্তবর্ণের গোলাপ কুসুম সকল শোভা করিত, আর নানারঙ্গের পুষ্প সকল, যেন রমণীগণের অঙ্গুরীয়কের মণির ন্যায় শোভা করিত, যদিও শীতকালেব প্রবল শীতে পুষ্প সকল মলিন হইবার সম্ভাবনা তথাচ এই উদ্যানের কুসুমসকল নবপ্রসূত সুন্দর শিশুগণের ন্যায় অম্লান থাকে, যে শিশুরা স্তনপানেব আস্বাদন পায নাই, আর এই উদ্যানেব বৃক্ষের শাখা সকল নানাবঙ্গের পুষ্পের সহিত ভূষিত হইয়া হরিদ্বর্ণের পত্রেব মধ্যে অগ্নিরন্যায কিরণ দিতেছে, এমত মনোরম্য স্থানে ঐ সন্যাসীকে স্থিতি করাইয়া ঐ ভূপাল তৎক্ষণাৎ এক পরমাসুন্দরী পবিচারিকা উহাঁর নিকটে প্রেরণ করিলেন। আহা! এ বমণীর রূপেব বিষয় কি বর্ণনা কবিব, পূর্ণিমার শশীর ন্যায় উহাব মুখমণ্ডলের শোভায় বনবাসীকেও মোহিত করে, আর উহার স্বর্গীয় আকাব ময়ূরেরন্যায় শোভা করিতেছে। ঐ কামিনীর সঙ্গে একটী যুবা পুরুষ ছিল, আহা! তাহারও চমৎকার রূপলাবণ্য প্রদর্শনে জিতেন্দ্রিয়নীতিজ্ঞের মনও মোহিত করে, আর লোকেরা যদি অত্যন্ত পিপাসাযুক্ত হইয়া উহার নিকটে আইসে, আর ঐ যুবা যদি বারিপাত্র লইয়া উহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ঐ সকল পিপাসী লোকেরা উহার সুরূপ দর্শনে মোহিত হইয়া কখনই বারি পান করিতে

পারেন না, অর্থাৎ তাহাকে দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হয় না, ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি ইউফ্রেটিশ নদী দর্শনে জল উদরী রোগেতে দুঃখিত হইয়াছিলেন ঐ সন্ন্যাসী উত্তম সুখাদ্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন, উত্তম আতরের এবং নানা প্রকার সৌগন্ধ দ্রব্যের সৌরভ লইতে লাগিলেন এবং ঐ সুন্দরী কামিনীর ও উহার সুন্দর ভৃত্যের সেবাতে সন্ন্যাসী একেবারে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন যে, সুন্দরী রমণীগণের করাঙ্গুরীয়ক জ্ঞানীদিগের চরণের শৃঙ্খল স্বরূপ এবং জ্ঞানীগণের মন বিহঙ্গমের ফাঁদের ন্যায় হয়।

একদিবস ঐ সন্ন্যাসী স্বীয় সুন্দরী সেবিকাকে বলিতে লাগিলেন, সুন্দরি! তোমার সেবাতে আমি জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং অন্তঃকরণ হারাইয়াছি, আমার জ্ঞান এক্ষণে বিহঙ্গমের ন্যায় হইয়াছে, তুমি আমার ফাঁদের স্বরূপ হইয়াছ, সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, উহার সুখ-ভোগের অবস্থা এইরূপ প্রকারে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল, তাহার প্রমাণ যে, কোন সময়ে এক শিক্ষক শিষ্য অথবা এক সৎবক্তা বিষয় ভোগে নিস্পৃহ ও পবিত্র আত্মা হইয়া একান্ত অন্তকরণে ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে তিনি যদি সামান্য সাংসারিক বিষয়ে পুনর্ব্বার রত হন, তবে তিনি স্বয়ং জানিতে পারেন, যে তিনি মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুতে চরণ বদ্ধ করিয়াছেন।

কিছুদিন পরে উক্ত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভূপালের নিতান্ত মনন হইলে, তিনি সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সন্ন্যাসী পরিষ্কার ও নব-কলেবরে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন, তিনি উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উপাধান হেলান দিয়া আসীন আছেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে সেই সুশ্রী যুবা, দণ্ডায়মানপূর্ব্বক ময়ূরপুচ্ছের পাখা ব্যজন করিতেছে, নরপাল সন্ন্যাসীর এইরূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তন ও সুখসচ্ছন্দতা দর্শনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন, পরে উভয়ে নানাবিষয়ী আলোচনা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এইরূপ আলাপের পর, নরপাল, সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, এই অসীম ভূভাগের মধ্যে কেবলমাত্র দুই প্রকার মনুষ্যের উপরে আমার অধিকতর স্নেহ আছে, প্রথমতঃ পণ্ডিত, দ্বিতীয়তঃ উদাসীন। ঐ সময়ে ঐ স্থানে এক

বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তিনি নরপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষিতিপাল! পর দুঃখ মোচন করা মনুষ্য-জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। আপনি যে, দুই সম্প্রদায় লোকের কথা কহিলেন, ঐ উভয় সম্প্রদায়ের লোকে সাহায্য করা বিধিমতে কর্ত্তব্য, কিন্তু অগ্রে অর্থ হীন পণ্ডিতগণকে অর্থ দান করা উচিত, কারণ তাঁহাদিগের অর্থের অভাব না থাকিলে, তাঁহারা অক্লেশে সকল সময়ে জ্ঞানহীন মূর্খগণকে বিদ্যা দান করিতে পারেন; আর উদাসীনগণকে অর্থ দান করা, ততদূর আবশ্যক নাই, কেন না, তাঁহাদিগের অর্থ আবশ্যক নাই, যদি অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অর্থ দান করেন তবে তাঁহারা অন্য দুঃখী বা সন্ন্যাসী অন্বেষণ করিয়া উক্ত অর্থ ক্ষয় করেন; তাঁহারা সকল সময়ে সম অবস্থাতে থাকিয়া ঈশ্বরোপাশনায় জীবন নির্ব্বাহ করেন। সুন্দরী রমণীগণ যেমন বিনা অলঙ্কারে পরম শোভান্বিতা হন, সেইরূপ ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীগণও বিনা আহারেও আপন শরীরের পুষ্টি সাধনপূর্ব্বক কান্তি গৌরব বৃদ্ধি করেন। আরও কহিলেন, হে রাজন! যে, যে ব্যক্তি আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পর-দুঃখ হরণে যত্নবান হন যদি সেই ধর্ম্মিকবরকে প্রশংসা না করি, তাহাতে কথন যে শ্রেয় লাভ হয় না।

চতুঃত্রিংশ উপাখ্যান।

নিম্ন লিখিত উপাখ্যানটী উপরোক্ত উপাখ্যানের প্রমাণমাত্র।

কোন এক ভূপতি কোন গুরুতর মানস পূর্ণার্থে ঈশ্বর সমীপে মানন। করিলেন যে, যদি তিনি পুর্ণমনোরথ হন, তবে তিনি, ধর্ম্মোদ্দেশে কোন দিন কিছু অর্থ দান করিবেন। পরে তিনি সফল মনোরথ হইলে, মাননা প্রদানের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আপন ভৃত্যকে এক তোড়া মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তুমি এই মুদ্রা জাহেদ ধর্ম্মাবলম্বী সন্যাসীগণকে বণ্টন করিয়া দেহ। উক্ত ভৃত্য জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল। ভৃত্য উক্ত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দিবস নগর পরিভ্রমণান্তর, সায়ংকালে নরপাল নিকট উপস্থিত হইয়া মুদ্রাকে চুম্বনপূর্ব্বক রাজাগ্রে রাখিয়া কহিলেন,

যে, কোন জাহেদ সন্ন্যাসী তাহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। নরনাথ কহিলেন, আমি জানি যে, এই নগর মধ্যে চারিশত জাহেদ সন্ন্যাসী আছেন। তাহাতে ভৃত্য কহিল, হে রাজন! প্রকৃত জাহেদগণ কখন কাহার দানগ্রহণ করেন না, তবে যাঁহারা জাহেদ নামধারী মাত্র, তাঁহারা দানগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে ভূপাল হাসিয়া সভ্যগণকে বলিলেন, যখনই আমি কোন শুভকার্য্যোদ্দেশে ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, তখনই আমার এই আত্মাভিমানী ভৃত্য আপনি বিচারপতি হইয়া আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করে। যাহাহউক, আজ হইতে তোমরা এমন জাহেদ সন্ন্যাসী অন্বেষণ কর, যিনি এই অর্থ গ্রহণ করেন।

পঞ্চত্রিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি লোক একটী বিজ্ঞলোকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁহারা উৎসর্গ রুটীরবিষয় কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তর করিলেন যে, যদি তপস্বীগণ রুটী প্রাপ্তেও মনোস্থিরপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় তপে রত থাকেন, তাহা হইলে বিধিমত কার্য্য করা হয়; কিন্তু তাহার বিপরীত কার্য্য করিলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়, কারণ তপস্বীগণ রুটীলোভে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হয় না।

ষষ্ঠত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন সন্ন্যাসী এক পরোপকার-ব্রতাবলম্বী ভদ্রলোকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত ভদ্রলোকের বাটীতে কতকগুলি চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি থাকিতেন, সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে, তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে নানাপ্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ব্যক্তি, সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আপনি একটী বক্তৃতা করুন। সন্ন্যাসী পথভ্রমণে ও অনাহারে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আমি আপনাদিগের ন্যায় সুবিজ্ঞ

বা বক্তা নহি, অতএব আপনাদিগের অনুরোধ পালনে আমি অক্ষম। তথাপি তাঁহারা সন্ন্যাসীকে বক্তৃতা করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা আপনার একটী মাত্র শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিলেই সন্তুষ্ট হইব। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে আবার মেজের উপরে আহারীয় দ্রব্য আবৃত দেখিয়া আমার আহার ইচ্ছা প্রবলভাবে উত্তেজিত হইতেছে। যুবক কোন এক কমনীয়া যুবতী কামিনী দর্শনে যেরূপ উন্মাদ হয়, আমিও সেইরূপ ঐ আহার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাহাতে ঐ ব্যক্তিগণ কহিলেন, মহাশয়! আমারা আপনার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম, আপনি সচ্ছন্দে ঐ আহারীয় দ্রব্যসকল গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ন্যাসী আহার করিবার জন্য আহারীয় রুটী গ্রহণ করিলে, দলপতি কহিলেন, মহাশয়। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, মাংস প্রস্তুত হইতেছে, মাংস আনিয়া দি। সন্ন্যাসী কহিলেন, মাংসের আবশ্যক নাই, কারণ দারুণ ক্ষুধার সময় রুটীই প্রধান উপাদেয়।

সপ্তত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশক গুরুর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, তিনি কতিপয় অশিষ্ট দর্শক কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত ও বিরক্ত হইয়াছেন। দর্শকগণ সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সময় নষ্ট করে, এই বলিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তিনি ঐ দুরাচারগণের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন। গুরু উত্তর করিলেন, তোমাকে যাঁহারা বিরক্ত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনহীন তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান কর এবং যাঁহারা ধনী তাঁহাদিগের নিকটে ধন প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আর কেহই তোমার নিকট আসিবেন না।

অষ্টত্রিংশ উপাখ্যান।

একজন উকিল, তাঁহার পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ! বক্তাদিগের বাক্য সকল কোন প্রকারে আমার মনোগত হয় না, কারণ তাঁহাদিগের উপদেশ সকল তাঁহাদিগের কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে অনৈক্য। ধনাদি উপার্জ্জন আশা ও সংশার পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাশনায় প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়া আপনি ধনসঞ্চয় জন্য ব্যাকুলিত হন। ধর্ম্মোপদেশকগণ স্বয়ং ধর্ম্ম উপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র আপন আপন সার্থ সাধনের জন্য তৎপর হইয়া নিজের সার্থ সাধন করেন, তবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মোপদেশ সকল কেহই গ্রহণ করেন না। কারণ যাঁহাদিগের উপদেশ সকল কার্য্যের সহিত ঐক্য না হয়, তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিতে পারা যায় না। পরন্তু, যে ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় সম্ভোগে রত, তাঁহারা কিরূপে পরকে উপদেশ দিতে সক্ষম। তাহাতে তাঁহার পিতা কহিলেন, হে পুত্র! এইরূপ চিন্তায় আপন অন্তঃকরণকে দূষিত করা উচিত নহে। আত্মাভিমানী হইয়া, তুমি ধর্ম্মোপদেশক ও গুরুগণের নিন্দা করিতেছ, তাহাতে বিদ্যা উপার্জ্জনের যে ফল, তাহার হানী হইতেছে। তুমি যেরূপ বিশুদ্ধ দোষহীন শিক্ষকের অন্বেষণ করিতেছ, তাহাতে শ্রেয়ঃলাভ হয় না। অন্ধগণ যেরূপ কর্দ্দমে পতিত হইয়া পথভ্রমে চিৎকার করে যে, হে সহৃদয়গণ! আলোক দেখাইয়া আমার পথপ্রদর্শক হও, তুমি সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইযাছ। ধর্ম্মোপদেশকের সভা এক ব্যবসায়ীর দোকানের তুল্য, কারণ, যেরূপ ব্যবসায়ীকে দ্রব্যের মূল্য প্রদান না করিলে, ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কোন বস্তু লইতে পার না, সেইরূপ সদাভিপ্রায়ে ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত না হইলে কোন উপকার লাভ হয় না। বক্তার উপদেশ তাঁহার কার্য্যের সহিত ঐক্য হউক আর নাই হউক, তাঁহার উপদেশ সকল গ্রহণে শ্রেয়ঃ ভিন্ন হানি নাই। যদি বক্তা উপদেশ দ্বারা নিদ্রিতকে জাগরিত করিয়া আপনি নিদ্রিত থাকেন, তাহাতে উপদেশ গ্রাহীর হানি কি?

একোনচত্বারিংশ উপাখ্যান।

কোন ধর্ম্মার্থি লোক ধর্ম্মসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুস্পাটীর সভ্য হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকের মধ্যে বিভিন্ন কি, যেহেতুক ধর্ম্মসভা পরিত্যাগ করিতে তোমার ইচ্ছা হইল? তাহাতে তিনি কহিলেন যে, ধর্ম্মপরায়ণগণ জলমগ্নদিগের জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র কম্বল রক্ষণে যত্নবান হন এবং পণ্ডিতেরা উভয়-কেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন।

চত্বারিংশ উপাখ্যান।

কোন মদ্যপায়ী মদ্যপানে জ্ঞানশূন্য হইয়া রাজপথে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় এক সন্ন্যাসী ঐ পথে যাইতে ছিলেন, তিনি ঐ মদ্যপায়ীকে দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিলে, যুবা মদ্যপায়ী মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সন্ন্যাসি! আপনি যখন কোন অসাবধানী ব্যক্তিকে দেখিবেন, তখন তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবেন না, আর কোন পাপীব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার পাপমোচনপূর্ব্বক ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া দিবেন। হে বিজ্ঞবর! আমার প্রতি ঘৃণা করি-বেন না, আমার উপস্থিত অবস্থাদর্শনে আপনার ঘৃণা হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রতি কঠিন না হইয়া দয়াপ্রকাশ করা আপনার উচিত। হে পণ্ডিত-বর! যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানী তিনি কখন পাপীকে দেখিয়া ঘৃণা করেন না, বরং তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে আপনি যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারিবেন।

একচত্বারিংশ উপাখ্যান।

একজন স্বেচ্ছাচারী, এক সন্ন্যাসীর সহিত বিরোধ করিয়া, অনেক অস-ঙ্গতকথা প্রয়োগ করিলে সন্ন্যাসী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপন গুরুর নিকটে উপস্থিতপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তাহাতে গুরু

কহিলেন, পুত্র! সন্ন্যাসীর ব্যবহার নির্ব্বিকারের পরিচ্ছদ-স্বরূপ, যে কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছদ পরিধান করে, তিনি কখন দূষিত হইতে পারেন না। আর যাঁহারা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীগণের আচরণ করেন না, তাঁহাদিগের বিপক্ষের অভাব নাই। যেমন সামান্য একখণ্ড প্রস্তর বৃহৎ নদীর জলকে ঘোলা করিতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণগণ সামান্য কারণে মনোকষ্ট ভোগ করেন না। পুত্র! যিনি যাহা বলুননা কেন; তাহা সহ্য করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিও, তাহা হইলে তুমিও মাননীয় হইবে। আমরা সকলেই একদিন ভূশায়ী হইব, অতএব ভূশায়ী হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকারন্যায় হওয়া আমাদিগের উচিত।

———

দ্বাচত্বারিংশ উপাখ্যান।

পাঠক! এই নিম্ন লিখিত গল্পটীর প্রতি মনোযোগ করুন।

কোন একসময় বোকদাদনগরে, নিশান ও মুসরী উভয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। নিশান, মুসরীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল ভাই! তোমায় আমায় এক বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে চিরদিন সমভাবে দুঃখভোগ করিতেছি, আর তুমি সুখে কালাতিপাত করিতেছ, ইহার কারণ কি? এই দেখ ভাই! দিন নাই, রাত নাই সকল সময়ে সমভাবে আমায় পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার কার্য্যের সময় নিরূপণ নাই। দুর্গ-আক্রমণভরে সর্ব্বদাই আমার হৃদয় কম্পিত। ধূলারাশির যষ্টিভোগে আমার জীবন উৎপীড়িত হইতেছে। সকল সময়ে প্রবলবায়ুর গতিতে আমার মস্তক ঘূর্ণীয়মান। আমার কষ্টের সীমা নাই। আর তুমি পরমসুখে কালযাপন করিতেছ। তোমার গৌরবের সীমা নাই। তুমি পূর্ণশশধরের ন্যায় রাত্রি-কালে শোভমান হইয়া থাক। যবক যুবতীগণ তোমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখে নিদ্রাদেবীর কোলে বিরামলাভ করে, তাঁহারা তোমাকে কত যত্নসহ রক্ষা করিতেছেন। আমি নীচ ভৃত্যহস্তে অর্পিত হইয়াছি, কেহ আমাকে যত্ন করে না, আর তুমি উত্তম দাস দ্বারা দুইবেলা সেবিত ও পরিষ্কৃত হইতেছ। দিবাভাগে বিশ্রাম কর। আমি দেখিতেছি, তোমার সুখের সীমা নাই।

মুসরী উত্তর করিল, ভাই! তুমি যাহা যাহা কহিলে সকলই সত্য, আমার সুখের অভাব নাই স্বীকার করি, কিন্তু আমি যে এক কষ্টভোগ করিতেছি, বোধ হয়, জগতে তাহার অপেক্ষা অধিকতর কষ্টের বিষয় দ্বিতীয় নাই। নীচের সহিত আমার মস্তক আবদ্ধ, দেখ ভাই! যাহাকে দিবারাত্র নীচের সহিত আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার ন্যায় দুঃখী দ্বিতীয় কে? অতএব তুমি আমার অপেক্ষা কষ্টভোগ করিতেছ, মনে করিয়া দুঃখিত হইও না।

ত্রিচত্বারিংশ উপাখ্যান।

এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, একজন মল্লযোদ্ধাকে ক্রোধে উন্মাদ হইয়া মুখ হইতে ফেণ নির্গত করিতেছে, দেখিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এ রাগের কারণ কি? সে ব্যক্তি কহিল যে, কোন ব্যক্তি তাহাকে গালি দেওয়াতে সে এরূপ উত্তেজিত হইয়াছে। তাহাতে ধর্ম্মপরায়ণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! তুমি দুই আড়াই মন বহন করিতে পার, কিন্তু একটী কথা বহন করিতে তোমার এত কষ্টবোধ হইল? তুমি বলবান, কিন্তু তোমার সাহস বা সৎপ্রবৃত্তি নাই অতএব তোমার এরূপ বলে ধিক! তোমার ন্যায় পুরুষে ও স্ত্রীলোকে কিছুমাত্র বিভিন্ন নাই। তুমি বলে যেরূপ ঐরাবতের শুণ্ড ধরিয়া ঘুরাইতে পার, সেইরূপ সাহস দেখাইতে ও সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়া মনুষ্য-নামের গরিমা রক্ষা করিতে চেষ্টা কর? মনুষ্যগণ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সময় উপস্থিত হইলে সেই পঞ্চভূত সকল মনুষ্যগণকে ত্যাগ করিবে, তখন আবার মমুষ্যগণ ধূলায় ধূষরিত হইবে, তবে সামান্য কারণে দম্ভ কেন? মৃত্তিকাতুল্য হইয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা কর।

চতুঃচত্বারিংশ উপাখ্যান।

কতিপয় লোক এক পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তাঁহাদিগের সাফিনামক ভ্রাতৃগণের চরিত্র কেমন? তাহাতে পণ্ডিত কহিলেন, এরূপ কথিত আছে যে, তাহারা আপন বিষয়ে নিতান্ত মনোযোগী,

বন্ধুগণের অভিলাষ পূর্ণকরণে তৎপর। পণ্ডিতগণও বলেন যে, তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের কার্য্য সকল তোমাদিগের প্রতি নির্ভর করে। তোমাদিগের ত্যাগ করিয়া যাহারা কার্য্য করেন তাঁহারা তোমাদিগের ভ্রাতা হইতে পারেন না। যাহারা তোমাদিগের জন্য কাতর না হন, কিম্বা যাঁহারা তোমাদিগের উপকার না করেন, তাঁহারা কখন বন্ধু হইতে পারে না, এবং যে সকল আত্মীয়গণের ধর্ম্মভয় নাই, তাঁহাদিগের সহিত আত্মীয়তা না রাখিয়া বরং বিচ্ছেদ করাই শ্রেয়ঃ। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, এক সময়ে এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণে এরূপ কথিত আছে যে, অধর্ম্মাচারকগণের সহিত কখন আত্মীয়তা করিবে না। অতএব হে ভ্রাতঃ! বন্ধু নির্ব্বাচনকালে তাহার স্বভাব প্রতি লক্ষ্য ও বিচার করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে।

পঞ্চ চত্বারিংশ উপাখ্যান।

বোগদাদ নগরে এক রসিকব্যক্তির এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি ঐ কন্যাকে এক চর্ম্মকারের হস্তে সমর্পন করিলেন। ঐ নীচ স্বভাব চর্ম্মকার অত্যন্ত কঠিন হৃদয় ব্যক্তি ছিল, সে একদিন নিশাকালে তাহার সহধর্ম্মিণীর ওষ্ঠে এরূপ দংশন করে যে, হতভাগ্যা কন্যাটীর ওষ্ঠ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে রসিকপুরুষ আপন দুহিতার এরূপ দুর্গতি দর্শনে, তিনি স্বয়ং আপন জামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি অনুপযুক্ত ব্যক্তি, আমি জানিনা যে, তোমার দন্ত কি রূপ! তুমি চর্ম্মজ্ঞানে আমার কন্যার ওষ্ঠে দংশন করিয়া শোণিত নির্গত করিয়াছ। যাহউক, তোমার এরূপ স্বভাব পরিবর্ত্তনে যত্নবান্ হও, কারণ মনুষ্যগণের স্বভাব কিম্বা অভ্যাস একবার দৃঢ়মূল হইলে ইহজন্মে আর পরিবর্ত্তন হয়না। মৃত্যু সময়ের সঙ্গী হয়।

ষষ্ঠ চত্বারিংশ উপাখ্যান।

এক ব্যক্তির এক কন্যা ছিল। কন্যাটী অত্যন্ত কুৎসিতা, কন্যাটী বিবাহের উপযুক্তা হইলে তাহার পিতা প্রচুর পরিমাণে ধন দানে স্বীকার হইলেও, কেহ তাহাকে গ্রহণে স্বীকার করিল না। কুৎসিতা রমনীগণ নানা অলঙ্কারে ও বসন ভূষণে ভূষিতা হইলেও অভিলাষণীয়া হয় না, সুতরাং কন্যাটীর বিবাহ হওয়া নিতান্ত ভার হইয়া উঠিল। তখন তাহার পিতা নিরুপায় হইয়া এক অন্ধের সহিত কন্যাটীর বিবাহ দিলেন। শুনা যায় যে ঐ বিবাহের পর এক বৎসর মধ্যে সিংহল দেশ হইতে তথায় এক চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ চিকিৎসক চক্ষু রোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন, এমন কি জন্মান্ধের চক্ষু উত্তম অবস্থায় আনিয়া তাহার দর্শন শক্তি কার্য্য দর্শাইতে পারিতেন। তখন ঐ দেশবাসীগণ কন্যাটীর পিতাকে কহিলেন, আমাদের দেশে অন্ধরোগের উপযুক্ত চিকিৎসক আসিয়াছেন, তবে কি জন্য তিনি তাঁহার জামাতার চক্ষু প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা না করেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, কুৎসিতা রমণীর অন্ধ স্বামীই উপযুক্ত, কারণ দিব্য চক্ষু সম্পন্ন স্বামী তাহার কুৎসিতা স্ত্রীকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার কন্যা নিতান্ত কুৎসিতা, আমার জামাতা চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া আমার কন্যার রূপ দর্শনে বিরক্ত হইয়া পাছে তাহাকে পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে আমি আমার জামাতার চক্ষু প্রাপ্তির বিষয়ে যত্ন করি না।

সপ্ত চত্বারিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নরপাল সন্ন্যাসী সভাকে ঘৃণা করিয়াছেন, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে একজন তাহা জানিতে পারিয়া নরপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! যদিও আপনি বার্দ্ধক্য গৌরবে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু স্থির জানিবেন, আমারা প্রকৃত সুখ সম্ভোগে আপনার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মৃত্যুকালে আপনি আমাদিগের সমান অবস্থা পাইবেন, আবার পুনরুত্থানের সময়ে আমরা আপনার অপেক্ষা মনোরম হইব। তাহার

প্রমাণ শ্রবণ করুন। যে সময়ে মহীপালগণ কোন সাম্রাজ্য জয় করেন, তখন তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজ্যের সুখ-সম্ভোগে সমর্থ হন, এবং মনে করেন, দরিদ্র সন্ন্যাসীগণ নানাকষ্ট ভোগ করিতেছেন। কিন্তু মহারাজ! সন্ন্যাসী-দিগের লোভ নাই, তাঁহারা সামান্য অর্থলালসায় লালায়িত নহেন, তাঁহারা স্থির জানেন যে, তাঁহারা যখন নর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা সঙ্গে করিয়া কিছু আনেন নাই, কিম্বা যখন ইহ জগত ত্যাগ করিবেন, তখন কিছু সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। যদিও প্রকৃত সন্ন্যাসীগণ সর্বদা মস্তকমুণ্ডন করিয়া ছিন্নবস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মন উচ্চ আশা পূর্ণ; তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ। এই জগত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের ধন সঞ্চয়ে ইচ্ছা হয়, কিন্তু উদাসীনদিগের সে চিন্তা নাই, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, চিন্তাশূন্য ব্যক্তিগণ কত সুখী। আর দেখুন, মহীপালগণ জয়লাভ আশায় সর্ব্বদা কলহ বৃদ্ধি করেন, কিন্তু উদাসীনগণের সত্ত্বগুণ থাকায় তাঁহারা কলহ নিবারক হইয়াছেন, নরপালগণের চিন্তা যে, কিরূপে কোন দেশ জয় করিয়া আপনি রাজত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিবেন, উদাসীনগণের চিন্তা যে কিরূপে সেই অচিন্তনীয় চিন্তামণি পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পরকালে নিশ্চিত শান্তি নিকেতনে গমনপূর্ব্বক শান্তিদাতার শান্তিসুখ সম্ভোগে সমর্থ হইবেন। হে রাজন্! চিন্তা করুন যে, কে নিশ্চিন্ত এবং পরম সুখী।

রাজন! যে সন্ন্যাসী উক্ত কার্য্য সকল করিতে সক্ষম, যাঁহারা অনাহারী দরিদ্র দর্শনে, আপন আহার ত্যাগ করিয়া দরিদ্রের উদর পূর্ণ করান, এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া দয়াদি সৎপ্রবৃত্তিগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনায় দিন যাপন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও সুখী, কিন্তু যাঁহারা ভেকধারী, এবং উক্ত কার্য্য সকল করিতে অক্ষম, কম্বলাসন আশ্রয় করিয়াও ঈশ্বর প্রার্থনায় অমনোযোগ করেন তাহারা ভণ্ড, অতএব হে রাজন্! যদি প্রকৃত সুখ-লাভে ইচ্ছা থাকে, তবে বৃথা আড়ম্বর ও ধনাশা ত্যাগ করুন।

অষ্টচত্বারিংশ উপাখ্যান।

একদা আমি এক নব প্রস্ফুটিত গোলাপের তোরা সামান্য ঘাসের সহিত আবদ্ধ দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলাম, এবং গোলাপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, গোলাপ! তোমার নীচ ঘাসের সংসর্গে থাকা কি উচিত? তাহাতে ঘাস রোদন করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি ক্ষান্ত হউন। যদিও আমার বিশেষ কোন গুণ নাই, সৌরভ নাই সত্য, কিন্তু আমিও পরমপিতা পরমেশ্বরের ভৃত্য, তিনি আমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, আমিও সময়ে সময়ে জগৎপতির অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকি, সেইজন্য গোলাপ আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। ঈশ্বর যেমন তাঁহার নিরাশ্রয়, দীন সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ জন-সমাজে আদরণীয় দয়ার্দ্র-চিত্ত-ব্যক্তিগণও দীন হীনগণকে আশ্রয় দান করেন। আর প্রাচীন কাল হইতে জন-সমাজে এরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, বৃদ্ধ ভৃত্যকে কেহ কখন পরিত্যাগ করেন না, প্রাচীন দাস ঘোরতর বিপদ জালে জড়িত হইলেও তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই রূপ বলিয়া ঘাস ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্! আপনি জীবগণ দ্বারা এই পৃথিবীকে সুশোভিত করতঃ এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার দাস করিয়া তাঁহাদিগের সুখ বৃদ্ধি করুন। পরে প্রাণিপুঞ্জকে উল্লেখ করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর-পুত্রগণ! তোমরা সকলে সৎপথগামী হও। যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, সেই কেবল এ পথের পথিক হইতে সমর্থ হয় না।

একোনপঞ্চাশৎ উপাখ্যান।

কতিপয় ব্যক্তি, এক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাহস এবং দানশীলতা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ? বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিলেন, সাহস ও দানশীলতা, এই উভয়ের গুণ ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং এ উভয়ের তুলনা হইতে পারে না, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, যে ব্যক্তি দানশীল, তাঁহার সাহস না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। "বাহারামের" গোরস্তে লিখিত আছে যে, "দাতার হস্ত বলবানের বাহুর অপেক্ষা অধিকতর

শক্তি ধারণ করে।” যদিও দয়াশীল হাতেমতাই দীর্ঘজীবী হন নাই, কিন্তু তাঁহার চিরস্মরণীয় নাম আজও পর্য্যন্ত মনুতনয়গণের হৃদয়-ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কৃষকগণ কর্তৃক দ্রাক্ষালতার শাখা প্রশাখা সকল ছেদনে যে রূপ তাহার শাখা প্রশাখার হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীন হীন নিরাশ্রয়গণকে ধন দানে অর্থের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, অতএব তোমরা সকলে দরিদ্রের দরিদ্রতা হরণের জন্য আপন উপার্জ্জনের দশাংশের একাংশ দান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সন্তোষের উৎকর্ষ।

প্রথম উপাখ্যান।

আফ্রিকা দেশীয় এক সন্ন্যাসী, আলিপো নগরের রেশম ব্যবসায়ীগণের আবাস স্থানের কোন এক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া ব্যবসায়ীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহোদয়গণ! যদি মনুষ্যগণের মধ্যে কাহার প্রকৃত বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে,—অর্থাৎ যদি কেহ আপন বিচার করিবার শক্তি দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, কোন ভিক্ষাজীবী, কি প্রার্থনায় কাহার নিকট কোথায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং যদি কেহ ধনলোভী না থাকেন, তবে আর কাহার দরিদ্রতা জনিত কষ্ট থাকে না। হে নির্লোভগণ! ইহজগতে নির্লোভগণের কোন বস্তুরই অভাব নাই, আপনারা যে সকল সৎগুণে ভূষিত, আমাদিগকেও সেই সকল গুণে ভূষিত করিয়া আমাদিগের দরিদ্রতা হরণ করুন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

মিশর নগরে কোন এক ভদ্র লোকের দুই সন্তান ছিল। ঐ দুই সন্তানের মধ্যে একজন বিদ্যার্জ্জন দ্বারায় সেই সময়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে

একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন, আর অপরটী প্রচুর ধনোপার্জ্জনে ক্রমে সেই দেশের রাজা হইয়াছিলেন। যিনি রাজা হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সহোদরকে দেখিলেই অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতেন, এই রূপে এক দিন তাঁহার ভ্রাতাকে কহিলেন, আমি ধনোর্জ্জন করিয়া অধিপতি হইয়াছি, আর তুমি বিদ্যার্জ্জন করিয়া কি ফল লাভ করিলে, বরং দিন দিন তোমার দুরবস্থার শেষ হইতেছে। পণ্ডিত ভ্রাতা কহিলেন, তুমি ধনার্জ্জনে সামান্য রাজা হইয়াছ মাত্র, কিন্তু আমি বিদ্যার্জ্জনে পরম পুরুষ করুণাময়ের প্রিয় ও প্রশংসনীয় পাত্র হইয়াছি, জন-সমাজ আমায় আদর করিবে। তুমি কেবলমাত্র ফেরো আর হামান রাজাদিগের অংশ পাইবে, আর আমি জ্ঞানী ও ভবিষ্যৎবক্তাদিগের উত্তরাধিকারী হইব। যে বোলতার হুল, মানবগণকে বিদ্ধ করিয়া যাতনা প্রদান করে, আমি সেরূপ তীক্ষ্ণ স্বভাবযুক্ত বোলতার স্বরূপ নহি, শান্তস্বভাববিশিষ্ট পিপীলিকা,—যাহারা প্রায় মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া জীবন নষ্ট করে, আমি সেইরূপ পিপীলিকার তুল্য শান্তস্বভাববিশিষ্ট, আর তুমি বোলতার ন্যায় অত্যাচারী, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, কে অধিক প্রশংসনীয়; বিদ্বান সর্ব্বস্থলে আদরণীয় হন, আর ধনবান ভূপতি কেবল স্বদেশে মাননীয় হন। অতএব আমি সর্ব্বত্র প্রশংসা পাইয়া থাকি, এক্ষণে দেখ, কে অধিক সৌভাগ্যশালী।

তৃতীয় উপাখ্যান।

একজন উদাসীন দীনদুঃখী অপেক্ষা কষ্টভোগ করিতেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ব্যতীত কখন উত্তম অবস্থায় দেখা যায় নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা এই পদ্যটী শুনা যাইত।

"বাসী অন্ন, ছিন্নবস্ত্র সুখতর হয়।
পরদ্বারে স্থিতি তবু কভু ভাল নয়॥"

একদিন তিনি দীনভাবে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাকে এক ভদ্রলোক দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি এই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন, এই পথে একজন দয়ার্দ্র ব্যক্তি আসিতেছেন, তিনি আপ-

নার এ অবস্থা দর্শনে আপনাকে বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি কাহার সাহায্য প্রার্থনা করি না, কারণ ধার্ম্মিকের আশ্রয় লইয়া স্বর্গারোহণ করা শ্রেয়, তথাপি পরের আশ্রয়ে আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

চতুর্থ উপাখ্যান।

পারস্যদেশীয় কোন এক নরপাল মস্তফা মহম্মদের নিকট এক বিজ্ঞ সুধীর চিকিৎসক প্রেরণ করেন। ঐ চিকিৎসক আরবদেশে উপস্থিত হইয়া কয়েক বৎসর বাস করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার ঔষধ সেবন করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয় গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া, একদিন তিনি কোন বিজ্ঞ ভবিষ্যৎ বক্তা মহাম্মদের নিকট যাইয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহাশয়! পারস্য-দেশের অধিপতির আদেশানুসারে, এ দেশের পীড়িতদিগকে ঔষধ দান করিবার জন্য কয়েক বৎসর বাস করিতেছি, কিন্তু আমার ঔষধ ব্যবহার করা দূরে থাকুক, অদ্যাপি পর্য্যন্ত কেহই আমার অনুসন্ধান গ্রহণ করিল না, এক্ষণে আমি কিরূপে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারি, তাহার উপায় বলিয়া বাধিত করুন। তাহাতে বিজ্ঞ মহম্মদ কহিলেন, এ দেশের অধিবাসীদিগের এই নিয়ম যে, ক্ষুধার অতিরিক্ত ভোজন করে না এবং ক্ষুধা না থাকিলে অতি উত্তম খাদ্য পাইলেও আহার করে না। অতএব কাহাকেও পীড়া-জনিত কষ্টভোগ করিতে হয় না। চিকিৎসক কহিলেন, স্বাস্থ্য ভোগ করণের এই নিয়মই বটে, মন্দাগ্নিতে আহার, কিম্বা লোভে ক্ষুধার অতি-রিক্ত ভোজনেই পীড়া জন্মে, এবং প্রাণিগণ এই কারণেই অল্পজীবী হইয়া অকালে কালের শাসনে শাসিত হয়। যাহাহউক মহাশয়! আমায় এক্ষণে বিদায় করুন, কারণ যখন এ দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যরক্ষা বৃদ্ধি করিবার উপায়, আপন হইতে উদ্ভাবন করিয়াছে, তখন আর চিকিৎসকের আবশ্যক কি? এইরূপ বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তি দারুণ পীড়ার যাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া দেবতার নিকটে মাননা করিলেন যে, তিনি সুস্থ হইলে ভক্তিসহ দেবতাদিগের পূজা দিবেন, তাহা দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি কেবলমাত্র আপনার দোষে কষ্ট পাইতেছ, যদি তুমি আহার সম্বন্ধে সাবধান হও, তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। মন্দাগ্নিতে আহার কিম্বা ক্ষুধার অতিরিক্ত ভোজনেই পীড়ার উদ্ভব।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

আরবণীয় "বাবুকান" ইতিহাসে কথিত আছে যে, কোন সময়ে এক ব্যক্তি আরবদেশীয় চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন যে, একদিনের মধ্যে কি পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে চিকিৎসক উত্তর করিলেন, শত তোলা পরিমাণের খাদ্য আহারে যথেষ্ট হয়। তাহাতে ঐ দেশের ভূপাল কহিলেন, মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, এত অল্প আহারে কখন কি মনুষ্যগণ বলপ্রাপ্ত হইতে পারে? চিকিৎসক কহিলেন যে, যদি কেহ স্বাস্থ্য ও শরীরের হৃষ্টপুষ্টতা লাভ কবিতে ইচ্ছা করেন, তবে এইরূপ নিয়মিত আহার দ্বারা সাস্থ্যলাভে সমর্থ হইবেন। অধিক আহারে পীড়া জন্মে, মানসিক চিন্তার সহিত শরীরের এত দূর নৈকট্য সম্বন্ধে যে, পীড়া উপস্থিত হইলে মন চাঞ্চল্য হইয়া মানসিক চিন্তার ক্ষমতার হ্রাস হয়, এবং সেইহেতু পীড়াকালে আমরা পরমপিতার কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হই না, কিরূপে আরোগ্য লাভ হইবে সেই চিন্তায় মগ্ন থাকি, পরম পিতাকে স্মরণ করিতে সময় পাই না, তাহাতে এই ফল লাভ হয় যে, আমরা ইহ জন্মে পীড়া যাতনায় কষ্ট পাই, এবং পরেও জগপতির দ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া নরক যাতনা ভোগ করি। যাহারা নিয়মিত আহার দ্বারা শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারেন, তাঁহারা সুখে শান্তিদাতাকে চিন্তা করিতেও সমর্থ হন।

সপ্তম উপাখ্যান।

খোরাশানদেশীয় দুই সন্ন্যাসীতে পরস্পর এরূপ প্রণয় ছিল যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ক্ষণকাল জন্য পৃথক থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই দুইজনে একত্রে বাস, একত্রে ভ্রমণ করিতেন। ঐ উভয় সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন দুর্ব্বল এবং অন্য জন বলবান ছিলেন। দুর্ব্বল ব্যক্তি দুই দিন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু বলবান সন্ন্যাসী দিবসের মধ্যে তিন বার আহার করিতেন, এক মুহূর্ত্ত জন্য অনাহারে থাকিতে পারিতেন না। এক দিন ঐ উভয় সন্ন্যাসী ভ্রমণ করিতে করিতে এক অপরিচিত নগরে উপস্থিত হইলে, ঐ নগর-রক্ষকগণ তাঁহাদিগকে গুপ্তচর জ্ঞানে ধৃত করিল এবং রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে কারাগারে লইয়া এক ঘরে পুরিয়া ঘরের দ্বার কর্দ্দমলেপনে একবারে রুদ্ধ কবিল। পরে পক্ষান্তরে প্রকাশ হইল যে, তাঁহারা গুপ্তচর নহে, প্রকৃত সন্ন্যাসী; তখন তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, রক্ষকগণ দেখিল যে, ঐ উভয়ের মধ্যে বলবানের মৃত্যু হইয়াছে, এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি জীবিত আছে। এই বিপরীত ঘটনা গ্রামে প্রকাশ হইলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে এক পণ্ডিত বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, ঐ বলবান ব্যক্তি অতীব আহারী ছিলেন, সুতরাং আহার না পাইয়া বলবানের মৃত্যু ঘটিয়াছে, অপর দুর্ব্বল ব্যক্তি অল্প আহারী, এমন কি দুই-দিন পর্য্যন্ত অনাহারের বিলক্ষণ সুস্থ অবস্থায় থাকিতে পারিতেন, একারণ তাঁহার জীবন নষ্ট হয় নাই। অতএব অল্প আহারী হওয়া আবশ্যক, কারণ দুরবস্থা উপস্থিত হইলে আহার অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না।

অষ্টম উপাখ্যান।

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র অধিক আহার করিত বলিয়া, তিনি তাহার পুত্রকে সর্ব্বদা এই বলিয়া উপদেশ দিতেন যে, বৎস! অধিক আহারই পীড়া উৎপত্তির প্রধান কারণ, অতএব তুমি লোভপরবশ হইয়া অধিক

আহার করিও না। তাহাতে পুত্র বলিত, পিতঃ! ক্ষুধাতে শরীরের পুষ্টি সাধনের হানি করে। ক্ষুধার যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ, আপনি জ্ঞানীগণের এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করেন নাই কি? তাহাতে পিতা কহিলেন, পুত্র! আমরা আহার করি, পান করি, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম বটে, কিন্তু তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নহে যে, আমরা এরূপ আহার করি, যাহাতে আহারান্তে কষ্ট পাইতে হইবে। শরীর পোষণার্থে আহার করা আবশ্যক, কিন্তু ক্ষুধার অতিরিক্ত আহার করিয়া পীড়ার যাতনা ভোগ করা, কিম্বা একেবারে আহার ত্যাগে শরীরের বল হানি করা উচিত নহে।

নবম উপাখ্যান।

কোন ব্যক্তি এক পীড়িত ব্যক্তির অভিলাষ জানিতে ইচ্ছা করিলে তিনি কহিলেন, আমি যখন পীড়ার যাতনা ভোগ করি তখন আমার কোন বিষয়েতেই ইচ্ছা থাকে না, আর যখন সুস্থ থাকি তখন অনেক আশা ও ইচ্ছা উপস্থিত হয়, অতএব আমার ইচ্ছা যে, আমি নিরাময় হইয়া সুস্থ থাকি।

দশম উপাখ্যান।

একদল সুফিজাতি ওয়াসিট নগরস্থ এক মাংসবিক্রেতার নিকট মাংস ক্রয় করিয়া ঋণগ্রস্থ ছিলেন। ঐ মাংস বিক্রেতা প্রতিদিনই সুফিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত নানারূপ কটুক্তি করিয়া যাইত। সুফিগণ মাংস বিক্রেতার বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির ও দুঃখিত হইলেও, ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতীত তাহাদিগের অন্য কোন উপায় ছিল না। ঐ সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি কহিলেন, যেরূপে হউক মাংসবিক্রেতার ঋণ পরিশোধ করা সর্ব্বোতভাবে উচিত; আর উহার বাক্য যন্ত্রনা সহ্য হয় না। আর ভবিষ্যতের নিমিত্তও সাবধান হওয়া উচিত, আর যেন ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কাহার ঋণগ্রস্থ না হও, কারণ যেরূপ কোন

মহিপতির পদাতিকের অহিতাচার সহ্য করা অপেক্ষা তাঁহার দয়ার আশা ত্যাগ করা শ্রেয়; সেইরূপ ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ জন্য ঋণগ্রস্থ হওয়া অপেক্ষা ক্ষুধায় জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সর্ব্বোতভাবে শ্রেয়।

একাদশ উপাখ্যান।

তাতারদিগের যুদ্ধে তাঁহাদিগের বিপক্ষ কোন এক ব্যক্তি দারুণ আহত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে এক ব্যক্তি কহিলেন, এই নগরে এক বণিকের নিকট অতি উত্তম এক মলম আছে, যদি তুমি প্রার্থনা করিয়া তাহার কিয়দংশ আনিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চিতই তুমি এ যাতনার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু ঐ বণিক এরূপ কৃপণ যে, যদি তাহার মেজের উপর রুটীর পরিবর্ত্তে সূর্য্যের উদয় হইত, তাহা হইলে জগতবাসীদিগের মধ্যে কেহই আলোকের মুখ দেখিতে পাইত না। তাহাতে ঐ সৈনিক কহিলেন, বণিকের নিকট আমার মলম প্রার্থনা করার আবশ্যক করে না; কারণ আপনার নিকট বণিকের স্বভাব সম্বন্ধে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে উক্ত মলম প্রাপ্তির সম্বন্ধে কিছু মাত্র স্থিরতা নাই, অতএব কৃপণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া অপমানিত হইতে আমার ইচ্ছা নাই। কারণ, এরূপ লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ ঔষধে বাহিক পীড়া সকল আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনের কষ্ট নিবারণ হয় না। জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন যে, যদি অমৃতকুণ্ডে অমৃত পরিবর্ত্তে জল রাখা হয়, তাহাহইলে কেহই তাহার আদর করে না। জ্ঞানীগণ আরও বলিয়াছেন যে, মানী ব্যক্তি যদি কোন কারণে কাহার কর্ত্তৃক অপমানিত হন, তাহাহইলে তিনি মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট বোধ করেন। মহাশয়! অধিক কি কহিব, দাতাগণ যদি প্রফুল্ল অন্তকরণে কটু বস্তু প্রদান করেন, তথাপি সেই কটু বস্তুও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, আর মনের মালিন্যহেতু কৃপণের মিষ্টান্নও দারুণ কটু জ্ঞান হয়। আমি কৃপণ নিকট হইতে ঔষধ লইয়া উপকৃত হইতে ইচ্ছা করি না।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

এক বিজ্ঞ ব্যক্তির যে পরিমাণে আয় ছিল, তাহার অপেক্ষা তাঁহার পরিবার পালন করিতে এত অধিক ছিল যে, অতি কষ্টেও পরিবারগণকে প্রতিপালনে সমর্থ না হইয়া, তিনি তাঁহার এক ধনাঢ্য আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাহায্য আশায় তাঁহাকে আপন দুরবস্থার কথা বিজ্ঞাপন করাইলেন। কিন্তু ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন যে, যে ব্যক্তি আপন অদৃষ্টে অসন্তুষ্ট হইয়া আপন দুরবস্থার কথা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া আত্মীয়ের চিন্তা বৃদ্ধি করে, তাহার ন্যায় কাপুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। অতএব কাপুরুষকে সাহায্য করা উচিত নহে, এইরূপ স্থির করিয়া বিজ্ঞের আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন যে, যখন তুমি দুরবস্থায় পতিত হইবে, তখন সাহস ও ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ হৃদয় আনন্দময়কে চিন্তা করিবে, তাঁহা হইতে তোমার দুঃখের অবসান হইবে। পরে, তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তির মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা মনের অনেক হ্রাস করিলেন। তাহা দেখিয়া, ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন যে, দুঃখে পড়িয়া যেন কেহ কখন আত্মীয়ের আশ্রয় না লন, কারণ এক কড়া দুগ্ধ জ্বালে রাখিলে, যেমন দুগ্ধের হ্রাস হয়, সেই রূপ ধনী আত্মীয়েব নিকট দুঃখ প্রকাশে মনের খর্ব্বতা হয়, কিন্তু বিশেষ সাহায্য হয় না।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

এক সন্ন্যাসী দারুণ কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন দেখিয়া, এক ব্যক্তি ঐ সন্ন্যাসীকে বলিলেন, মহাশয়! আপনি এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন? এই দেশে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুরবস্থার কথা জানাইলে, বোধ হয়, তিনি আপনার বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন। তাহাতে সন্ন্যাসী কহিলেন, আমিত তাঁহাকে জানি না। ঐ ব্যক্তি কহিলেন, আমি আপনাকে সঙ্গে

করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। পরে ঐ ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া ধনীর বাটী দ্বারে রাখিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ঐ ধনী ব্যক্তি বিমর্ষ ও অতি দুঃখিত ভাবে অধঃবদনে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তিনি আর কোন কথা না বলিয়া অমনি প্রত্যাগত হইলেন। পরে সন্যাসীর সহিত পথ প্রদর্শক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনার কি হইল? সন্ন্যাসী কহিলেন, যে ব্যক্তি আপনি মনোকষ্টে দিনপাত করিতেছেন, যাঁহার আপন অন্তকরণে ক্ষণকাল জন্য সুখ নাই, তিনি কখন পরের উপকার করিতে পারেন না। আমি দাতার কাঠিন্যভাব অবয়বে প্রকাশমান দেখিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি। এরূপ কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি নানারূপ দুঃখ সম্ভোগেও সর্ব্বদা সহাস্যননে, আনন্দ হৃদয়ে প্রফুল্লতার সহিত ভ্রমণ করেন, সে ব্যক্তির মন অতি উচ্চ, এবং সেই ব্যক্তির অবস্থা অতি মন্দ হইলেও, তাঁহার হৃদয় পরের উপকার করিতে প্রস্তুত থাকে, আর যিনি নানা সুখ সম্ভোগেও কিম্বা আপন অবস্থাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া সর্ব্বদা মলিন বদনে বিমর্ষভাবে থাকেন, তাহার দ্বারা কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সাহায্য প্রার্থীর দুঃখের কথা শ্রবণে আপন কৃত্রিম দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে নৈরাশ করেন। অতএব মলিন আকৃতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

এক বৎসর আলেকজাণ্ড্রিয় নগরে এরূপ অনাবৃষ্টি হয় যে, জীব মাত্রেই অধৈর্য্য হইয়া আর্ত্তনাদে উচ্চ গগন ভেদ করিয়াছিল। সে সময়ে খেচর, ভূচর, জলচর, কীট পতঙ্গাদির মধ্যে এমন একটী প্রাণী ছিল না যে, দারুণ কষ্টে পতিত হইয়া করুণাময় করুণাধারের নিকটে করুণস্বরে রোদন করে নাই। সকলেরই দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীমণ্ডল মেঘাম্বর পরিধান করিয়াছিলেন। বরষার বৃষ্টিধারার ন্যায় সকলেরই নয়ন হইতে বারিধারা পতিত হইয়াছিল। সেই সময় ঐ নগরে এক ধনাঢ্য নপুংষক বাস করিত, কিন্তু কেহই তাহাকে বন্ধু কিম্বা আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য করিতেন না। এই অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ উপ-

স্থিত হইলে, ঐ নপুংষক এক অথিতীশালা স্থাপনপূর্ব্বক অনাথা ও দীন হীনগণকে অন্ন দান করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে দেশের কোন উপকার হইল না। কারণ——

"একতা পরম নিধি যতনের ধন।
একতার বলে বশ হয় ত্রিভুবন॥
সিন্ধু বক্ষে সেতু যথা থাকি বিরাজিত।
পারাবারে পার করে পথিকে যেমত॥
বিপদ সাগর সেতু একতা রতন।
যতনে বিপদে করে উদ্ধার তেমন॥
অতএব ভ্রাতৃগণ হয়ে এক মন।
একতা রতনে কর সকলে যতন॥"

ঐ নগরবাসী একতা বত্নকে আশ্রয় করিয়া এই বলিল যে, যদি ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, সকলে তাহাও স্বীকার করিব তথাপি নীচ ঈশ্বরের অপ্রিয় পুত্র নপুংসকের অন্ন কেহ গ্রহণ করিব না। এই ঘটনার কিছু দিন পরে এক দল উদাসীন ক্ষুধার যাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, ঐ আলেকজণ্ডরীর নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নপুংসকের অন্ন গ্রহণে অভিলাষ করিয়া ঐ নগরের এক ব্যক্তিকে এতদ্বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি কহিলেন যে, যদি কোন সিংহ ক্ষুধায় কাতর হইয়া আপন গহ্বরে প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি সে কখন নীচের দান লইয়া আত্ম রক্ষা করে না। অতএব নীচ নপুংষকের অন্ন গ্রহণ করা আপনাদের উচিত নহে, এরূপে ঐ উদাসীনদিগের অভিলষিত—নপুংষকের অন্ন গ্রহণ বন্ধ করিল। ঐ ব্যক্তি আপন মনস্কামনা সিদ্ধ হইল দেখিয়া সে আবার কহিল যে, মহাশয়! নীচ হতভাগ্যের নিকটে দয়া প্রার্থনা করা কিম্বা ধন ভিক্ষা করা অপেক্ষা ক্ষুধার যন্ত্রণা ও কষ্ট স্বীকার কর শত সহস্র গুণে শ্রেয়, অত এব আপনারা নীচের নিকট গমন করিয়া মান হানি করিবেন না!

———

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

এক দিন কতিপয় ব্যক্তি চির-স্মরণীয় হাতেমতাই ভূপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন! ইহ জগতে আপনার নয়ন পথে কি কখন আপনার অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও উচ্চ অন্তঃকরণবিশিষ্ট দ্বিতীয় ব্যক্তি পতিত হইয়াছে? কিম্বা কখন কি এরূপ ব্যক্তির কথা আপনি শুনিয়াছেন। তাহাতে নরপতি হাতেমতাই কহিলেন, এক দিন চাল্লিস্‌টী উষ্ট্র বলিদানের পর, আমি কোন আরবদেশীয় প্রাধানের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কানন নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, এক পরিশ্রমী ব্যক্তি কতকগুলি কণ্টক বৃক্ষের আঁটি বাঁধিতেছে, ঐ ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে করিতে এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, তাহার নিশ্বাস ত্যাগ করিতেও কষ্ট হইতে ছিল, তথাপি সে ব্যক্তি কর্ম্মে ক্ষান্ত দিতেছে না দেখিয়া আমি কহিলাম, তুমি এত পরিশ্রম করিতেছ কেন? হাতেম ভূপতির অতিথি আলয়ে উপস্থিত হইলেও উত্তমরূপে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তাহাতে সে কহিল, 'পরের অন্নের উপর জীবন নির্ভর করা অপেক্ষা পাপের ভোগ আর নাই;— আমি পরিশ্রম করিতে পারি, তবে কেন পরদ্বারস্থ হইয়া আপন মান হানি করিব। তখন আমার জ্ঞান হইল যে, এই ব্যক্তির অবস্থা মন্দ বটে, কিন্তু ইহার মন অতি উচ্চ। মানসিক চিন্তাতে এ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগন সাধারণকে উল্লেখ করিয়া কহিল, ভ্রাতৃগণ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ কাহার দ্বারস্থ হইও না, পরদ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা পাপ আর দ্বিতীয় নাই;—অতএব পরিশ্রম দ্বারা আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালনে যত্ন পাইবে, এবং তাহা হইলে তোমরা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র হইতে পারিবে।

ষোড়শ উপাখ্যান।

শান্তস্বভাব বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা মোজেস দেখিলেন যে, এক দরিদ্র উদাসীন বস্ত্রাভাবে আপনার গাত্রে বালুকায় আবৃত করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি-

তেছে। ঐ সন্ন্যাসী মোজেস নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দয়াময়! আমি অতি দীন, দীন প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ঈশ্বর এই প্রার্থনা করুন, যাহাতে তিনি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার দরিদ্রতা দূর করেন। এরূপ কথিত আছে যে, দয়ার্দ্র চিত্ত মোজেস ঐ উদাসীনের দুঃখে কাতর হইয়া, ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করায়, পরুষোত্তম ভগবান ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন এবং সেই অবিধ্য উদাসীনের দুঃখের অবসান হইল। পরে আর একদিন, মোজাস তপস্যা হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন. এমন সময় পথি মধ্যে সেই উদাসীন রাজ-কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি হইয়াছে? কি কারণে এই উদাসীন ধৃত হইয়াছে? তাহাতে রাজ-কর্ম্মচারিগণ কহিলেন, ইনি সুরাপানে উন্মাদ হইয়া নরহত্যা করিয়াছেন;—সেই জন্য ইহাকে রাজ-দরবারে লইতেছি। তখন মোজেস দুঃখ করিয়া কহিলেন, যদি বিড়ালের পালক উঠিত, তাহা হইলে বোধ হয়, একটীও চটাপক্ষীর ডিম্বের জীবন রক্ষা হইত না। এত দিনে আমার জ্ঞান হইল যে, নীচের ক্ষমতা হইলে এইরূপ অঘটন ঘটিয়া থাকে। অতএব নীচের ক্ষমতা হওয়া উচিত নহে।

এইরূপ বলিয়া মোজেস নিতান্ত কাতরভাবে এই বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, যে ব্যক্তির যে রূপ তাহা আপনি জানিতে পারেন, এবং তাহা বুঝিয়া তাহাকে সেইরূপ অবস্থাতে রাখেন। আমি না জানিয়া সন্ন্যাসীর উপকার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, দীনের প্রতি দয়া করে দীনের স্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। এই স্তবের পর তিনি করযোড়ে ধর্ম্মপুস্তক কোরাণে এই কবিতাটী আবৃত করিলেন—

দয়াময় দীনাশ্রয় দীনেশ্বের পতি,
দীন-নেত্রে নিরখেন দীনগণ প্রতি।
অতুল ঐশ্বর্য্যদ্বার করি উদ্ঘাটন,
সকলে দিতেন যদি সমভাবে ধন।
সত্য বটে তাহে হয় দুঃখ অবসান,—
জগতে থাকেনা কার অভাব কখন।

কিন্তু তাহে অত্যাচার অনেক বাড়িত,
নীচ হস্তে ধন পড়ি সঙ্কট ঘটিত।
তার সাক্ষ্য সন্ন্যাসীরে কর দরশন,
যাহা হতে দুর্ব্বলের হইল মরণ।

এই স্তবের পর তিনি চিৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! দুরবস্থা হইতে উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কখন উন্মাদ হইও না, যদি ধন গরিমাতে উন্মাদ হও, তবে এই সন্ন্যাসীর ন্যায় দুরবস্থাতে পতিত হইবে। আরও কহিলেন, সহৃদয়গণ! আপন অবস্থাতেই সকলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ পরম-পিতা পরমেশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তিনি ন্যায় বিচার করিয়া তোমাকে তোমার উপযুক্ত অবস্থা দিয়াছেন, ইহার অন্যথা করিয়া যদি তুমি অন্য রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, তাহা হইলে তোমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইত, এবং তুমিও ঈশ্বরের অপ্রিয় হইতে।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

আরব দেশীয় কোন এক ব্যক্তি বসোরা দেশীয় কতিপয় জহরীদিগের নিকটে বসিয়া এই গল্প আরম্ভ করিয়াছেন যে, কোন সময়ে তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক মরুভূমিতে উপস্থিত হইয়া পথহারা হয়েন। সে সময়ে তাঁহার সহিত কোন খাদ্য দ্রব্য ছিল না। এদিকে পথ-ভ্রমণ-পরিশ্রমে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় এরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সে সময়ে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া ছিল। এমন সময়ে তিনি একটী থলিয়া দেখিলেন, এবং ঐ থলির মধ্যে ভাজা গম আছে বিবেচনাপূর্ব্বক মহানন্দের সহিত থলিয়ার মুখ উন্মোচন করিলেন। থলিয়ার মধ্যে গমের পরিবর্ত্তে মুক্তা দর্শনে নৈরাশ সাগরে পতিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পূর্ব্ব ক্লেশ অধিকতর বোধ করিতে লাগিলেন। এই গল্পটী সমাপন করিয়া তিনি জহরীদিগকে উপদেশ ছলে কহিলেন, আহার অভাবে হিরা, মুক্তা ক্ষুধার শান্তি করিতে পারে না, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তির কষ্ট দূর করিতে পারে না, অতএব জহরতের অলঙ্কার কি? অতএব আহারীয় দ্রব্যই জগতের মধ্যে প্রধান, তাহারও যত্ন করা আবশ্যক।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

এক আরবীয় পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহার ও পান ইচ্ছায় আহার অন্বেষণ করিলেন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কথা বলিলেন যে, মৃত্যুর একদিন অগ্রেও যেন নদীর তরঙ্গে জানু লাগাইয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি। ইহ জগতে ইহা ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই।

একদা এক ব্যক্তি ভ্রমণ ইচ্ছায় এক নিবিড়, নির্জ্জন, ঘোরারোন্যানী মধ্যে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত কতকগুলি মুদ্রা ছিল, কিন্তু কিছুমাত্র আহারীয় উপযোগী আহার ছিল না। যখন ঐ পথিক ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি মুদ্রা লইয়া আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পথহারা হইয়া ঐ অরণ্য মধ্য হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না। পরে যখন ক্ষুধার জ্বালায় আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন তিনি দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, আজ আহার অভাবে প্রাণ ত্যাগ হইল। যখন ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইল, তখন তিনি ভূতলে একটী কবিতা লিখিয়া এবং মুদ্রাগুলি গালে পুরিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে কতিপয় মনুষ্য তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি গালে মুদ্রা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে নিম্ন কবিতাটী লিখিত রহিয়াছে।

"কি করে মুদ্রায় যদি না থাকে আহার।
আহার অভাবে গেল প্রাণ অভাগার॥
রবির কিরণে যথা অরণ্য শুখায়,
সেইরূপ খাদ্যাভাবে জীবন শুখায়॥
তার সাখ্য দেখ সবে দুর্গতি আমার—
অর্থ স্বত্তে প্রাণ গেল না পেয়ে আহার॥
অতএব ভ্রাতৃগণ যবে যথা যাবে।
মুদ্রা ফেলি যত্ন করি সঙ্গে খাদ্য লবে॥

উনবিংশ উপাখ্যান।

আমি একাল পর্য্যন্ত কখন সৌভাগ্য দেবীর আরাধনা করিয়া আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করি নাই, কিম্বা পরকাল সম্বন্ধীয় তর্কে বিতর্ক করিয়া তার্কিক নাম কিনিতে যত্নবান হই নাই। আমার আপন বিবেচনা ও বিশ্বাসমতে কার্য্য কলাপ করিতাম ও অদৃষ্ট প্রতি নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম। পরে একদা আমার চর্ম্ম-পাদুকার অভাব হওয়াতে অতীব কষ্টে পড়িয়া, সৌভগ্য দেবীর কল্যাণ পাইবার আশায় এক দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম যে, তথায় এক পদ-বিহীন ব্যক্তি অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে এবং তাহাতে আমার জ্ঞান হইল। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, এ ব্যক্তি পদহীন হইয়া কত কষ্ট পাইতেছে, তবে আমি সামান্য চর্ম্ম-পাদুকার অভাবে এত কষ্ট বোধ করি কেন? ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, আমাদিগের কর্ম্মোচিত ফল দান করিয়া থাকেন। অবশ্য আমি জগৎপতির নিকটে কোন অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, সেইজন্যই আমার এই অভাবের কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। আর ঐ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সেই-জন্য ঐ ব্যক্তি পদহীন হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার ভক্তির উদয় হইল, আমি অতি ভক্তিসহকারে পরম-পুরুষকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এবং খঞ্জকে দেখিয়া অবধি আমার অভাব-জনিত কষ্ট দূর হইল। অতএব যখন যিনি আপন দুরবস্থার জন্য কষ্ট জ্ঞান করিবেন, তখন তিনি নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার অপেক্ষাও মন্দাদৃষ্টের ব্যক্তি অনেক আছে, এবং তাহা হইলে দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখের অবসান হইবে, কেবলমাত্র বৃথা রোদনে কোন ফল পাইবার সম্ভাব নাই। আর যখন যিনি আপন উত্তম অবস্থা দর্শনে অহঙ্কারী হইবেন, তখন তাঁহার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখিবেন যে, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর উত্তম অবস্থার ব্যক্তি আছে; এবং তাহা হইলেই তাঁহার অহংজ্ঞান দূর হইবে।

আর একদিন ক্ষুধার যাতনায় কাতর হইয়া দেখিলাম যে, নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য অপেক্ষা শাক পাতা ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ হয়। একদিন

সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া উত্তম আহার করা অপেক্ষা যাহাতে প্রত্যহ আহার চলে; তাহা করিলে আর আহারের অভাবজনিত কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব আপন আয়ের পরিমাণে ব্যয় ও স্থিতকরা আবশ্যক, তাহা হইলে একদিনের নিমিত্তও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

বিংশত উপাখ্যান।

একদা শীতকালে কোন এক মহীপাল কতকগুলি কুলীন সঙ্গে লইয়া স্বীয় অধিষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে এক দূর দেশে উপস্থিত হয়েন। ঐ স্থানে সায়ংসময় উপস্থিত দেখিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে এক কৃষকের কুটীর দেখিতে পাইলেন। তখন নরপাল স্বীয় সঙ্গীবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হিমে কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই, আইস, আমরা সকলে ঐ কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি। তাহাতে মহারাজের এক জন পারিষদ কহিলেন, রাজন! সামান্য কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করা আপনার ন্যায় মহীপালের উচিত নহে, অতএব এই স্থানে বিশ্রাম করুন। আমরা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আপনার শীত নিবারণ করিতেছি।

ঐ কৃষক এতৎসম্বাদ শ্রবণে নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইল এবং ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক নতশিরে কহিল, রাজন! আমি সামান্য ব্যক্তি, সামান্য আয়োজন করিয়াছি, আপনার সম্মান রক্ষার্থ এই সকল দ্রব্যে আপনার বন্দনা করিতে ইচ্ছা করি, অতএব রাজন! এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনেচ্ছা পূর্ণ করুন। নরপাল কৃষকের বিনীতবাক্যে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া দ্রব্য সকল গ্রহণ করিলে, কৃষক করযোড়ে বিনীতবাক্যে কহিল, রাজন! মুকুট যেরূপ রবির কিরণ হইতে মস্তককে রক্ষা করে, রাজগণও সেইরূপ প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, প্রজাগণ, মহিপালের আশ্রিত, আশ্রিতের সামান্য আশ্রমে আশ্রয় লইলে রাজার মনের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, অতএব অধীনের নিতান্ত ইচ্ছা;—আপনি অদ্য রাত্রে আমার সামান্য কুটীরে আশ্রয় লইয়া কষ্ট নিবারণ করুন। রাজা, তাহাতে সঙ্গীগণকে উপদেশচ্ছলে কহিলেন, দীন হইলে অভদ্র হয় না, যে মানীর মান রক্ষা করিতে

যত্ন পায়, তাহার মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য, অতএব আইস, আমারা সকলে কৃষকের আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। পরে সকলে কৃষকের কুটীরে সেই রাত্রি বাস করিয়া, পর দিন প্রাতে গমন কালে কৃষককে নূতন পরিধেয় ও কতকগুলি মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক গমন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৃষক অনেক দূর পর্য্যন্ত রাজার পশ্চাদ্গামী হইল। রাজা সঙ্গীগণ সহ স্বীয় অধিকারের নিকটবর্ত্তী হইলে, কৃষক আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

একবিংশ উপাখ্যান।

একদা কতিপয় ব্যক্তি রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজ সমীপস্থিত এক "সন্ন্যাসীকে" দেখাইয়া কহিল, রাজন! এই সন্ন্যাসীর বিস্তর অর্থ আছে, আপনি উহার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। রাজা সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, উদাসিন! শুনিতেছি, আপনি একজন ধনবান, আমার নিতান্ত অর্থের অভাব হইয়াছে, অতএব আমায় কিছু অর্থ দিয়া আমার সাহায্য করুন,—রাজকর আদায় হইলে, আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি ভিক্ষুক, মুষ্টি ভিক্ষার উপর আমার জীবন নির্ব্বাহের নির্ভর, অতএব আমার অর্থ থাকা সম্ভব কি? দ্বিতীয়তঃ একজন ভিক্ষুকের নিকট ঋণগ্রস্ত হওয়া, আপনার ন্যায় মহীপালের কর্ত্তব্য নহে। রাজা কহিলেন, আমি জানি যে, ভিক্ষা লব্ধ অর্থ কখন পবিত্র হয় না, কিন্তু আমি আপনার অপবিত্র অর্থ নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিব না, অশুচি তাতার জাতিদিগকে প্রদান করিব,—আপনি ইহাতে যেন কোন রূপ অমত প্রকাশ করিও না। পরে উক্ত ব্যক্তিগণ কহিল, রাজন! উদাসীনের ঐ রূপ প্রবোধ বাক্যে ভুলিবেন না, কারণ জলরাশিতে মৃত্যুদেহ ধৌত হইলে, যেরূপ জলধির জল কখন অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জিত হউক না কেন, অর্থ কখন অপবিত্র হইতে পারে না। যাহাহউক, ধনাঢ্য সন্ন্যাসী রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতেছে, উহার প্রতিফল প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজা এই সকল উত্তেজিত বাক্যে সন্ন্যাসীর প্রতি কুপিত হইয়া কহিলেন, অবাধ্য প্রজাগণের প্রতি ঔদার্য্য করায় ফল নাই,

যেখানে সততায় কার্য্যসিদ্ধ না হয়, সেখানে রাজদণ্ডের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কিম্বা বল প্রকাশে কার্য্য লইতে হয়, তবে যাহাদিগের নিকট সততায় কার্য্য পাওয়া যায়, তাহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা উচিত। অতএব ইহা বুঝিয়া রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসীর প্রতি ব্যবহার কর।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান।

একজন বণিক কতকগুলি উষ্ট্র ও কতকগুলি ক্রীত দাস লইয়া বাণিজ্য করিতে এক নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত অনেকগুলি বেতনভুক্ত ভৃত্যও ছিল। তিনি একদা ঐ নগরের এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে আহার দিলেন। আহারান্তে দুই-জনে একত্রে শয়ান আছেন, এমন সময় বণিক বাতুলের ন্যায় আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন যে, তুরস্কদেশেও আমার এইরূপ বিষয় আছে, হিন্দুস্থানেও আমার বাণিজ্যের অভাব নাই, আমি একখানি দলিলে দেখি-য়াছি যে, আরব দেশেও আমার এইরূপ বিষয় ও বাণিজ্য আছে। আবার কহিলেন, যে স্থানের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, আমি বিষয় ও ধনোপার্জ্জন আশা ত্যাগ করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই দেশে যাত্রা করিব। আবার কহি-লেন, না, আমার যাওয়া হইল না, পথে তুফানের ভয় আছে। আবার কহিলেন, আমার একটী ইচ্ছা আছে, বাণিজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি তাহাই করিব।—ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার কহিলেন, শুনিয়াছি, চীনদেশে গন্ধ-কের অভাব আছে, অতএব পারস্য দেশ হইতে গন্ধক ক্রয় করিয়া চীনদেশে পাঠাইব। গ্রীক দেশ হইতে মখমল ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইব, আর ভারতবর্ষ হইতে শস্য লইয়া আলিপোনগরে পাঠাইব, তাহা হইলে আমার বাণিজ্য কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। এইরূপ বকিতে বকিতে যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন নীরব হইলেন, পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কহিলেন, হে সাদি! তুমি যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, সেই বিষয় লইয়া একটী বক্তৃতা কর। সাদী উপদেশচ্ছলে কহিলেন, একদা এক ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া উষ্ট্রে চাপিয়া দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে উষ্ট্র হইতে পতিত হইয়া কহিলেন, মনুষ্য-

গণ লোভাক্রান্ত হইযাই কষ্ট পায়, অতএব লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা মনুষ্যগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অধিক লোভে সৌভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হন না। যদি কেহ সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন মৃত্তিকার ন্যায় নম্র হইয়া লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন অবস্থাতেই সুখী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কোন দিন অভাব-জনিত কষ্ট ভোগ কবিতে হইবে না।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান।

চিরস্মরণীয় হাতেমতাই দানশীলতার জন্য যেরূপ খ্যাত ছিলেন, তৎকালে অপর এক ব্যক্তি সেরূপ কৃপণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ঐ কৃপণ ব্যক্তি যদিও সর্ব্বদা নানারূপ বসনভূষণে ভূষিত থাকিতেন, তথাপি তিনি এতদূর পর্য্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠিত ছিলেন যে, তিনি কখন কাহাকেও একখানি রুটী,—কি আবুহরিয়ার দেশাধিপতিকে এক খণ্ড মাংস—কি পর্ব্বতবাসী কুক্কুরদিগকে এক খণ্ড অস্থিমাত্র প্রদান করেন নাই।—অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—এমন কি, তাঁহাব গৃহদ্বার মুক্ত বা তাঁহার মেজের উপব কখন এক-খণ্ড রুটী দেখা যায় নাই;—কোন সন্ন্যাসী তাঁহার বাটী উপস্থিত হইয়া আহারীয় বস্তুব ঘ্রাণ ভিন্ন আর কিছু পান নাই,—পক্ষিগণ তাঁহার মেজের উপরে আসিয়া কখন এক বিন্দু রুটী খুঁটিয়া লইতে পারে নাই। এরূপ কথিত আছে যে, ঐ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যে ফেরু ভূপালেব তুল্য হইয়া একদিন তিনি, পোতারোহণে সমুদ্র গর্ভ দিয়া স্থানান্তর যাইতে ছিলেন, এমন সময় হটাৎ উত্তরীয় বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সেই অর্ণবজানকে জলমগ্ন প্রায় করিল দেখিয়া, কৃপণ ভীত হইলেন এবং উভয় হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক অর্থ জন্য অনর্থক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সে সময় এরূপ ব্যবহার ছিল যে, পোতারোহণ কালে কিম্বা বিপদে পতিত হইয়া তদ্‌সময়ের লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনা করিত। কিন্তু যাহাবা চিন্তাযুক্ত বা কৃপণস্বভাব,—তাহারা কোন কালে ক্ষণকাল জন্য সুস্থির থাকিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে পাবে না, সুতবাং ঐ কৃপণ ব্যক্তি কৃপণস্বভাববিশিষ্ট বলিয়া এমন সময়েও একবারমাত্র ঈশ্বরের

নাম মুখে আনিতে পারিল না। কেবলমাত্র, কোন ব্যক্তি যাইয়া তাহার ধন রক্ষা করে, এই আশায় চীৎকার করিতে লাগিল। তখন কতিপয় ব্যক্তি বলিল, কৃপণ! দরিদ্রের দরিদ্রতা হরণ জন্য সামান্য অর্থ ব্যয়, করিতে তোমার হস্ত লুকাইত থাকে, তুমি পরের উপকার কি রূপে করিতে হয়, তাহা জান না, তবে এক্ষণে তোমার সাহায্য পাইবার সম্ভব কি? তোমার উপকার কে করিবে? তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার স্বর্ণালয় ও অন্যান্য ধন সকল পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তুমি যে কোথা যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব এই সময় এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া অর্থের যথা ব্যবহার করিয়া জীবন রক্ষা কর। কিন্তু ঐ সকল উপদেশ বাক্য মন্দভাগ্য কৃপণের কর্ণ কুহরে স্থান পাইল না। এরূপ কথিত আছে, ঐ কৃপণের মৃত্যুর সময় তাঁহার দরিদ্র আত্মীয়গণ মিশর নগরেতে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দরিদ্রগণ কৃপণের মৃত্যুর পর কৃপণের সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, সপ্তাহের মধ্যে তাঁহারা আপন ছিন্ন বস্ত্রগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত হইলেন। একদিন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে চলিয়াছেন, আর একজন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেব দূতের ন্যায় আসিতেছেন দেখিয়া, একজন তাঁহার পরিচিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, হায়! আজ যদি আবার সেই স্বর্গীয় কৃপণ ইহজগতে প্রত্যাগত হইয়া আপন বিষয় অধিকার করে, তাহাহইলে, কৃপণের মৃত্যুতে ইহাদিগের যে কষ্ট হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা ইহাদিগের দ্বিগুণ কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। পরে ঐ আশ্বারূঢ়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি উত্তমরূপে সুখ ভোগ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনার অর্থ পরের উপকারেও যেন কিছু কিছু ব্যয় হয়, কারণ যে কৃপণ, এই ধন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি একপয়সামাত্রও কোন অভি-প্রায়ে বা সৎকার্য্যে ব্যয় করেন নাই।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান।

কোন এক দুর্ব্বল ধীবর মৎস্য ধরিবার মানসে টাইগ্রীস নদীর কূলে দাঁড়াইয়া জাল ফেলিলে, তাহাতে এরূপ এক বৃহৎ মৎস্য পড়িল যে, ধীবর তাহা

সত্বর উঠাইতে সমর্থ হইল না। মৎস্য সময় পাইয়া সুযোগক্রমে ধীবর হস্ত হইতে জাল ছিঁনিয়া লইয়া জাল সহিত পলায়ন করিল। একটী বালক জল মগ্ন হইয়া যেরূপ জোয়ারের জলে ভাসিয়া যায়, মৎস্য ঠিক সেই রূপ ভাবে ভাসিয়া গেল। কিন্তু মৎস্য জালে আবদ্ধ রহিল, জাল হইতে এখনও বাহির হইতে পারে নাই, ইহা দেখিয়া অন্যান্য ধীবর দুর্ব্বলের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, দুর্ব্বল কহিল, এই অতল স্পর্শ টাইগ্রীস নদীতে কোন দিন কোন ভাগ্যবান ধীবর মৎস্য ধরিতে পারে নাই। কিন্তু আজ ভাগ্যক্রমে এই নদীতে আমার জালে মৎস্য পড়িয়াছিল, আমার দুরদৃষ্ট-বশতঃ মৎস্য আমার জাল সহ পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু সে এখনও আমার জালে রুদ্ধ আছে, বাহির হইতে পারে নাই, এখনও আশা আছে যে, কোন বালুকাময় চড়ায় লাগিয়া মৎস্য জীবন হারাইতে পারে, অতএব তোমরা দুঃখ করিও না।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান।

এক পদহীন ব্যক্তি সহস্র পদবিশিষ্ট এক কীটকে হত্যা করিল দেখিয়া, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি (যিনি তখন সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন) কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে, এক পদহীন ব্যক্তিও সহস্র পদবিশিষ্ট কীটের প্রাণ হরণ করিল। দুরদৃষ্ট উপস্থিত হইলে এই রূপই ঘটিয়া থাকে। নিয়তি মন্দ হইলে কখন দুর্ব্বল ব্যক্তির হস্ত হইতে বলবান ব্যক্তিরও জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই, এবং চলৎশক্তি বিহীন শত্রু বলবানকে আক্রমণ করিলে জীবন রক্ষার নিমিত্ত বলবানের ধনুর্ব্বাণ গ্রহণেও কোন ফল দর্শে না।

ষড়্‌বিংশ উপাখ্যান।

কোন এক আরব দেশীয় কদাকার মূর্খ নানাবিধ বহুমূল্য ভূষণে দেহ আচ্ছাদিত ও পট্ট বস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক মণ্ডিত করিয়া অশ্বারোহণে যাইতে-

ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি উক্ত মূর্খকে লক্ষ্য করিয়া আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! এই ব্যক্তিকে কিরূপ মনে করেন, বহুমূল্য ভূষণে ভূষিত হওয়াতে উহাকে কিরূপ শোভান্বিত দেখাইতেছে? তাহাতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কহিলেন, কালীতে স্বর্ণ মিশাইলে কালী যে রূপ শোভান্বিত হয়, উহাকে ঠিক সেই রূপ দেখাইতেছে, মনুষ্য-যোনিতে গর্দ্দভ উৎপন্ন হইলে যেরূপ পণ্ডিত হয়, ঐ মূর্খও তদ্রূপ পণ্ডিত হইয়াছে এবং উহার স্বরও ধেনু বৎসের কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর। পরে আবার কহিলেন, তুমি স্থির জানিও যে, উত্তম পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ কিম্বা মনুষ্য নাম ধারণপূর্ব্বক মনুষ্যকুলোচিত কার্য্য না করিলে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ মূর্খের সহিত কখন পণ্ডিত গুণবান ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে না। যদি কেহ মনুষ্য কুলে জন্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক মনুষ্যকুলোচিত কার্য্য করিয়া মনুষ্য নামের গরিমা রক্ষা করিতে না পারে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহাকে মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায় না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে ব্যক্তি ভদ্রকুলে জন্ম লইয়া উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করে নাই, সেব্যক্তি কখন পণ্ডিত কিম্বা মানীর মান রক্ষা করিতে পারে না, দরিদ্র ব্যক্তি যদি শিক্ষা লাভ করে, সেও সভ্যসমাজে উপস্থিত হইয়া সভ্যগণের মান রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অতএব কোন ব্যক্তিকে উত্তম বসন ভূষণে ভূষিত দেখিয়া তাহাকে সভ্য ও গুণবান মনে করিও না, অগ্রে তাহার গুণের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে সভ্য সমাজে গণ্য করিও।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান।

একদা এক তস্কর এক সন্ন্যাসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে সন্ন্যাসি! মুষ্টি ভিক্ষার জন্য তুমি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছ, কেহ দয়া করিয়া তোমায় কিছু দান করিতেছে, কেহ কুবাক্য বলিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিতেছে। এই ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। তাহাতে সন্ন্যাসী কহিল, চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করা অপেক্ষা ভিক্ষা করা শত সহস্র গুণে উত্তম বলিতে হইবে। কারণ, যে চোর, তাহাকে জন-সমাজে ঘৃণা করে, কোথাও সে বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারে না। আবার ধরা পড়িলে